ইউসফ জোলেখা।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪৮।৭।১ নং বিডনরো, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩১৯ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

ইউসফ জোলেখা।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪৮।৭।১ নং বিডনরো, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩১৯ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

Printed by

K. C. AICH. At the CALCUTTA COMMERCIAL PRESS,

27, HURTOKEY BAGAN LANE,

CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন।

এই নাটকের প্রধান নায়ক মহাত্মা ইউসফ-চরিত্র, "বাইবেলে" পুরাতন নিয়মাবলীতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে, প্রণয়নকালে, রেভাঃ জি, এফ, ম্যাকলিয়ার, ডি, ডি, প্রণীত পুরাতন পুস্তকের যোসেফ অধ্যায়ে ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে ও মুসলমান কবি মহাত্মা, আবদুল রহমান জামী কৃত, "জোলেখা" নামক সুমধুর পারস্য গ্রন্থ হইতে, অনেক ভাব গ্রহণ করিয়াছি। রেভাঃ ম্যাকলিয়ার সাহেব কৃত পুস্তকে নায়িকা "জোলেখার" নাম স্পষ্ট নাই, কিন্তু কোরাণ শরীফের দ্বাদশ অধ্যায়ে ইউসফ উপাখ্যানে ও পারস্য কবিকুল শিরোভূষণ, জামীর কৃত গ্রন্থে নায়িকার নাম "জোলেখা" পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ—অনেকের বিজাতীয়, বাইবেলে ঘৃণার ফলে কেহ পাঠ করেন না, হিন্দুর যেরূপ প্রত্যেক অবতারে আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, সকল ধর্ম্মেরই যে প্রত্যেক অবতারে এরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহা অনেকেরই ধারণা নাই। আমাদিগের পৌরাণিক ইতিহাসের মধ্যে চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য জয়দেব, প্রভৃতি মহাত্মাগণের অপেক্ষা ধর্ম্মমতি মহাপ্রাণ ইউসফ যে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিলেন তাহা আমার বোধ হয় না। যাহা হউক, এই মহাত্মা ইউসফের জীবন-চরিত লিখিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ, পাঠ করিলে বলিতে পারিবেন। ইতি তারিখ ১০ই কার্ত্তিক ১৩১৯ সাল।

৪৮।৭।১ বিডনরো
কলিকাতা।

বিনীত—
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মিত্র।

উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া জননী

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

জননী!

বহুদিন পূর্ব্বে যে হতভাগ্য সন্তানকে পৃথিবীতে রাখিয়া, অলক্ষ্যে নিত্য আশীর্ব্বাদ করিতেছ, যে হতভাগ্যের বাক্য-স্ফুরণ কালে তুমি শোকতাপ পরিহার করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছিলে, যে অধম অকৃতজ্ঞ সন্তান, তোমার স্নেহময় কোলে বসিয়া বাল্যকালে "ক" "খ" শিখিতে পাইনি বলিয়া আজও অনুতাপ করে, তাহার প্রণীত এই ইউসফজোলেখা, নাটক তোমার করকমলে উৎসর্গ করিয়া জনসাধারণে প্রচার করিবে। ইতি তারিখ ১০ই কার্ত্তিক ১৩১৯ সাল।

৪৮।৭।১ বিডনরো
কলিকাতা।

ভাগ্যহীন
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

তৈমুস	আরবদেশীয় রাজা।
মনস্থর	তৈমুসের খোজা ভৃত্য।
ইয়াকুব	কেনান নিবাসী জনৈক ধর্ম্মপ্রচারক।
রুবেন, জুদা, ইউসফ, বিনিয়ামিন	ইয়াকুবের পুত্রগণ।
শাহসাহেব	স্বর্গচ্যুৎ ছদ্মবেশী দূত।
আজিজমিসর	মিসর রাজমন্ত্রী।

মিসর রাজ, উজির, জনৈক বণিক, পাহাড়ী, উদ্যানরক্ষক,
ভৃত্যদ্বয়, রাজদূত, নাগরিক, মিশর বালকগণ
ও প্রহরী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

জোলেখা	তৈমুস-দুহিতা।
ঈরাণী	জোলেখার প্রধানা সখী।
আদিবালা	জনৈক শ্রেষ্ঠী কন্যা।

ধাত্রী, পরিচারিকা, সখীগণ, বাঁদীগণ, মিসর
বারাঙ্গনাগণ ও বেদেনী ইত্যাদি।

13.1?.1913

ইউসফ জোলেখা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

আরব রাজপ্রসাদস্থ শয়নাগার।

(জোলেখা শয্যাপরি নিদ্রিতা ও সখীগণ সম্মুখে দণ্ডায়মানা)

গীত

মিল আঁখি, মিল আঁখি, বিবি ফজুর হুয়া।
গোলাব পানি পিও সরাব পিও
ভরকে পিয়ালা দিয়া॥
লায়া ফজুর কা চিজ, গোলাব আসবাব,
ছেলাম, ছেলাম, উঠ বিবি সাহাব,
পূরবে রোস্নি জ্বলে, মিঠি মিঠি বোলে চিড়িয়া।
চলে ধীরে ধীরে ঐ দক্ষিণ হাওয়া॥

(সখীগণের প্রস্থান)

জোলেখা। আবার আবার সেই স্বপ্ন দেখলেম, কি সুন্দর কি মধুর, আবার আমার এ সপ্ন দেখতে সাধ হয় কেন? কে আমায় এমন মধুর সপ্ন দেখায়? কেন এ স্বপ্ন দেখি? স্বপ্ন দেখে মনে যেন

হয় কি হাঁরিয়েছি—কিন্তু কি যে হারিয়েছি তাত আমার মনে পড়ে না। আবার মনে পড়বে? আর কি আমার মন আছে? কে সেই মহাপুরুষ উন্নত ললাট সুগৌরাঙ্গ তনু, বিশাল বক্ষস্থল, আজানুলম্বিত বাহু, বিস্তারিত আকর্ণ নয়ন মুখের প্রভায় জগত উজ্জল, কে সে? নিদ্রাবেশে আমার মন চুরি করে নিলে? কৈ, তার ত পরিচয় পেলেম না, কি নাম, কোথায় নিবাস, স্বপ্নে তার রূপ দেখে যেন আমি পাগল হয়েছি। কি আশ্চর্য্য! যাতে আমার মনে এত অনিষ্ট হয় সে স্বপ্ন আবর কেন দেখতে চাই? তাতে আমার কি স্বার্থকতা? স্বার্থকতা আছে বৈকি, তা নইলে কেন আবার স্বপ্ন দেখতে চাইব?

মনে যেন হয়,
গৃহ ত্যজি ভুলে গিয়ে,
সংসারের জ্বালা,
দিবস রজনী
হেরি সেই স্বপনের
মধুর মূরতি।
সাধ হয় সদা চিতে,
রুদ্ধ করি দ্বার,
শয়ন আগার,
শিথিল অলস অঙ্গে
শয্যাপরি থাকি শুয়ে
মুদিয়ে নয়ন,
দেখিতে স্বপনে সেই
প্রেম পরিণয়।
চাহে প্রাণ,
দিবানিশি, স্বপনের ছায়া।
মনে হয়,

স্বপন মূরতি সনে,
প্রেমের প্রসঙ্গ তুলি
ছায়া হয়ে, মিশে রই
প্রাণ বিনিময়ে।
নিদ্রা ভঙ্গে এক দৃষ্টে
চেয়ে যদি রই,
নিরাশ অন্তরে
স্বপনের সেই ছায়া,
দেখি যেন নয়ন সম্মুখে।
মুদিত করিলে আঁখি
ভাবিলে বারেক, মনে যেন হয়
দিবস রজনী,
শুনি তার মধুময় বাণী।
অনন্ত যন্ত্রণা
ভাবনা অপার,
শান্তিদান করে প্রাণে।
বিগত নিশার স্মৃতি
দেখি ভাবি কিছুক্ষণ।

(ঈরাণীর প্রবেশ)

ঈরাণী। বলি হাঁগা জোলেখা বিবি! এ তোমার কি রকম ব্যাপার?

জোলেখা। কেন কি রকম?

ঈরাণী। বিশেষ কিছু নয় বিবি সাহেব, তবে এই দিন কতক থেকে দেখছি যেন কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে।

জোলেখা। কেন সখি! আমার রং কি শাদা ছিল এখন কাল হয়েছে? না, মাথাটা পায়ের দিকে হয়ে পা ছু'টো ওপর দিকে গেল?

ঈরাণী। সে পরিবর্ত্তন নয় গো বিবি সাহেব, সে পরিবর্ত্তন নয়। তোমার মনের ভাবটা যেন কেমন কেমন হয়েছে।

জোলেখা। সে কি! চিরকালই ত আমার মনের ভাব আছে কখন ত কাহার সঙ্গে আড়ি হয়'নি।

ঈরাণী। দেখ বিবি সাহেব! তোমার সঙ্গে আমি কথায় পার্ব্বনা শোন! এই যেমন আছে আছে, নেই নেই, থাকে থাকে, যায় উঠে উঠে, বসে—এই রকম ধরণের যেন তোমার মনের গতিক দেখতে পাই। দিন রাত ত আকাশের দিকে চেয়ে হাঁ করে বসে থাক, কি দেখ বল দেখি?

জোলেখা। কি আর দেখব বল? আকাশের তারা গুনি।

ঈরাণী। দিনের বেলায় তারা গোন? সে কি সখী, তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

জোলেখা। কেন আমি কি তোমায় হাকিম ডাকতে বল্লেম?

ঈরাণী। খোদা করুন যেন তা না হয়, কিন্তু তবে দিনরাত্রি হাঁ করে পাগলের মতন কি ভাব?

জোলেখা। ভাবছি, রোজা কি মাসে?

ঈরাণী। বুঝেছি বুঝেছি বিবি! বসন্তকালে নব যুবতীদের কানাঠাকুর বাণ মেরে বেড়ায়, তোমারও তাই।

জোলেখা। তাইত বলি কানাঠাকুর কি তোমায় এসে বলে গেছে যে সে আমায় বাণ মেরেছে?

ঈরাণী। তা বলে যায়নি বটে, তবে তার বড় বড় বাণের দাগগুলো যে তোমার অঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

বুঝেছি তোর মনের কথা সই,
বুঝি কে কোমল প্রাণে লাগিয়ে মই,
মন নিয়েছে চুরি করে ভোর
নিশিতে এসে।

নইলে কেন নিরাশায়,
কচ্ছ শুধু হায় হায়,
ভাবছ বসে দিবানিশি
কাহার আশার আশে।

জোলেখা। সখী তুমি ঠিক বলেছ, আমি স্বপ্নে আমার মন হারিয়েছি।

ঈরাণী। তা বুঝেছি বিবি!
বল দেখি মন চোরা কে
কেমন করে এল,
মনটি তোমার করে চুরি
কোন দিকেতে গেল?

জোলেখা। শোন সখী!
জানি নাই কে সে
নবীন প্রেমিক
উন্নত ললাট,
ভ্রূযুগল বাসবের চাপসম,
অর্দ্ধাকৃতি অষ্টমীর
ক্ষীণচন্দ্র যেন।
গরুড় গঞ্জন উন্নত নাসিকা,
বিস্তারিত
আকর্ণ নয়ন,
যেন স্তিমিত কামের রশ্মি
প্রস্ফুটিত তায়।
সুচিকন কৃষ্ণ শিরে,
ঘোর কেশদাম,
এলায়ে কুঞ্চিত পড়ি

ললাট প্রদেশে,
সন্তাড়িত ইতস্তত:
মধুর হিল্লোলে।
পূর্ণ শতদলসম,
বিকাশি সৌন্দর্য্য রাশি।
আকাশের সুষমা মাখান,
মুখের প্রভায়,
মনে সদা হয়,
প্রাণ ভরে দেখে যদি
অধিনীর আঁখি—
রূপের আভায়,
হৃদয় আগার,
পুড়ে হবে ছারখার।
সুবিশাল অতি বক্ষস্থল,
আজানু লম্বিত বাহু
শরাশন করে।
ভূবন বিজয়ী রূপ হেরে,
গগণের কোল হতে
একে একে কোটী শশধর
লুটায় চরণে।
যেন বিধাতার ধ্যানের সৃজন।
প্রকৃতি হইতে আসি,
আপনি প্রেমিক,
নিত্য নিশায়,
দাঁড়াইয়ে শয্যাপার্শ্বে
দেয় দরশন।

মরাল মন্থর গতি,
অতি ধীর পদক্ষেপে তার,
আসি স্বীয়র প্রদেশে—
মধুর কোমল কণ্ঠে
অমৃত সিঞ্চন করি,
ডেকে ডেকে
অধিনীরে করিলেন
আশ্বাস প্রদান।

ঈরাণী। দেখ বিবি সাহেব! এই প্রেম বড় কোরাণী ভাষা, কারোর শুভ দৃষ্টিতে প্রেম জন্মায়, কারোর শুভ কর্ণে প্রেম জন্মায়, কারোর সুখ স্বপ্নে জন্মায়, কারোর বা সুখ সহবাসে জন্মায়। তা তোমার ত দেখছি স্বপ্নের প্রেম, আর ভাঙ্গাঘরে জ্যোৎস্না আলো এই এক কথা, ঐ দেখ আবার কারা আসছে।

(সখীগণের প্রবেশ)

গীত

ঘুম ঘোরে—
কে নাগর এসে নেছে বুঝি মনচুরি করে।
নইলে কি সই অমন করে আঁখি জল ঝরে॥
কোন প্রাণে কি ছল করে কে পাতলে পিরীত ফাঁদ,
মনচোরা কে এল নেবে কোন আকাশের চাঁদ,
ফাঁকি দিয়ে মনটি নিলে অনুরাগে সোহাগ ভরে।
এখন মর কেঁদে দীর্ঘশ্বাস হা হুতাস করে॥

১ম সখী। বলি ওগো রাজকুমারী!
কচ্ছ ত খুব লুকোচুরী,

ভোর নিশিতে, কাহার হাতে,
সঁপে দিলে মন ?

২য় সখী। রূপ কথাতে কত শুনি,
রাশি রাশি প্রেমের খনি,
কিন্তু সখী দেখিনিক
তোমার মতন।

৩য় সখী। মনের ভাবে পড়্‌ছ ধরা,
লুকাবে আর কি ?

৪র্থ সখী। সব বুঝেছি তোমার বিবি,
ভাল মানুষের ঝি।

৫ম সখী। কোথায় নাগর,
কেমন করে এল হেসে হেসে ?

৬ষ্ঠ সখী। কেমন করে কল্লে চুরি,
মনটি নিশাশেষে ?

৭ম সখী। লুকিয়ে প্রেম ক'দিন চলে,
বল দেখি সই।

৮ম সখী। দেখলে তারে বলতে পারি
দেখাও দেখি কই ?

ঈরাণী। আবল তাবল বকছ কেন,
নাইক মুণ্ড মাথা।
দূর হও সব এখান থেকে
কাজ কি বাজে কথা ?

১ম সখী। বলি কেন গো ঈরাণী বিবি,
তোমার এত জ্বালা ?
কচ্ছে কি কেউ পিরীত
এখন ধরে তোমার গলা ?

ঈরাণী। শুনলো সবাই
ব্যাপারটা এই
নিশার স্বপন দেখে,
মন উদাসী সখীর আমার
প্রেমের নেশা চোকে।

২য় সখী। ওমা স্বপন দেখে,
এমন হয়, আর শুনিনে কোথা।
শুনলে ব্যাপার হাসবে লোকে
কি ঘেন্নার কথা॥

ঈরাণী। পুরুষ মানুষ স্বপ্নে দেখে
মন দিয়েছে সখী।
তাইতে এত মলিন মুখে
হয়ে আছে লবণাক্ত আঁখি।

৩য় সখী। শুনব কত আর মজা
দেখব দিনে দিনে—

৪র্থ সখী। মানিনীর মান ভাঙ্গে কিসে
নবীন যৌবনে।

ঈরাণী। নাগর এলে বলিস তোরা
যায়না যেন. ফিরে—
আদর করে রাখিস ধরে,
দিয়ে মাথার কিরে।

৫ম সখী। যত্ন করে রেখে দিও
স্বপনের ধন—

৬ষ্ঠ সখী। তুলে দিয়ে হাতে তার
জীবন যৌবন।

ঈরাণী। ঐ দেখনা ভাবছে কেমন
চেয়ে আকাশ পানে—
এত কথা কইলুম সবে
ঢুকলো না তার কানে।

৭ম সখী। ফাল্গুনে সই আগুন উঠে,
বইলে মিঠি হাওয়া—

৮ম সখী। সার হল ঐ স্বপনেতেই
শুধু আসা যাওয়া।

জোলেখা। দূর হও তোমরা সবাই।
কেন কর মিছা জ্বালাতন ?
একে চিন্তানলে—
পুড়ে পুড়ে, মরি নিশিদিন,
অবসাদ হৃদয়ে ধরিয়ে।
মনে হয়, ত্যজিয়ে সংসার,
আত্মীয় স্বজন স্নেহে,
দিয়ে বিসর্জ্জন—
নীরব স্বপন রাজ্যে,
শুয়ে দিবানিশি,
হেরি প্রাণ ভরে,
নবীন প্রেমিকে।

ঈরাণী। খোদার দোহাই যেন প্যায়গম্বর তাই করেন, যেন তোমার স্বপ্নের মূর্ত্তি তোমারই হয়। আর ভেবে কি হবে ? বেলা হয়ে গেল, খোদার মেহেরবাণী যেন তোমার খোয়ার গাঙ্গে চাঁদের আলো সত্য হয়।

(সখীগণ)

গীত

নরনারী প্রাণে প্রাণে প্রণয় বাঁধিলে—
চোখে চোখে, মুখে মুখে, পিরীত করে সকলে।
নারীর পিরীতি রিতী, পাতিয়ে গোপনে ফাঁদ,
পুরুষ প্রেমিকে ধরি, চরণে চাপিয়ে ছাঁদ,
রেখে দেয় তুলে বুকে, আপন মনের সুখে,
মনে মনে মজিলে॥
নারীর হৃদয় আশে হয়ে নর প্রেমে সারা,
পড়িয়ে প্রেমের ফাঁদে, কভু লাগে দিশেহারা,
কভু হাসে, কভু কাঁদে, কভু বা ছলে।
কাঁচায় ঘুণ ধরে যায় কাহার কপালে॥

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ প্রসাদস্থ প্রাঙ্গন।

(ধাত্রী ও তৈমুস আসীন)

তৈমুস। ধাত্রী, তোমার হাতে যখন জোলেখার সম্পূর্ণ লালন পালনের ভার,তখন এত দিন তার উন্মত্ততার কথা আমায় বলনি কেন? তুমি জান, যে আমার এক মাত্র কন্যা জোলেখা, এই শশাগরা দ্বীপের একমাত্র সৌন্দর্য্যের রাণী।

ধাত্রী। জাঁহাপানা, ক্ষমা করুন, জোলেখার এ ভাব অতি অল্পদিন হয়েছে, আমি অনেক করে তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু সে কোন কথাই কয় না।

তৈমুস। শুন ধাত্রী! যা'হোক এখনি যেমন করে পার তার মনভাব আমায় জানাবে। অনেক জায়গা থেকে তার বিবাহের সম্বন্ধ পত্র আসছে, কেবল তার অসুস্থতার দরুণ আমি কোন জবাব দিতে পাচ্ছি না। আর উপস্থিত তার পায়ে সোনার শেকল দিয়ে ঘরে রেখে দাও, যেন উন্মত্ততার ফলে পথে পথে ঘুরে, রাজা তৈমুসের উন্নত গর্ব্বের মস্তকে পদাঘাত না করে। যেন রাজা তৈমুসের পূর্ব্ব পিতৃকুল-গৌরব উন্মাদিনী কন্যার জন্য কলঙ্কিত না হয়।

(তৈমুসের প্রস্থান)

ধাত্রী। তাইত মহাবিপদেই পড়েছি, পরের মেয়ে নিয়ে আমার এক মহা ঝঞ্ঝট, কোথা থেকে কি এক আপদের ব্যায়রাম এসে জুটল? আমার ত বোধ হয় জোলেখাকে কোন উপদেবতায় পেয়েছে, তা না হ'লে দিনরাত অমন অন্যমনস্কা থাকবে কেন? তার কথা কইতেও যেন বিরক্ত বলে বোধ হয়।

(মনসুরের প্রবেশ)

কিরে মনস্থর! কি হয়েছে? অমন ছুটতে ছুটতে আসছিস কেন?

মন। বহুত ছেলাম বিবি, বহুত ছেলাম। জোলেখা বিবির ব্যায়রাম বড় বাড়াবাড়ি। ঈরাণী বিবি আমাকে পাঠিয়ে দিলে, আপনাকে শীঘ্র করে ডাকছে।

ধাত্রী। সে কিরে মনস্থর? কি রকম দেখলি বল দেখি?

মন। আর বলো না বিবি, বলো না। যা হয় ঠিক সেই রকমই, আমার ত বোধ হয় ও ভূত প্রেত কিছুই নয়, কোন রকম মূর্চ্ছাগত বাই টাই হবে। এই বেলা হাকিম ডেকে চিকিৎসা পত্র করাও, একটু লক্ষ করে দেখলেই জান্তে পার্ব্বে, দিনের চেয়ে রাত্রিতে যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়।

ধাত্রী। নারে মনস্থর তা নয়, ও তোর হাকিমের বাবার সাধ্যি নেই যে ব্যায়রাম সারে, ও নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে।

মন। কি বলছ গো বিবি সাহেব? শোন, আমার একটা ভূত ছাড়াবার মন্ত্র ছেল, সে ত ঝেড়ে দেখেছি লাগল না।

ধাত্রী। দেখ শোন, শোন, এখন এক কাজ কত্তে পার্ব্বি?

মন। কি জোলেখা বিবির কাছে মার খেতে? মনস্থরের জীবনটা যদি বীমা করা থাকত তা হলে আপত্তি ছেল না। তবে একবার শুনি কাজটা কি?

ধাত্রী। জোলেখা বিবির পায়ে শেকল লাগাতে হবে জনাবের হুকুম।

মন। তবেই গেছি বিবি সাহেব, পায়ে ত শেকল দেবে, এখন ব্যাপারটা কি ঠাউরালে বল দেখি?

ধাত্রী। দেখ, আমার ত বোধ হয় কারোর সঙ্গে আস্নাই করে ফেলেছে, তাই হা হুতাস করে আর কি?

মন। তোবা, তোবা, সে যে বড় বিষম ব্যাপার গো, যেখানে হাওয়া ঢুকতে পারে না, সেখানে মানুষ এসে আস্নাই করে যাবে?

ধাত্রী। ধর্ব্বার চেষ্টা কর না? রাত্রি জেগে বসে থাকবি, জোলেখা বিবির কাছে কে আসে দেখবি, কি কথা কয় শুনবি, এখন গিয়ে তার পায়ে শেকল দিগে যা, যেন ঘর থেকে না বেরুতে পারে দেখিস বহুত হুঁসিয়ার।

মন। আরে বিবি! শেকল দেব কি বল? সেকি টিয়ে পাখীটি, যে শেকল দিলেই হ'ল? আমার ঘাড়ে আর একটা মাথা থাকলে তবে পাত্তেম বিবি সাহেব, ও কাজ আমার দ্বারায় হবে না।

(ঈরাণীর প্রবেশ)

ঈরাণী। মনসুর! বেতমিজ্ কি কচ্ছিস রে? জোলেখা বিবি আজ তোকে বিশ কোঁড়া মার্ব্বে পাজী শীঘ্র যা।

মন। খোদা খোদা, ঐ শোন, দাই বিবি শোন, এর ওপর পায়ে শেকল দিলেত আর আমার মাথাই থাকবে না। দেখ ও শেকল টেকল যা পরাবার তোমরা পরিও আমি চল্লেম।

(মনসুরের প্রস্থান)

ঈরাণী। দেখ দাই মা, জোলেখা বিবির বিষয় তুমি কি ঠাউরালে বল দেখি?

ধাত্রী। আমার ত মনে হয় কারোর সঙ্গে ভালবাসা হয়েছে, তুই কিছু ঠাওরাতে পাল্লি?

ঈরাণী। হাঁ, কতকটা, তুমি যা মনে ভেবেছ সেই রকমই।

ধাত্রী। হাঁ দেখলি ঈরাণী—

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে,
চাতক মেঘের ডাক।
ধর্ম্ম চেনে সাধু যারা,
পর্ব্ব জানায় ঢাক॥

চুল পেকে গেল আর একটা এক ফোঁটা মেয়ের মনের ভাব কি বুঝতে পারিনি? ওর ব্যায়রামটা হ'ল পিরীতের।

ঈরাণী। তা বটে, কিন্তু ওষুধটা আনাই শক্ত।

শিশির ওষুধ নয় ত এ যে,
গালে ঢেলে দেবে।
এক ঢোক টাক খেলেই যার
ব্যায়রাম সেরে যাবে॥

ধাত্রী। দাওয়াইটে কি বল দেখি?
ভূত প্রেত না দৈত্য দানা
রোজ এসে কে দিচ্ছে হানা?

ঈরাণী। মানুষ গো মানুষ।
আঁখি ভরে ঢেলে দিয়ে,
অগাধ ঘুমের ঘোর।
স্বপ্ন দিয়ে কচ্ছে দেখা
সারা নিশা ভোর॥

ধাত্রী। দেখ ঈরাণী! জোলেখার কাণ্ডকারখানা দেখে আমার ত পেটের ভেতর হাত পা চলে গেছে, এখন কি করি বল দেখি? আমায় একটা পরামর্শ দে।

ঈরাণী। তোমাকে আর পরামর্শ দব কি? তুমি ত নিজেই সাত পোয়াতির মা।

ধাত্রী। কি জানিস ঈরাণী? তার যে ভাল-মন্দের সমস্ত দায় আমার। তা নইলে আর আমার এত মাথা ব্যাথা কেন?

ঈরাণী। তবে এক কাজ কর, আগে একটা ওষুধ এনে ওর স্বপ্ন দেখাটা বন্ধ করে দাও, গোরস্থান থেকে মৌলবি সাহেবের মাদুলি, আর জলপড়া এনে দাও, যদি ভূত প্রেত হয়, তা হলে ও তিন ফুঁয়ে সব উড়ে যাবে।

ধাত্রী। ও ভূত প্রেত ত আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তোকে কি বল্লে বল দেখি ?

ঈরাণী। সে কি বলতে চায় গা ? এই যেমন কানে জল দিয়ে জল বার করে, সেই রকম অনেক কথায় কথায় শেষে বল্লে যে, আফ্রিকা দেশে ওন্‌কা নামে যে পাখী আছে, সেই পাখীর ঝাঁক নাকি জোলেখার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেছে।

ধাত্রী। শুনেছি ত যার মাথার উপর দিয়ে সে পাখী উড়ে যায়, তার নাকি রাজ্য লাভ হয়, তবে জোলেখা এত বিমর্ষ কেন ?

ঈরাণী। এখন রাজ্য লাভ হয় কি রাজা লাভ হয় দেখ, কি জান ? স্বপ্নে কে একজন পরম সুন্দর পুরুষ মানুষ এসে তার বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। তার জন্যেই জোলেখা বিবির এত হা হুতাস।

ধাত্রী। বলিস কিরে ? এর ভেতর এত ব্যাপার ? তারপর তারপর ?

ঈরাণী। তারপর আর কি, তাকেই নাকি বিবি সাহেব ধারে প্রাণটা বেচে ফেলেছে।

ধাত্রী। তা হলে এখন উপায় ?

ঈরাণী। পায় পায় তার পেছু নাও। ওর বাপকে বলে তল্লাস কর কে ? তারপর চার হাত এক করে দাও আর কি।

ধাত্রী। তা তার নাম ঠিকানা যখন জানে না, তখন খোঁজই বা করি কেমন করে ? আর ওর বাপকেই বা বলব কি ? কে জানে মা, আমারাও ত এমন কত স্বপ্ন দেখি, তা কি আর সত্যি হয় ?

ঈরাণী। সব সত্যি গো সব সত্যি, ও যে ভোরের স্বপ্ন।

ধাত্রী। মনসুর ! মনসুর !

(মনসুরের গীত গাইতে গাইতে বেগে প্রবেশ)

গীত

আস পাশেতে আছি বিবি
হাজির হামেহাল।
পাঁচ জনাতে পড়ে আমায়
কচ্ছ যে নাকাল॥

ঈরাণী। চুপ চুপ চুপ তোম,
সম্‌ঝে বোল বাত।
ভারী বেইমান তোম,
বড়া বদ্‌জাত॥
ঠিক্ ঠাক্ সব বাত বল বহুত সামাল।

মন। জল্‌দি করে গিয়ে ঘরে,
দেখগে যাও বিবি মরে,
দ্যাল দোরেতে ঠুকে মাথা,
ভাঙ্গছে নিজের কপাল॥

ঈরাণী। সে কিরে মনসুর ?

মন। জলদি দেখগে যাও, জোলেখা বিবি ঘরের ভেতর ছুটোছুটি করে কপাটি খেলছে, আর বলছে আজিজমিসর আজিজমিসর।

ধাত্রী। আজিজমিসর কি ? সে কে ?

মন। ও বোধ হয় কপাটি খেলার একটা বুলি বার করেছে।

ঈরাণী। না না ও যে কোন লোকের নাম, কে বল দেখি মনসুর ?

মন। দেখ ঈরাণী বিবি, তুমিও যা জান আর আমিও তাই জানি, তবে এ পর্য্যন্ত বলতে পারি, আমার ত বাড়ী মিসর দেশে, সেখানে আজিজ বলে ত কাকেও জানিনা, তবে খোঁজ কল্লে দু দশটা আজিজ

থাকতে পারে, কিন্তু তার ভেতর কোনটিকে যে জোলেখা বিবির দরকার, তা'ত জানি না।

ধাত্রী। দেখ ঈরাণী, এই বেলা একবার ব্যাপারটা দেখে আসি কি রকম।

ঈরাণী। তবে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

মন। যা বাঁদী বেটিরা, কিন্তু বাবা মনসুর মিঞা আর ও পথে যাচ্ছেন না, কিন্তু দাই বেটি ত ঠিক বলেছিল, বড় জাঁহাবাজ মাগী। এর ভেতর বাবা কিছু মচকোফের আছে, আর সে শালাই বা কে, যে হাওয়ার সঙ্গে এসে পিরীত করে যায় ?

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। কে রে ? মনসুর নাকি ?

মন। কতকটা সেই রকমেরই, তুই কোথা গেছলিরে রুস্তানা ?

পরি। মস্‌জিদে জলপড়া আনতে, শুনিস নি ? জোলেখা বিবিকে যে মামদোয় পেয়েছে।

মন। বলিস কিরে ? আচ্ছা রুস্তানা, দেখ আমরা ত এত অন্ধকারে পথে, ঘাটে, মাঠে, গোরস্থানে কত ঘুরে বেড়াই, কৈ আমাদের ত মামদোয় ধরে না ?

পরি। নারে না অমন হয়, দিন কতক আগে আমাকে একবার মামদোয় পেয়েছিল।

মন। জোলেখা বিবির মতন নাকি ? আচ্ছা বল দেখি রুস্তানা সে মামদোটা কে ? আমার ত বোধ হয় আমি।

পরি। দেখ বদ্‌মাস্‌, ফের যদি আমাকে অমন কথা বলবি, তা'হলে জনাককে বলে তোকে হাজার কোঁড়া খাওয়াব।

মন। ইয়াল্লা! আহা রুস্তানা বিবি চটিস্ কেন? আপোষে হু'কথা হয়ে গেল, দেখ তোরও যেমন বরাত, আমারও তেমনি বরাত।

পরি। আঃ তোর মুখে আগুণ, তোর বরাতের মতন আমার কি দেখলি?

মন। তুইও যেমন বাঁদী, আর আমিও তেমনি বান্দা।

পরি। এখন তুই জোলেখা বিবির কি ব্যায়রামটা ঠাওরালি বল দেখি?

গীত

মন। শোন শোন বিবির কাণ্ডকারখানা।
ঝাড়ফুঁক আর জলপড়াতে কিছু হচ্ছে না॥
পরি। ঢং করে এক ঢেউ তুলে—
কচ্ছে পিরীত প্রাণ খুলে—
রোজ নিশিতে স্বপনেতে কচ্ছে আনাগোনা।
উভয়ে। রটেছে সহর জুড়ে ভূত প্রেত আর দৈত্য দানা।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

কেনান প্রদেসস্থ ইয়াকুবের শিবির।

(ইয়াকুব ও শাহসাহেবের প্রবেশ)

শাহ। ইয়াকুব মিঞা! আমি তোমার অতিথি সৎকারে পরম সন্তোষ লাভ কল্লেম, কাল তোমার পুত্র, ইউসফের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না হ'লে, বোধ হয়, এই নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে বন্য স্বাপদ কবলে বিনষ্ট হতে হ'ত, তোমার পবিত্র অন্তকরণ, সুখী হোক।

ইয়া। শাহসাহেব! আমার কি সাধ্য যে আপনার মতন পবিত্র আত্মা সাধু ব্যক্তির সম্মান রক্ষা কত্তে পারি।

শাহ। ইয়াকুব! তুমি বহু ভাগ্যবান, তোমার ষোড়শ বর্ষীয় বালক ইউসফের পবিত্র আত্মা আমাকে যে তৃপ্তিদান করেছে, এ দুনিয়ায় এতদিন খোদার নাম নিয়েও আমি সে শান্তি পাইনি; আমার বোধ হয়, তোমার পুত্ররূপ বর্ত্তমান ইউসফ পবিত্র ইসরাইল ধর্ম্মের উজ্জল মূর্ত্তি। কাল রাত্রে আমি অনেক শাস্ত্র-কথা তার মুখে শুনেছি, তার রূপ দেখে বোধ হয়, যেন আসমানের কোন স্থান থেকে এসেছে, তার বয়েস অপেক্ষা তার শাস্ত্রজ্ঞান অধিক। তোমার দ্বাদশ পুত্র মধ্যে ইউসফকে দেখে আমার হৃদয়ে কেমন এক আনন্দের ভাব হয়েছে, আমি খোদার পায়ে প্রার্থনা করি, তিনি ইউসফকে সুখী করুন। এখন তুমি যদি আমাকে তার কিছু ইতিবৃত্ত বল, তা'হলে আমি শুনে পরম চরিতার্থ হই।

ইয়া। শাহসাহেব! আপনার ন্যায় মহাপুরুষের কাছে আমার কোন কথাই গোপন কর্ব্বার আবশ্যক নেই, শুনুন, "এই নগরের সন্নিকটে অন্য এক নগরে লাবন নামে এক মহা ধনী বাস কর্ত্তেন। তাঁহার দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠা লেয়া, ও কণিষ্ঠা অদ্বিতীয়া রূপবতী রাহেল, রাহেলের রূপ প্রশংসা শুনে নগরের অনেক ব্যক্তিই তাকে বিবাহ

কর্ব্বার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়। আমিও তার রূপ মোহে মুগ্ধ হয়ে সেই সময় তার পিতা লাবনের গৃহে দাসত্ব করি। চতুর লাবন আমার দাসত্বের কারণ জান্তে পেরে প্রথমে জ্যেষ্ঠা লেয়ার সহিত আমার পাণিদান করেন। তারপর কিছু দিন বাদে কণিষ্ঠা রাহেলকেও আমার হাতে সমর্পণ করেন, এবং তাহার প্রদত্ত দুই কন্যার দুটি দাসী ও আমার গৃহে আমার পত্নীরূপে নীত হয়। বিবাহের কিছু দিন পরে জ্যেষ্ঠা লেয়া ও অপর দুই দাসীর গর্ভে দশ পুত্র জন্মে, আর কণিষ্ঠা রাহেলের গর্ভজাত দুই পুত্র, প্রথম ইউসফ আর দ্বিতীয় বিনিয়ামিন্, বিনিয়ামিনের জন্ম হবার এক বৎসর পরে আমার দ্বিতীয়া পত্নী অদ্বিতীয়া রূপবতী ইউসফের জননী রাহেল, আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে ইহলোক হতে প্রস্থান করে, সেই অবধি মাতৃহীণ ইউসফ আমার জীবনে অন্ধের যষ্টিস্বরূপ। আমার অন্য একাদশ পুত্র অপেক্ষা ইউসফই অধিক ভালবাসার অধিকারী।

শাহ। ইয়াকুব! তুমি অতি ধন্য, তোমাকে দর্শন কল্লেও অনেক পুণ্য হয়। কিন্তু যদি তোমার অন্য একাদশ পুত্র জান্তে পারে, যে ইউসফই তোমার একমাত্র ভালবাসার অধিকারী, তা'হলে ইউসফকে নিশ্চয়ই কোন বিপন্ন অবস্থায় পড়তে হবে, তুমি খুব সাবধান, যেন অন্য একাদশ পুত্রের ঈর্ষাকোপানলে পবিত্র আত্মা ইউসফকে দগ্ধ হ'তে না হয়। আমি এখন সিরিয়া প্রদেশাভিমুখে যাচ্ছি। সেখানে এক দল বণিক সম্প্রদায় আমার শিষ্য। বাণিজ্যযাত্রা কর্ব্বার পূর্ব্বে আমার দর্শন অপেক্ষায় আছে; আমি সেখান থেকে প্রত্যাগত হবার সময় আবার ইউসফকে দেখবার জন্যে তোমার আতিথ্য গ্রহণ কর্ব্ব এখন আসি।

ইয়া। আপনার পুনরাগমনের আশায় রইলেম, আপনার ন্যায় সাধু পুরুষের চরণ দর্শনই আমার একান্ত ইচ্ছা।

শাহ। খোদা মালেক তিনি তোমার মঙ্গল কর্ব্বেন।

(শাহসাহেবের প্রস্থান ও অপর দিক হইতে ইউসফেরপ্রবেশ)

ইউ। বাবা! সে শাহসাহেব কোথা?

ইয়া। কেন বাবজি! তাঁর কাছে তোমার কি দরকার? তিনি সিরিয়া দেশের দিকে গেছেন।

ইউ। দেখ বাবজি! আমি এইমাত্র একটা স্বপ্ন দেখলেম, তার ফলাফল মনে করেছিলেম শাহসাহেবকে জিজ্ঞাসা কর্ব্ব।

ইয়া। সে কি স্বপ্ন ইউসফ?

ইউ। পিত! আমি এই মাত্র স্বপ্ন দেখলেম যে একাদশটি বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য সঙ্গে আকাশ থেকে নেবে এসে আমাকে ভূমিষ্ট হয়ে নমস্কার কল্লে।

ইয়া। প্রিয় ইউসফ! খুব সাবধান! তুমি এ স্বপ্নের কথা তোমার ভায়েদের কাছে বলো না। যে স্বপ্ন দেখেছ, তাতে ভবিষ্যতে তোমার বিশেষ শুভ হবে।

ইউ। পিত! আমি ত কোন কথাই কারুর কাছে গোপন করি না। আজ এ স্বপ্নের বৃত্তান্তও আমি ভায়েদের কাছে বলেছি। তারা আমার পর নয়, জানলেই বা আমার ক্ষতি কি?

ইয়া। তুমি জান না ইউসফ, তোমার ভায়েরা তোমার ঈর্ষানলে দিন দিন পুড়ে মচ্ছে। তারা যখন তোমার এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনেছে, তখন নিশ্চয়ই কোন শত্রুতা সাধন কর্ব্বে।

ইউ। খোদা সহায় হলে আমি বিপদকে গ্রাহ্য করি না, আমি ত তাদের শত্রু নই, তবে আমার উপর তারা উর্দ্ধ হস্ত হবে কেন?

ইয়া। দেখ ইউসফ! কাল আমাদের গৃহে যে অতিথি এসেছিলেন তিনি পরম সাধু। বোধ হয় কোন আশু অমঙ্গল আশঙ্কা জেনে আবার আসব বলে গেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় তোমার ভ্রাতাদের যেরূপ ব্যবহার, তারা তোমার স্বপ্ন কথা শুনে স্থির থাকবে না, যা'হোক খুব সাবধানে থেক, এস আর আমাদের এস্থানে থাকা উচিৎ নয়।

ইউ। বাবা তুমি ভেবনা, খোদা আমার সহায়, আমার অদৃষ্টে যদি শুভ হবার হয়, তা'হলে নিশ্চয় হবে।

(উভয়ের প্রস্থান ও অপর দিক হইতে রুবেন ও জুদার প্রবেশ)

রুবেন। দেখলি জুদা? পাজি ইউসফের এত স্পর্দ্ধা, যে একটা মিথ্যা কথা বলতে মুখে আটকালো না?

জুদা। দেখ ভাই ওর মতলব বুঝেছি। এই রকম পণ্ডিতি দেখিয়ে বুড় বাপটাকে একেবারে যাদু করে ফেলেছে। বাবার ভাল-বাসাটা যেন ওর মৌরশ করে নেওয়া।

রুবেন। মিছে নয়, আমরা যেন বাবার ছেলেই নয়, কোথাকার কে ইউসফ, বলে কিনা তাকে একাদশটি নক্ষত্র এসে ছেলাম করে গেছে? দেখ জুদা! এ কথার মানে কিছু বুঝতে পাল্লি? একাদশটি নক্ষত্র আমাদেরি ঠাউরেছে। আমরা দশ ভাই, আর তার ছোট সহোদর বিনিয়ামিন্ এই একাদশ নক্ষত্র।

জুদা। ঠিক বলেছ, দেখ দাদা! তুমি যাই বল, আর যাই কও, আমি দেখছি, আমাদের উপর খোদার মেহেরবাণী নেই, এই দেখনা কেন, সেই সকালবেলা ঘুমে থেকে উঠেই ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াব, আর ইউসফ মজা করে বসে থাকবে।

রুবেন। মিছে কি? সে আরামে ঘুমিয়ে থাকবে, আর রাত্রি জেগে আমরা তাকে দস্যু জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা কর্ব্বো, এই বা কি রকম বিচার? বাবা ত আমাদের নাম পর্য্যন্ত করে না, এখন ইউসফই তার সর্ব্বেসর্ব্বা। শোন জুদা! এখন যেমন করে পারি এখানথেকে ইউসফকে সরাতে হবে, এতে তোর মত কি বল?

জুদা। আমি এখনই রাজি আছি। দেরি করে কাজ নেই, আজই সল্লা করা যাক, কি উপায় করা যায় বল দেখি?

রুবেন। শোন, আমি একরকম ইউসফকে লোভ দেখিয়ে

রেখেছি। আমাদের সঙ্গে সে মাঠে যেতে চায়, কেবল ওর বুড় বাপ যত আপত্তি করে।

জুদা। তবে ভাই আগে বাপটাকে সাব্‌ড়ে দে, তারপর ত ইউ-সফ আমাদের হাতে পড়বে, তখন যা হয় করা যাবে।

রুবেন। দেখ, সে ভাল হবে না, তার চেয়েও সলিম মাঠে ওকে নিয়ে গিয়ে একটা পথ দেখিয়ে একেবারে অন্য মুল্লুকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক যেন না আসতে পারে।

জুদা। তার চেয়েও একেবারে নিকেশ করে ফেল না কেন, তা হ'লে ত আর ফিরে আসবার ভয় থাকবে না?

রুবেন। দেখ, সেটা বড় ইতরের কাজ, আমাদের বিমাতার পুত্র হলেও এক পিতার সন্তান, আর সামান্য একটা কারণে প্রাণহন্তার হয়ে কেবল জাহান্নামের পথ পরিস্কার করা বৈত নয়? তার চেয়ে অন্য উপায় কর।

জুদা। তবে এক কাজ কর, ওকে সঙ্গে করে সলিম পাহাড়ে একটা নির্জ্জন উপত্যকায় রেখে আসা যাবে। হিংস্রক জন্তুর ও অভাব নেই, আর হয়তো অনাহারেও মরতে পারে।

রুবেন। দেখ, এটা করা অন্যায়, এর চেয়েও এক কোপে তোমার আগেকার মতলব মাপিক কাজ করা ভাল। আমার পরামর্শ শোন, সলিম পাহাড়ের উপরে একটা কূপ আছে জানিস? তাতে কম্মিন-কালেও জল থাকে না, কেবল বড় বড় কাল্‌সাপের আড্ডা, তার ভেতর ইউসফকে ফেলে দেওয়া যাবে।

জুদা। তার পর?

রুবেন। কোন লোক কূপের কাছদে যাবার সময় তার কান্না শুনে অন্য কোন দেশের দাস ব্যবসায়ীদের কাছে ওকে কেউ বেচে ফেলবে, তাতে ও ফিরে আসতে পারবে না, প্রাণেও বাঁচবে আর আমাদের ও মঙ্গল।

জুদা। বেশ কথা ভাই, এতে আমার অমত নেই, আজই বাপকে বলে তাকে নিয়ে যাব।

(ইয়াকুব ও ইউসফের পুনঃ প্রবেশ)

ইয়া। পুত্রগণ! আজ তোমরা মেশ-চারণে যাওনি কেন?

রুবেন। পিতা! হেবরণের মাঠে ঘাস ত সব শেষ হয়ে গেছে, সলিম প্রান্তরের মাঠে প্রচুর পরিমাণে তৃণ পূর্ণ ভূমি আছে। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে, দিন কয়েকের জন্য সেখানে পশুপাল নিয়ে যাই, এতে আপনার মত কি?

ইয়া। দেখ, তোমাদের যখন সকলের ইচ্ছা, তখন আমার আপত্তি নেই, তবে দিন কতক থেকে দেখছি পশুপাল কিছু কৃশ হয়ে পড়েছে।

জুদা। আর একটা কথা পিতঃ, আমাদের প্রাণের ভাই ইউসফকে আমাদের সঙ্গে যেতে অনুমতি করুন। আমরা ইউসফকে প্রাণের সহিত ভালবাসি। সেখানে তার অদর্শনে আমাদের সকলেরই বিশেষ কষ্ট হবে।

ইয়া। না না, আমার প্রাণের প্রাণ ইউসফকে কোথাও ছেড়ে দিতে পারিনে, সম্প্রতি সে মাতৃহীন হয়েছে, এখন তার কনিষ্ঠ বিনিয়ামিনের লালনপালনের ভার তার হাতে, আরও সলিম উপত্যকা বড় ভয়ঙ্কর স্থান, সেখানে আমি নিজের চোখে কতবার বড় বড় বাঘ বেরতে দেখিছি, সেখানে আমার ইউসফকে পাঠালে আমায় একবারে কবরে যেতে হবে।

রুবেন। (জনান্তিকে) দেখলি জুদা! বাঘের ভয়ে ইউসফকে পাঠাতে পারে না, আর আমাদের সেখানে যেতে বাবার কোন আপত্তি নেই।

ইউ। পিতঃ! উদ্বিগ্ন হবেন না, আমারা দ্বাদশ ভ্রাতা সকলেই শীকারে সিদ্ধহস্ত, আপনি কেন বৃথা ভয় কচ্ছেন?

ইয়া। না ইউসফ! তুমি জাননা, কখনও সলিম প্রান্তর চোখে দেখনি, তার চারিদিকে দুরারোহ পর্ব্বত শ্রেণী অরণ্য জন্তু সমাকীর্ণ জঙ্গলময় স্থান, তোমাকে সেখানে পাঠালে তোমার স্বর্গীয়া জননী রাহেলের স্মৃতি পৃথিবী হতে লোপ হবার বিশেষ আশঙ্কা, আর তোমার অবর্ত্তমানে প্রাণাধিক শিশু বিনিয়ামিন শুশ্রূষা অভাবে প্রাণত্যাগ কর্ত্তে পারে।

রুবেন। পিতা! আমরা কি এতই কাপুরুষ? প্রাণাধিক ইউসফকে শার্দ্দুলের গ্রাস হতে রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্ব না? আপনি বৃথা ভয় দূর করুন, ইউসফ আমাদের সঙ্গী হোক।

ইউ। পিতঃ! আমার কথা রাখুন, আর আমাকে প্রাণাধিক ভ্রাতাদের সঙ্গী হতে নিষেধ কর্ব্বেন না। আপনার চরণে আমার ভক্তি আছে, খোদায় বিশ্বাস আছে, আমার বিপদের আশঙ্কা নেই, আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকুন, আমরা শীঘ্রই আবার ফিরে আসব।

ইয়া। ইউসফ! তোমার কথা আমি না রাখলেও থাকতে পারি না, যাবে যাও, সাবধানে থেকো, রুবেন! জুদা! তোমাদের হাতে আমার ইউসফের ভার, দেখ, ফিরে এসে যেন পিতৃঘাতক নামে কলঙ্কিত হয়ো না।

রুবেন। তবে আমরা আসি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা থাকতে ইউসফের কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নেই।

(ইয়াকুব ব্যতিত সকলের প্রস্থান)

ইয়া। কি জানি কি হবে, তরলমতি ইউসফ কুটিল ভ্রাতাদের হাতে আপনার বলে প্রাণ সমর্পণ কল্লে, খোদা! তুমিই জান এর পরিনাম কি?

(ইয়াকুবের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

জোলেখার শয়ন কক্ষ

(শৃঙ্খলাবদ্ধা জোলেখা শয্যাপরি উপবিষ্টা)

গীত

জেনেছি সই আপন মনে, প্রাণের ব্যাথা যাবে না।
মনের ব্যাথা জুড়িয়ে গেলে, প্রাণের ক্ষত শুকাবে না॥
মিছে সই আশার বাঁধে,
মনকে বোঝাই কেঁদে কেঁদে,
মনের ব্যাথাই মনে রবে, সইতে হবে ভাবনা।
যা হবার তা হবে শেষে, হৃদয়-চাঁদে পাবনা॥

জোলেখা। আবার এ বিপদ কোথা থেকে এল? কে আমার পায়ে শেকল দিলে? এরা আমাকে সত্যই কি উন্মাদিনী মনে করেছে? আমি কি সত্যই উন্মাদ হয়েছিলেম? কিন্তু আজ স্বপ্ন দেখে, আমার মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে কেন? কে যেন ব'লে দিচ্ছে আমার অভিষ্ট পূর্ণ হবে। নাম শুনলেম আজিজমিসর, নিবাস মিসর দেশে, আ—হা—হা আজিজমিসর এত সুন্দর? আগে ত জানিনি? যদি পাখী হতেম, উড়ে গিয়ে দেখে আসতেম, জানিনা কোথায় মিসর, কোন দিকে যেতে হয়, মনে হয় এখনি মিসরে গিয়ে আজিজমিসরের পায়ে ধরে কেঁদে বলি আমি তার রূপে পাগল প্রেম ভিখারিনী, আজিজমিসর, আজিজমিসর, আমায় আসমানে তুলে আবার কি জাহান্নামে ফেলে দেবে? আমার এ প্রাণ পোরা ভালভাসা, অপরিমিত প্রেম সবই কি বৃথা হবে? আমার ত এই ছোট বুকখানির ভেতর কখন কোন ভাবনা ছিল না, এখন একি হ'ল, তোমাকে স্বপ্ন দেখে যে আমি খোদার

নাম নিতেও ভুলে গেছি, এখন তুমি আমার চিন্তা, তুমি আমার ধ্যান, তুমি আমার জ্ঞান, আমার এই কোমল হৃদয়ে কেন তোমার চিন্তার কালী ঢেলে দিলে? এখন তোমার হাতে আমার প্রাণ, আমায় রক্ষা কর, প্রেম দাও, চরণে রাখ, এখন তোমাছাড়া আর আমার গতি নাই।

(ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী। জোলেখা! আজ কেমন আছ?

জোলেখা। দাই মা, তোমরা কি আমায় সত্যই উম্মাদিনী মনে করেছ? তবে আমার পায়ে শেকল দিলে কেন? লঘু পাপে আমার গুরু দণ্ড কেন?

ধাত্রী। দেখ মা কি কর্ব্ব বল? তোমার বাপের হুকুম, ওতে ত আর আমাদের কোন হাত নেই, কেমন আছ?

জোলেখা। কেন মা আমার ত কোন অসুখ নেই।

ধাত্রী। কেন মা তবে তোমার শরীর এত কাহিল হচ্ছে কেন? আমার কাছে মনের কথা বলতে লজ্জা কর কেন? আমি তোমার সব শুনেছি, বৎসে আমার চোখে ধুল দিও না।

জোলেখা। সেকি দাই মা আমিত তোমার কথা বুঝতে পাচ্ছি না?

ধাত্রী। (স্বগতঃ) জোলেখা, তুমি সেদিনের মেয়ে, তোমার এত চতুরতা? (প্রকাশ্যে) জোলেখা, এখন তুমি আমার কথা বুঝতে পাচ্ছ না? বোধ হয় আর পার্ব্বেও না, এখন বড় হয়েছ, আপনিই সব বুঝতে শিখেছ, আমাদের কথা আর বুঝতে পার্ব্বেই বা কেন? কিন্তু জোলেখা, তুমি যাই হও, এখনও আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্খিনী, তুমি যাই ভাব, এখনও তোমার মনের ভাব দেখে আমার কষ্ট হয়, তোমার মা তোমায় প্রসব করেছিলেন মাত্র, কিন্তু আমি তোমায় বুকে করে

মানুষ করেছি। তুমি যখন ছোট বালিকা ছিলে, খেলা কত্তে কত্তে আমার বুকে কত আঁচড় দিয়েছ, এখনও সে দাগ আমার বুকে আছে, এখন তুমি যদি আমায় পর মনে কর, কিন্তু আমি তোমায় আপনার জানব, যতদিন কবরে না যাই তোমায় ভুলতে পার্ব্ব না। তুমি বলছ তোমার রোগ নেই, কিন্তু তোমার বাপের হুকুম, তোমার মনের ভাব তাঁকে জানাতে না পাল্লে, হয়ত আমাকে ঘাতকের করে ইহলীলা শেষ কত্তে হবে।

জোলেখা। মা ক্ষমা কর, আর আমায় লজ্জা দিও না, আমার উত্তরে তুমি কি সুখী হবে?

ধাত্রী। জোলেখা! আমি কি ইতর জাতীয় তোমার দাই বলে আমাকে অবিশ্বাস কচ্ছ? যদি সে সন্দেহ থাকে, তা'হলে মহা ভ্রম বুঝেছ, আমি ইতর জাতীয় হতে পারি, কিন্তু আমার মন ইতর নয়।

জোলেখা। দাই মা, শোন, আর আমি উন্মাদিনী নই, তোমরা যে আমাকে পায়ে শেকল দিয়েছ, আমি স্বপ্নের প্রতিমূর্ত্তির প্রেমের নিগড় বলে সহ্য করেছি, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত নয়, এখন আমি প্রকৃতিস্থ, বিরহ জর্জ্জরিত, মিসর নিবাসী অনিন্দ্যসুন্দর যুবক আজিজমিসরের প্রেমাকাঙ্খিনী স্বপ্নে বিক্রীতা অভাগিনী জোলেখা।

ধাত্রী। (সভয়ে) আজিজমিসর? সে কে জোলেখা?

জোলেখা। তিনি আমার হৃদয়ের এক মাত্র ধ্যান, যাঁর চিন্তায় আজ অভাগিনী জোলেখা তোমাদের ভালবাসায় বিসর্জ্জন দিয়ে নির্জ্জনে শৃঙ্খল পরেছে, তিনি আমার প্রাণেশ্বর, আর কি পরিচয় দেব?

ধাত্রী। জোলেখা, তুমি এখন উন্মাদ, নিশার স্বপ্ন কি সত্য হয়? কে কোথায় স্বপ্ন দেখে রাজা হয়েছে বল দেখি? তোমার ও মতলব ছাড়, তুমি বালিকা জান না, পারস্য দেশে কত মহা মহা সুন্দরী কুমারীরা কুটিল দৈত্যদের কুহকে স্বপ্ন দেখে আপনাদের পবিত্র

কৌমার-রত্নে জলাঞ্জলী দেছে, আমার বোধ হয়, তোমারও ঠিক তাই হবে, নিশ্চয়ই কোন দৈত্য-কুহকে পড়েছে।

জোলেখা। না মা শোন, আমি যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য যুবাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছি, দৈত্যকুলের সৃষ্টিকর্ত্তারও সে রূপে পরিবর্ত্তন হবার সাধ্য নেই।

ধাত্রী। জোলেখা! ওকথা আমার বিশ্বাস হয় না, দেখ তুমি ওসব ভুলে যাও, অনেক জায়গা থেকে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ এসেছে, আরব, পারস্য, তিব্বৎ, তাতার, চীন, আরও অনেক দেশের রাজারা তোমর জন্মে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে।

জোলেখা। বিবাহের সম্বন্ধ? দাই মা তাদের ভেতর আজিজমিসর বলে কোন লোকের মিসর থেকে কি কোন দূত এসেছে?

ধাত্রী। তুমি স্বপ্নে যে আজিজমিসরকে দেখেছ, সে প্রকৃত মিসর দেশের রাজা হলে নিশ্চয়ই তার দূত আসত, তোমার স্বপ্ন বাছা আমার আকাশ-কুসুম বলে বোধ হয়।

(তৈমুস উজির ও মনসুরের প্রবেশ)

তৈমুস। ধাত্রী! আজ জোলেখাকে দেখে আমার বোধ হয় সে কিছু প্রকৃতিস্থ হয়েছে। তার রোগের কারণ কি নির্ণয় হ'ল? মনসুর! জোলেখার বন্ধন খুলে দাও।

(মনসুরের তথাকরণ)

ধাত্রী। জনাব! জোলেখা এখন আর উন্মাদিনী নয়, তার উন্মত্ততার কারণ আর কিছু নয়, সে স্বপ্নে মিসর দেশ-নিবাসী আজিজমিসর নামে এক সর্গীয় সুন্দর যুবাপুরুষকে স্বপ্নে দেখে কিছু চঞ্চলা হয়েছিল, এখন তার ইচ্ছা যে, মিসর দেশে একবার প্রকৃত বিষয় অনুসন্ধান করা, কারণ জোলেখা তার অনুরাগিণী।

তৈমুস। এ বড় বিষম কথা উজির! এত দেশ থেকে সম্বন্ধ এল, কিন্তু মিসরদেশীয় কোন দূত আসেনি। প্রগলভা চঞ্চলমতী বালিকা নিজের সর্ব্বনাশ কচ্ছে। জোলেখা, তোমার ও আশা পরিত্যাগ কর।

উজির। রাজতনয়ে! স্বপ্ন কি সত্য হয়? কেন তোমার মন চঞ্চল কচ্ছ মা? দেখ আজিজমিসর নামে যদি কোন রাজা মিসরে থাকতেন, তা'হলে প্রবল পরাক্রান্ত রাজা তৈমুসের কন্যার অভূতপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের কথা শুনে কি তাঁর দূত আসত না? তোমার মন স্থির কর।

তৈমুস। জোলেখা! তুমি প্রস্তুত হও, আমি আজই কোন রাজ-দূতের সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা প্রস্তাব কর্ব্ব।

জোলেখা। পিতঃ! অপরাধ নেবেন না, আপনার কন্যা জোলেখা যখন একজনের অনুরাগিনী, তখন অন্যকে পাণিদান কল্লে কি রাজা তৈমুসের উন্নত গর্ব্বের অপমান করা হবে না? অসূর্য্যম্পশ্যা জেনানা-বন্ধা জোলেখা পিতৃ-কুলমর্য্যাদার মস্তকে পদাঘাত করে কি দ্বিচারিণী হবে? কিন্তু পিতঃ! তোমার তিরস্কারের ভয়ে এ কাজ করেও জোলেখা হৃদয়ে শান্তি পাবে না। তার চেয়ে অনুমতি করুন, এই আংটীতে জহর বিষ আছে, প্রাণভরে খেয়ে এ দেহের অবসান করি।

উজির। (জনান্তিকে) জাঁহাপনা! সকল স্বপ্ন যে মিথ্যা হয় তা নয়। জোলেখার কথায় জানতে পাল্লেম সে উন্মাদিনী নয়। জোলেখার অসামান্য রূপলাবণ্য স্বর্গীয় সৃষ্টি। যদি কোন দৈব যোগে স্বর্গীয় ব্যাপার সাধিত হয়, কে বলতে পারে? ভবিতব্য বড় ভয়ঙ্কর, দেখুন, কা'ল এক মুষ্টি উদরান্নের জন্যে যে পথে পথে ঘুরেছে, আজ হয়ত সে অতুল ধনের অধীশ্বর। মিসর নিবাসী আজিজমিসর নামে যদি কোন ধনী ব্যক্তি আমাদের পরিচিত নয়, হ'তে পারে, সে একজন সামান্য ভিক্ষুক, কিন্তু হয়ত আজই তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে পারে, ভবিতব্যের কথা কিছু বলা যায় না।

তৈমুস। উজির! তা'হলে এখন কি করা কর্ত্তব্য?

উজির। একবার মিসর দেশে অনুসন্ধান করা; যদি তার স্বপ্ন সত্য হয়, তা'হলে মঙ্গল; আর না হলেও জোলেখা অপর রাজ-অঙ্ক শোভিণী হয়েও নিজের মনকে শান্তি দিয়ে সুখী হতে পার্ব্বে।

তৈমুস। ভাল, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু উজির! তোমাকেই সন্ধান কত্তে হবে। জোলেখা! ভাল, আমি একবার তোমার স্বপ্ন দৃষ্ট আজিজমিসরের সন্ধান কর্ব্ব, যদি নিষ্ফল হয়, তা'হলে বোধ হয় আর অন্য রাজার সহিত তোমার বিবাহে আপত্তি থাকবে না। এস উজির, আমি আজই তোমাকে মিসরে পাঠাবার বন্দবস্ত করিগে।

(তৈমুসের প্রস্থান)

উজির। জোলেখা! তুমি দিনকতক স্থির থাক মা, কোন চিন্তা নাই। আমি নিজে মিসরে গিয়ে স্থানে স্থানে প্রত্যেক পল্লীতে, গ্রামে, নগরে আজিজমিসরের সন্ধান কর্ব্ব। আমার মনে হয়, যেন তোমার স্বপ্ন সত্য হবে, খোদাকে ভুল না, তিনি তোমার মঙ্গল কর্ব্বেন।

(উজিরের প্রস্থান)

ধাত্রী। কিন্তু আমার ত বাছা মনে হয় না, দেখ কি হয়, চল যদি তোমার কাছে কিছু উজির সাহেব জাস্তে চায়।

জোলেখা। খোদা! তুমিই জান, বালকে যেমন চাঁদ ধ'রে দিতে বলে, জননী ধ'রে দেব বলে হাত বাড়িয়ে আশা দেয়, আমিও তেমনি আশায় রইলুম, ভবিষ্যতে যেন জহর বিষ না খাই।

(উভয়ের প্রস্থান ও অপর দিক হইতে মনসুরের প্রবেশ)

মন। তাই ত, জোলেখা বিবি যে ভেল্কি দেখিয়ে দিলে! এর ভেতর ঐ দাই বেটীর কিছু রাহাজানি আছে। এই ত বাবা দেখে গেলুম জোলেখা বিবি কপাটি খেলছে, এর মধ্যে দাই মাগি এসে আবার

কি বাৎলে দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিলে। মাগি ত বড় ধড়িবাজ, ও মাগি ভূত প্রেতের মন্তরটা আষ্‌টাও জানে, মাগি বোধ হয় টেঁকে আছে মেয়েটাকে নিয়ে সরে যাবে।

(ঈরাণীর প্রবেশ)

ঈরাণী। কিরে মনসুর? কার কথা বলছিস?

মন। দোহাই ঈরাণী বিবি, তোমার কথা নয়, ঐ দাই বেটীর কথা বলছিলুম।

ঈরাণী। সে তোর কি করেছে?

মন। আমার কি কিছু কর্ব্বার যো আছে? জোলেখা বিবিকে একেবারে পাগল করে ছেড়েছে, তুমি বিবি একটু সাবধানে থেক, যেন তোমাকে আবার পেয়ে না বসে।

ঈরাণী। বেৎমিজ! তুই এমন কথা বলিস? দাইকে বলে তোকে বিশকোঁড়া মার্ব্ব, চল্ তোকে উজিরের সঙ্গে মিসরে যেতে হবে।

মন। সত্যি, মাইরি, তা হলে ত বাঁচি। অনেক দিন থেকে ইচ্ছে যে, একবার জন্মভূমি দেখে আসি। সেই সাত বছরের সময় আরবে এসেছিলুম, খোদা করুন জোলেখা বিবি রোজ রোজ পাগল হোক, আর আমি মজা করে উজিরের সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।

ঈরাণী। পাজি বান্দা! আজ তোকে দূর করে দেব।

মন। তোবা! তোবা!

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

সলিম প্রান্তরসংলগ্ন কূপ পর্শ্বে বৃক্ষ তলে ইউসফ নিদ্রিত।

(ধীর-পদে বেত্রাহস্তে রুবেন ও জুদার প্রবেশ)

রুবেন। জুদা, জুদা, ঐ দেখ এখনও ঘুমচ্ছে, বাবার আদর পেয়ে পেয়ে বড় আরামি হয়েছে, এইটুকু পথ চলে এসেই একেবারে নবাব ঘুমিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, আমরা শালারা যেন, ওকে কেবল চৌকী দিতেই আছি।

জুদা। দেখ দাদা! বলিস ত এখনি এক কোপে সাবাড় করে দিই, একেবারে আপদ চুকে যাক।

রুবেন। না না তা করিসনি, এক কাজ কর, যেমন ঘুমচ্ছে অমনি ধরাধরি করে কূওর ভেতর ফেলে দে।

জুদা। আরে ভাই, একি কচি ছেলেটি, যে তুলে ফেলে দিলেই হ'ল? আর অতবড় বুড়ো মিন্‌সেটাকে কে তোলে বল ত? তার চেয়ে ওকে ঘুম থেকে তোল, তুলে ঐ কূওটার কাছে নিয়ে গিয়ে ঠেলে ফেলে দাও।

রুবেন। আর দেখ জুদা! ওর গায়ের জামাটা খুলে নে।

জুদা। ও নিয়ে আর কি হবে? বিক্রী কল্লে কত আর দেবে?

রুবেন। না রে না, ঐটে থেকেই প্রমাণ কত্তে হবে, যে কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে ওর মৃত্যু হয়েছে। জানিস ত, বুড়ো বাপটা আসবার সময় কত হুঁসিয়ার হয়ে কথা কইলে।

জুদা। তা জামা থেকে তুমি কি প্রমাণ দেবে ঠাওরাচ্ছ?

রুবেন। বাঘে খেয়েছে বলব, আমরা বাঘের মুখ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য, অনেক টানাটানি কত্তে কত্তে, আধখানা দেহ আমাদের হাতে ছিঁড়ে এল, তাতেই আমরা জামাটা পেলেম।

জুদা। দেখ, এ মতলব চলবে না, বুড়ো ভারী খলিপা, যদি বলে কৈ দেহ আধখানা দেখি?

রুবেন। তার উপায় আছে, দেখ আজ আসবার সময় দেখেছি, ঠিক ইউসফের মতন একটা ছোঁড়াকে গোর দিচ্ছে, সেইটেকে তুলে আধখানা কেটে নিয়ে দেখাব কি বলিস?

জুদা। তাও কি কখন হয়? সে দেখলে কি আর চিন্তে পার্কে না? দেখ যাহয় সে পরামর্শ পরে করা যাবে, এখন আগে ইউসফটাকে কূয়োয় ফেলা যাক।

রুবেন। সেই ভাল, (ইউসফকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে) ওরে ওরে ইউসফ, ওঠ্ ওঠ্, আর আরাম করে ঘুমতে হবে না।

জুদা। বলি ওরে বদমাস! এবার কি স্বপ্ন দেখলি? এবার কি আকাশ থেকে স্বয়ং খোদা নেমে এসে তোকে নমস্কার কল্লে নাকি রে? (বেত্রাঘাত করণ)

ইউ। কেন ভাই আমাকে মাচ্ছ? আমি তোমাদের কি অপরাধ করেছি?

রুবেন। আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছিস কি অপরাধ? বেল্লিক! তুই কি মনে ঠাওরাস বল দেখি? তুই মজা করে শুয়ে থাকবি, আর আমরা তোকে চৌকী দোব?

জুদা। যারে যা, এখানে তোর বুড়ো বাপ নেই, যা ঐ ভেড়া চরাগে যা।

ইউ। যা কর্ত্তে হবে আমাকে বল, আমি এখনি কচ্ছি, মার কেন ভাই?

রুবেন। আবার কথা কচ্ছিস?

জুদা। ওরে ইউসফ, তোর ও সব পণ্ডিতি কথা রেখে দে, এখান থেকে যদি ফিরে আবার তোর বাবার কাছে যেতে পারিস, তা'হলে তাকে তোর পণ্ডিতি কথা শোনাস।

রুবেন। শোন ইউসফ, হাজার হোক, তুই ও আমাদের ভাই, এখন তুই কেমন করে মর্ত্তে চাস বল?

জুদা। বাঘের মুখে যাবি? না পাহাড়ে গিয়ে তুলে আছাড় মার্ব্ব?

ইউ। খোদা একি! কি ভয়ঙ্কর কথা! কে দস্যুরা! এই জন্যই কি ওরা আমাকে বাবার কাছ থেকে নিয়ে এল? তোমরা কে? আমার ভায়েরা কোথা?

জুদা। দেখ ইউসফ সাবধান! আমাদের দস্যু বলা?

রুবেন। চিন্তে পাচ্ছিসনে? আমরাই ত তোর ভাই রে।

ইউ। তাইত, রুবেন তুমি? ওকে জুদা? তোমরা আমায় এমন কচ্ছ কেন? ভাই, আমার যদি কিছু অপরাধ হয়ে থাকে, আমায় ক্ষমা কর।

রুবেন। তোকে ক্ষমা কল্লেও যা, আর না কল্লেও তাই, তার চেয়ে তোকে আজ একেবারে নিকেশ করে দেব।

ইউ। ভগবান্! কোথায় তুমি? রক্ষা কর।

জুদা। ওরে, ও তোর ভগবানের বাবার সাধ্যি নেই যে, আবার আমাদের হাত থেকে উদ্ধার করে, খালি ঐ বড় ভাই আপত্তি কচ্ছে বলে, নইলে এতক্ষণ তোকে খোদা দেখিয়ে দিতেম।

ইউ। (নতজানু হইয়া) ভাই রুবেন! আমায় রক্ষা কর, খোদা তোমার মঙ্গল কর্বেন, আমায় ছেড়ে দাও, আমায় প্রাণ দাও, কেন তোমরা পিতৃঘাতক হবে?

রুবেন। দেখ, সেই জন্যেই আজ তোকে ওই কূয়োয় ফেলব, তুইও বাবার ছেলে, আর আমরাও বাবার ছেলে। তুই কি যাদু জানিস বল দেখি? তুই বাবার ভালবাসাটা একেবারে মৌরসীপাট্টা করে নিয়েছিস? তুই আরাম করে বই পড়ে কাটাবি, আর আমরা তোর খোরাকের যোগাড় করে আনব? আমরা শালারা বুঝি কেবল খাটতেই আছি?

ইউ। ভাই রুবেন! যদি আমার সেই অপরাধ হয়ে থাকে, আমি বাপকে বলে তার প্রতীকার কর্ব্ব, আমায় ছেড়ে দাও।

জুদা। তা হবে না, আমরা তোর একটা প্রতীকার করি না কেন?

ইউ। কি কর্ব্বে?

জুদা। একেবারে তুই যেমন পণ্ডিত, তোকে আসমানে পাঠিয়ে দেব।

ইউ। জুদা! জুদা! দয়া ক'রে ছেড়ে দাও, আমি না হয় অন্য দেশে চলে যাচ্ছি।

রুবেন। কি বলিস জুদা?

জুদা। প্রাণ থাকতে নয়, ও একটা মিথ্যাবাদী, ওকে বিশ্বাস কি? আজ যাবে, হয়ত আর এক সময় আসবে। তার চেয়ে একবারে পাতকোয় ফেলে দেওয়া ভাল। চলরে চল, ঐ কূয়োর কাছে চল, আর দেরি করে না।

রুবেন। চল ইউসফ, কি আর কর্ব্বি বল? তুই এত পণ্ডিত, ভাবিস কেন? জানিস ত, যার যত দিন দানা পানি থাকে, সে বেঁচে থাকে।

ইউ। মৃত্যু! সে যে বড় ভয়ঙ্কর কথা! তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি অন্য দেশে চলে যাচ্ছি, আর আসব না, আমায় ছেড়ে দাও।

জুদা। চল চল, (ধাক্কা প্রদান) ঐ দেখ, ঐ কুয়ো, ওর ভেতর কি আছে জানিস? জল নেই, ডুবে মর্ব্বার ভয় নেই, কেবল বড় বড় কালসাপ, ক্ষিধেতে হাঁ করে আছে। তোর গায়ের নরম মাংস সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

ইউ। ভগবান! ভগবান! কূপ দেখে আমার প্রাণ যে কেঁপে উঠছে! ঐ যে কালসাপের গর্জ্জন! পিতঃ, কোথায় তুমি? তুমি যে আমায় ভ্রাতাদের সঙ্গী হতে নিষেধ করেছিলে, তোমার নিষেধ

অমান্য করে কি এই পরিনাম? এই নির্জ্জন প্রান্তরে, পিশাচ কবলে, মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে তোমার স্নেহ মমতায় বিসর্জ্জন দিচ্ছি, আর দেখা হোল না।

জুদা। রুবেন, এইবেলা ধর আর দেরী করে না (ইউসফকে ধৃত করিয়া) কিরে, তোর এখন একাদশটি নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য এসে রক্ষা কর্ত্তে পারে না?

ইউ। ওঃ বিশ্বাসঘাতক! আমার জীবনের ভার না বাপ তোদের হাতে দিয়ে ছিল?

জুদা। এখনও কড়া কথা?

রুবেন। দে, এইবার ফেলে দে।

ইউ। মা! মা! এইবার তোমার কোলে যাব, কোল পেতে দাও, খোদা রক্ষা কর।

(ইউসফে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করণ)

জুদা। তোমার খোদার বাবা ও রক্ষে কর্ত্তে পার্ব্বে না।

রুবেন। ওরে জুদা! একি হোল?

জুদা। (সবিস্ময়ে) কি রে?

রুবেন। কুয়োয় ফেলাত গেল, আওয়াজ হল না কেন বল দেখি?

জুদা। আওয়াজ হবে কিরে? ওর ভেতরে বড় জঙ্গল হয়ে আছে, জঙ্গলের উপর পড়েছে। আর আওয়াজ হলেই কি শুন্তে পাবি? কত দূর গেলে তবে তলা পাবে। দাঁড়া দেখি চ্যাচাচ্ছে কি না?

(জুদার কূপের নিকট গমন করতঃ)

ওরে, শুনবি আয়; শুনবি আয়; বড় বড় সাপ গুলো গর্জ্জন কচ্ছে দেখ, বোধ হয়, এখনি ইউসফকে খেয়ে ফেলবে।

রুবেন। ইউসফের কোন আওয়াজ পাচ্ছিস?

জুদা। না, বোধ হয় মারা গেছে।

রুবেন। জুদা, এক কাজ কর, কাজটা বড় ভাল হোল না। বোধ হয়, বুড়ো বাপটা এই বার মর্ব্বে। এক গাছা মোটা দেখে দড়ি যোগাড় কর্ত্তে পারিস ?

জুদা। দড়ি কেন ? কি হবে ?

রুবেন। ইউসফটাকে তুলে ফেলা যাক। এ রকম কষ্ট দিয়ে মারার চেয়ে, হাত পা বেঁধে এই খানে রেখে দিয়ে যাই, রাত্রে বাঘে নিয়ে যায় নিয়ে যাবে এখন, কি বলিস ?

জুদা। না, না, আর ও কথায় কাজ কি ? এখন কূপের মুখে দাঁড়ালেই হয়ত সাপে তাড়া কর্ব্বে, তার চেয়ে, এখন যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে কিন্তু বুড়ো বাপটাকে কি ব'লে বুঝাই বল দেখি ?

রুবেন। এক মতলব আছে, চল আমরা ফিরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলিগে যে, ইউসফকে বাঘে ধরেছে, বুড়ো অত-শত বুঝবে না, আর ঐ জামাটাও তার একটা প্রমাণ হবে এখন।

জুদা। তুমি জাননা দাদা, সে বুড়ো আমাদের বড় সন্দেহ করে। জামা দেখলেই বলবে যে, এক ফোঁটা রক্ত নেই, আর কি ক'রে বাঘে ধল্লে ?

রুবেন। এক কাজ কর, একটা ভেঁড়া কেটে জামাটাকে রক্তে ডুবিয়ে নে, তা'হলে আর কোন গোল থাকবে না।

জুদা। সে মন্দ কথা নয়, কিন্তু তা'হলেও বোধ হয় বুড়ো আমাদের বিশ্বাস কর্ব্বে না। ও পাজী বদমাইস ইউসফটা তাকে একেবারে যাদু ক'রে গেছে।

রুবেন। তোকে যা বলেম তুই কর, বুড়ো নিজেই বলেছিল যে, সে কত বার নিজের চোখে বড় বড় বাঘ বেরতে দেখেছে, তখন আর অবিশ্বাস কর্ব্বে কেন ?

জুদা। আচ্ছা, অমি একটা ভেঁড়া কেটে জামাটা রক্ত মাখিয়ে আনিগে, তুমি একটু অপেক্ষা কর।

(জুদার জামা লইয়া প্রস্থান)

রুবেন। কাজটা ক'রে মনে বড় আশান্তি হচ্ছে, নানা রকম বিপদের ভয় এসে জুটছে, একগাছা দড়ি থাকলে ইউসফকে তুলে ফেলতেম, দেখি বেঁচে আছে কি না।

(কূপের মুখে গিয়া)

ইউসফ! ইউসফ! কৈ? সাড়া দিলে না ত, বোধ হয় শুন্তে পাইনি, দেখি, আর এক বার, ইউসফ! ইউসফ!

(নেপথ্যে) ভাই! ভাই! আমি মরি নি, আমায় বাঁচাও, রক্ষা কর, কোথায় তুমি! কিছু দেখতে পাইনি, অন্ধকার! অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার!

রুবেন। ইউসফ! তোমাকে বাঁচাতে আমার ইচ্ছে আছে।

(নেপথ্যে) তবে বিলম্ব ক'র কেন? আমার প্রাণ যায়, রক্ষা কর!

রুবেন। দেখ, তোমাকে বাঁচালে আমাকে অন্য ভ্রাতাদের হাতে প'ড়ে তোমার মতন অবস্থা হবে, আজ আর তোমায় বাঁচাতে পার্ব্ব না, যদি খোদার মেহেরবাণীতে কাল্ বেঁচে থাক, আমি একলা এসে তোমায় উদ্ধার কর্ব্ব। আমার কাছে আহার সামগ্রী থাকলে তোমায় ফেলে দিতেম, কি দুর্ভাগ্য, তাও নেই।

(নেপথ্যে) কাল্ আর দেখা হবে না! এখনিই বোধ হয় আমায় কালভূজঙ্গের উদরস্থ হতে হবে! তোমাদের পায়ে পড়ি! আমায় বাঁচাও!

রুবেন। জুদা আসছে, আর তোমার সঙ্গে কথা হ'ল না, এখন চল্লুম, আজ খোদার নাম নিয়ে থাক, কাল্ তোমার উদ্ধারের চেষ্টা কর্ব্ব।

(নেপথ্যে) ভাই! ভাই! বাঁচাও, কৈ? কোথায় গেলে? চলে গেলে? খোদা রক্ষা কর!

(জুদার প্রবেশ)

জুদা। এই দেখ সব ঠিক, এখন চল বুড়ো বাপটাকে বুঝিয়ে দেওয়া যাকগে।

রুবেন। দেখ জুদা, মনে বড় শান্তি নেই, যে কাজ করা গেছে, যদি ইউসফের মতন আমাদের কোমল অন্তকরণ হ'ত, তাহ'লে এতক্ষণ বোধ হয় বুক ফেটে যেত, বুকে হাত দিয়ে দেখ, যেন মৃত্যুর যাতনাভোগ কচ্ছি।

জুদা। দু'এক দিন এই রকম একটু হবে ভাই, তার পর আবার সয়ে যাবে, চল চল, এখন স্ফূর্তি করে চলে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মিসর—আজিজমিসরের উদ্যান সম্মুখ।

(উজিরের প্রবেশ)

উজির। মরি! মরি! কি সুন্দর দৃশ্য, আজ আমার চক্ষু স্বার্থক হ'ল। প্রবাহিতা নীল নদীর উপকূলে অসংখ্য অত্যুচ্চ গগনভেদী প্রস্তরস্তূপ ও কি? পিরামিদ? বসুন্ধরার এত শস্যশ্যামলা মূর্ত্তি ত কখনও দেখিনি, এ'যে বিশাল বিস্তৃত রাজ্য, এখানে আজিজমিসরের সন্ধান করা যে বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠল। এত লোককে জিজ্ঞাসা কল্লেম, কেউ ত আজিজমিসরের সন্ধান বলতে পারলে না, কিন্তু জোলেখাকে যে আশা দিয়ে এলেম, যেমন করে পারি তার কাজ কর্ব্ব। এখন ফিরে গিয়েই বা তাকে কি বলব? হয়ত অভাগিনী আত্মহত্যা কর্ব্বে। আমার বোধ হয়, আজিজমিসর এখানকার কোন জানিত লোক নয়। তা'হলে, একজনও কি তার সন্ধান বলতে পারলে না? দেখি, দুদিন ত কেটে গেল, আরও দিনকয়েক সন্ধান কত্তে হবে। মিসরের ভেতর যদি সন্ধান না পাওয়া যায়, তা'হলে একটু আশপাশেও সন্ধান কর্ব্ব। এতদূর যখন এসেছি, তখন ভাল করে না দেখেশুনে আর ফিরছিনি। এ দিকে দেখছি, অনেকগুল ধনী লোকের বাড়ী আছে, দেখি খোদার মর্জ্জি কি হয়। এই ত একটা বাগান দেখছি, কাকেও ত খুঁজে পাচ্ছিনি, জিজ্ঞাসাই বা কাকে করি? মনসুর হতভাগাটা গেলই বা কোথা?

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

গীত

বিলাসে মধুর ঠাটে, সুনীল নদীর তটে,
রেখেছি সাজায়ে এই সাধের বাগান।
ফুলে ফুলে মেশামিশি, হাসিছে মধুর হাসি,
উঠিছে কাঁপায়ে দিক, পাপিয়ার গান॥

মাখিয়ে চাঁপার বাস, ভেসে আসে কুহু স্বর,
ঐ হাসিছে নীরবে কেমন, প্রাচীন মিসর,
প্রাচীন মিসর, প্রাচীন মিসর,
নদীর সুনীল জলে, ঢেউগুলি হেলে দুলে,
মলয় লইয়ে যায়, ছুটিয়ে উজান।
কুসম প্রাণের বধু—প্রাণ ভ'রে খেয়ে মধু,
বাতাসে বিলায়ে দেয়, শীতল আঘ্রাণ॥

(বাঁদীগণের প্রস্থান)

ঐ যে, হতভাগাটা ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসছে, একটা কাজ ওর দ্বারা হবার আশা নেই, কেবল জ্বালাতন করে মারে।

(মনসুরের প্রবেশ)

মন। তোফা, তোফা, ঐ দেখ উজির সাহেব, কেয়া খপ্‌সুরৎ আওরাৎ, ইয়া মোটা মোটা নাক, ইয়া ভাঁটা ভাঁটা চোখ, ইয়া পুরু পুরু ঠোঁট, ইয়া কোঁকড়ান চুল, কেবল ঐ নীল নদীর জল খেয়ে, আর ডুব দিয়ে রংগুলো যা ময়লা হয়ে গেছে, দেখ কেয়া মজার দেশ।

উজির। মনসুর! এতদিন তোমার দেশ, মিসরের কথা কাণে শুনেছিলুম, আজ চোখে দেখে বড় আনন্দ হল। মরি! মরি! মিসরের এত শোভা?

মন। আরে সাহেব! তুমি কিবা শোভাই দেখেছ? আর কিবা শোভাই বা শুনেছ? তবু এখনও তোমাকে তামাকের চাষ দেখাইনে, আর আকের ক্ষেত দেখলে, বিকারের পিপাসা তোমার কেটে যাবে। মাইরি বলছি, বল্লে বিশ্বাস কর্ব্বে না, ইয়া কেঁদো কেঁদো আক্‌।

উজির। মনসুর! সে কথা এখন যাক্‌। এখন সন্ধান কিছু কত্তে পাল্লে?

মন। আরে সাহেব, সে আর ভাবতে হবে না, একেবারে সব ঠিক্‌ঠাক। কেবল কাজি ডেকে কাবিননামা করে, চার হাত এক করে দাও। এখন এস সাহেব, সহরটার খানিক ঘুরে আসিগে। বুঝলে সাহেব, সেই সাত বছরের সময় আমি আরবে যাই, এখন কোথায় দেশে কি আছে সব ভুলে গিছি, চল সকলের সঙ্গে দেখা করে আসি।

উজির। আরে বাউরা! এখন ঠাউরালি কি বল? জোলেখা বিবরি কাজটা করে দিলে দু'হাজার অসরফি এনাম পাবি।

মন। বল্লুম ত সাহেব! সব ঠিক, এই ত জোলেখা বিবির খসমের বাড়ী। আমার দেশে সাদী হ'লে ভারি মজা হবে, আর সাদি না হ'লে সাহেব, তোমায় বলে রাখলুম, পিরের দরগায় সিন্নী মানবো, যেন বছরে জোলেখা বিবি দুবার করে পাগল হয়, আর তোমায় আমায় মজা করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব।

উজির। (স্বরাগে) চুপরও বান্দা, আমার কথার উত্তর দাও।

মন। আপনি যে একেবারে ইমাম-হোসেনের মতন ফোঁস করে উঠলেন? বল্লুম সাহেব, নিশ্চিন্ত থাক, মনসুর মিয়া বাজে কাজে আসেনি, এই দেখ আজিজমিসরের বাগান, ঐ ওদিকে বাড়ী দেখা যাচ্ছে।

উজির। কেয়া সাঁচ?

মন। একদম ঝুটা নেই, ঐ দেখ আজিজমিসর আসছে।

উজির। তাইত মনসুর, এ ত অতি সুন্দর পুরুষ! রূপবান বটে, দেখে বোধ হয়, রাজবংশীয় হবে, কিন্তু এর ব্যাপার কি? কেউ ত ওর নাম বলতে পাল্লেনা।

মন। আরে সাহেব? এ কি তোমার আরবদেশ পেয়েছ? যে একটা ঘোড়ার দালাল, না হয় খেজুরের মুচ্ছুদ্দি হলেই তাকে দশ জনে চিনে বসে আছে? এখানে নুড়ি পাথরের এক দর, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ, যে যার খায়, আর নাকে সরষের তেল

দিয়ে ঘুমোয়। খুঁজলে, আরও দশ পঁচিশটা আজিজমিসর বার কত্তে পারি। তুমি চট্‌পট্‌ বাৎচিজ করে নাও, আর দু'হাজার আসরফি তৈরি রাখ, আমি একটু ফুরতি করে আসি।

(মনসুরের প্রস্থান ও অপর দিক হইতে আজিজমিসরের প্রবেশ)

আজিজ। কে আপনি? পূর্ব্বে আপনাকে মিসরে কখন দেখিছি বলে বোধ হয়না?

উজির। আপনার অনুধাবন যথার্থ, আমি পূর্ব্বে কখনও মিসরে আসিনি, তবে কোন একটা কার্য্যসূত্রে আপনার মতন মহাভাগ্যবান ব্যক্তির দর্শন পেলেম।

আজিজ। আপনার নিবাস কোথায়?

উজির। আরবে।

আজিজ। এখানে আপনার প্রয়োজন?

উজির। আপনার কাছে কোন কার্য্যসূত্রে আসা হয়েছে।

আজিজ। ভাল, আমার আতিথ্য গ্রহণ করে চরিতার্থ করুন, তারপর, আপনার ব্যক্তব্য শোনা যাবে।

উজির। আমি আজ দু'দিন এই মিসরে এসেছি, উপস্থিত বিশ্রামের বিশেষ আবশ্যক নেই, আর আমার কথাও অতি সামান্য।

আজিজ। তবে কি বলুন।

উজির। বেয়াদপি মাপ কর্ব্বেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অপনার প্রকৃত নাম কি আজিজমিসর?

আজিজ। না—আমার প্রকৃত নাম আজিজমিসর নয়, দেশের প্রথা অনুসারে, প্রধান রাজমন্ত্রী উপাধিকে আজিজমিসর বলে। আমি সেই কার্য্যে নিয়োজিত, সুতরাং ঐ নামই আমার প্রচলিত হয়েছে, আমার প্রকৃত নাম কেৎফার।

উজির। আপনি কোন পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোককে কি স্বপ্ন দেখেছেন ?

আজিজ। তোবা! তোবা! আপনার এ কথার তাত্তপর্য্য কি ? আপনি বিদেশী কোন দৈবজ্ঞবলে বোধ হয়।

উজির। না, আপনার ভ্রম, আমিও আরব দেশীয় একজন রাজমন্ত্রী মাত্র। এই বিষয় জানবার জন্যে মিসরে আপনার কাছে আগমন।

আজিজ। আপনি রাজমন্ত্রী ? কে সে রাজা ?

উজির। আরব দেশীয় রাজা তৈমুস।

আজিজ। (স্বাশ্চর্য্যে) তিনি যে মহাপ্রবল পরাক্রান্তশালী, আমার পরম সৌভাগ্য যে, তিনি এ হতভাগ্য আজিজমিসরকে স্মরণ করেছেন, কিন্তু আপনার এ প্রশ্নের কারণ কি ?

উজির। আরব রাজনন্দিনী জোলেখার রূপমাধুরী বোধ হয় আপনার অবিদিত নাই।

আজিজ! শুনেছি তিনি জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

উজির। বোধ হয় শুনে সুখী হবেন, তিনি এখন আপনার একান্তই অনুরাগিনী।

আজিজ। (স্বাশ্চর্য্যে) সে কি! না, না, তা'হলে আপনি ভুল করেচেন, অন্য আজিজমিসর হবে। আমার সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই।

উজির! আপনিই তার অনুরাগের প্রকৃত পাত্র। তার বিবরণ শুনুন, দিন কএক পূর্ব্ব থেকে জোলেখা, গভীর নিশিথে, আপনার এই সুন্দর মূর্ত্তিকে স্বপ্নে দেখে, সে উন্মাদিনী হয়েছে। এমন কি, শুনেছি স্বপ্ন মূর্ত্তির সঙ্গে তার অনেক কথা বার্ত্তাও হয়।

আজিজ। এ বড় তাজ্জবব্যাপার! আমি যে সেই স্বপ্ন মূর্ত্তি, তার স্থিরতা কি ?

উজির। আপনার মূর্ত্তিই তাকে পরিচয় দিয়েছে যে, সে মিসর নিবাসী আজিজমিসর।

আজিজ। আপনার কথা শুনে আমি আসমান্ থেকে পড়ছি। খোদা অন্তর্য্যামী, তিনিই জানেন এ বিষয় আমি বিন্দু বিসর্গও জানিনি। আপনার আশা সফল হবেনা, রাজা তৈমুসকে ছেলাম দিয়ে বলবেন, আমি তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করে তাঁর সম্মান রক্ষা কত্তে, একান্তই অক্ষম। আর রাজ কন্যাকেও বলবেন, কেন তিনি অলীক স্বপ্নকে মনে স্থান দিয়ে নিজের দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচয় দিচ্ছেন? অবাড় অন্তকরণের ঈষৎ চঞ্চলতাই স্বপ্ন, শুধু মনের বিকার মাত্র।

উজির। আজিজমিসর! আজিজমিসর! এ আশায় নৈরাশ হলে আর আমার আরবে যাবার প্রয়োজন নাই, এখনি আমার মাথায় বজ্রপাত হোক, আপনি কবর দিন।

আজিজ। (স্বাশ্চর্য্যে) সেকি উজির সাহেব? আপনি কি বল্‌চেন?

উজির। আপনি জানেন্ না, আমার প্রতীক্ষায় জোলেখা একহাতে জহরবিষ, অন্য হাতে বরমাল্য নিয়ে বসে আছে। যদি তার স্বপ্ন সত্য হয়, তবেই মঙ্গল, নচেৎ তীব্রবিষে একটী নিরাপরাধিনী অবলা কুল-বালার অমূল্য জীবন জন্মের মত নষ্ট হবে।

আজিজ। আমার জন্যে রাজকন্যা জীবন বিনষ্ট কর্ব্বেন? খোদা একি! আমি চিরকাল স্ত্রীলোককে ঘৃণা কত্তেম বলে, আজ কি আমার মাথায় সেই ভার দিচ্ছ? কি কঠিন শাসন! অবশেষে কি নারী হত্যার মহাপাতক হবে? জানিনা তোমার মর্জ্জি কি?

উজির। আজিজমিসর! আপনার মতন বিজ্ঞলোকের এরূপ কঠিন অন্তকরণের কারণ কি?

আজিজ। দেখুন, বাল্যকাল থেকে স্ত্রীলোক জাতীর উপর আমার বড় ঘৃণা। আজ পর্য্যন্ত আমি কোন স্ত্রীলোকের ইচ্ছা পূর্ব্বক মুখ দর্শন করিনি, এমন কি আমার বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক পরিচারিকা পর্য্যন্তও নেই। বোধ হয়, স্ত্রীলোক একটা অসার

প্রলোভনের ছায়া, পাপের সোপান, আর বিশ্বাসঘাতকতার উজ্জ্বল মূর্ত্তি মাত্র।

উজির। বল্‌তে পারিনি, কিন্তু সকল স্ত্রীলোকেই কি কুলটা হয়ে থাকে? স্ত্রীলোকদের মধ্যে কি দেবি নেই? আজিজ্‌মিসর! যদি তাদের মধ্যে পিশাচী রাক্ষসী থাকা সম্ভব হয়, তা'হলে উজ্জ্বল দেবি মূর্ত্তি ও আছে। স্ত্রীলোকও খোদার সৃজিত, মহাপুরুষ আদম থেকে দেখুন, প্রকৃতি ও পুরুষ এই নিয়ে দুনিয়া।

আজিজ। সত্য সাহেব, কিন্তু যে স্ত্রীলোক জাতীর প্রধানা, আদম পত্নী হাওয়া যখন ঈশ্বরাদেশ অমান্য করে পাপকারিণী, তখন এ কালের স্ত্রীলোক যে কত সচ্চরিত্রা, তাহা আর আমার জান্তে বাকি নেই। দ্বিতীয়তঃ—পানিগ্রহণ একটা বিষম সন্দেহের ভার, দিনরাত্রি হৃদয়ে পোষণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। নারী ঘোর বিঘ্ন, এই জন্যই বোধ হয়, ফকিররা সাধী করে না, আর আমারও আন্তরিক ঘৃণার ফলে এখনও আমি কৃতদার নয়।

উজির। ফকিরের সঙ্গে গৃহীর তুলনা হতে পারে না। আপনি একটি কুলোবালার প্রাণরক্ষা কল্লে, খোদা আপনার মঙ্গল কর্ব্বেন।

আজিজ। আমি এ বিষয় আপনাকে স্থিরকরে কিছু বল্‌তে পারি না। (স্বগতঃ) কি করি? এক দিকে অসামান্য রূপলাবণ্যা নবীনা যুবতী রাজকন্যা, অন্যদিকে আন্তরিক ঘৃণা, দেখি কোন রিপুর জয় হয়? (প্রকাশ্যে) আপনি আমার বাড়ীতে আসুন, এ বিষয়ে যা হয় বিবেচনা করে বল্‌ব।

(উভয়ের প্রস্থান ও অপর দিক হইতে মনসুরের পুনঃ প্রবেশ)

মন। দেখলে একবার উজির সাহেবের আক্কেলটা? যার ভাল কর্ব্ব, সেই মন্দ করে, কি কর্ব্ব? খোদার মার, দুনিয়ার বার, উনি আবার আমায় দু'হাজার অসরফি এনাম দেবেন। এখন আজিজ-

মিসরের সঙ্গে চেনা শোনা করিয়ে দিলুম্ কিনা ? মনস্থর শাঙ্গা এখন আর কেউ নয়, উনি আজিজমিসরের বাড়ীতে পোলাও কালিয়ে, কাবাব, খেতে গেলেন, আর মনস্থর কেবল রাস্তার ধূল আর নদীর জল খেয়ে, পেটটা ফুলিয়ে একাদশী করে পড়ে থাক। কি আর বল্‌ব ? শালারা টাকা দিয়ে আমায় কিনেছে, নৈলে দেখাতেম মজা।

(মনস্থরের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

কেনান—প্রান্তর সংলগ্ন মসজিদ্।

(ইয়াকুবের প্রবেশ)

ইয়া। আজ আমার মন এত চঞ্চল হ'ল কেন? যেন কোন বিপদ আমার সম্মুখবর্ত্তী, কিছুতেই আমার মন স্থির হচ্চে না, বড়ই দুঃস্বপ্ন দেখেছি, হায় আমার ইউসফ ভাল থাকলে আর কিছুই চাইনে, আমি মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু খোদা, ইউসফ যেন বেঁচে থাকে, আজ দুদিন সে ঘরে নেই, আমার প্রাণ তাকে না দেখে ছট ফট কচ্চে। ইউসফ শূন্য শিবিরে মন চঞ্চল হ'ল বলে পবিত্র মস্‌জিদে এলাম, কিন্তু এখানেও মনে শান্তি নেই কেন? ভগবান! ভগবান! আমার ইউসফকে নির্ব্বিবাদে ঘরে এনে দাও, আমার প্রাণ যায়, ইউসফকে দেখাও, আমায় শান্তি কর। ইউসফকে দেখেনি, চোখে কিছুই দেখতে পাইনি, সব অন্ধকার! নমাজ কল্লেম, খোদা নেই, দেখি সাম্‌নে ইউসফের মূর্ত্তি, যে দিকে চাই, দেখি ইউসফের ছায়া, চারিদিকেই ইউসফ! গাছের পাতা নড়লে মনে হয় ইউসফ আসছে, হাওয়া লাগলে বোধ হয় যেন ইউসফ আমার অঙ্গ স্পর্শ কচ্ছে, পাখী ডাক্‌লে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি; মনে হয় ইউসফের কণ্ঠস্বর শুনি, ইউসফময় জগৎ! এত ইউসফের চিন্তা মনে হচ্ছে কেন? তার ত কোন বিপদ হয়নি? তবে ইউসফ কি এ জগতে নাই? কেন আমার মন এরকম হচ্চে? না, না, তা হবে না, ইউসফ মলে প্রাণেশ্বরি রাহেলের স্মৃতি, পৃথিবী থেকে লোপ পাবে। সে দৃশ্য ইয়াকুব বেঁচে থেকে চোখে দেখতে পার্ব্বে না! ভগবান! আমায় ক্ষমা কর, ইউসফকে যেন কেড়ে নিও না।

(রুবেন ও জুদার প্রবেশ)

কৈ? আমার ইউসফ কোথায়? তোমরা এলে, ইউসফ এলনা কেন? একি! নিরুত্তর কেন? বল, বল, আমার প্রাণ যায়, শীঘ্রবল, ইউসফ কোথায় গেছে? একি! তোমরা দুজনেই কাঁদছ? ভগবান একি কল্লে? আর দাঁড়াতে পারিনি, কৈ আমার ইউসফ? ইউসফ! ইউসফ! তুমি কি আমার ভালবাসা পরীক্ষা কর্ব্বার জন্যে লুকিয়ে আছ? না—না—তুমি তো তেমন নও, বল—বল জুদা কি হয়েছে?

জুদা। (স্বরোদনে) বাপ! বাপ! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ইয়া। জুদা! সর্ব্বনাস কি? ইউসফ ভাল আছেত? সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হলেও আমার ভয় নেই, ইউসফ কোথায়?

রুবেন। (স্বরোদনে) তুমি যা বলেছিলে বাপ তাই হয়েছে, আমাদের প্রাণের ভাই ইউসফকে—

ইয়া। বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না, উঃ! প্রাণ যায়! ইউসফ! ইউসফ! তুমি নেই? (পতন)

রুবেন। ধর ধর জুদা, মাথা ঘুরে পড়ে গেছে।

ইয়া। ছাড়, ছাড়, আর ধত্তে হবে না, ইউসফের মৃত দেহ কোথায়? সেখানে নিয়ে চল, আমিও তার সঙ্গে কবরে যাব।

জুদা। বাপ, তার মৃত দেহ থাকলে তোমায় দেখাতুম, কিন্তু—

ইয়া। কিন্তু কি? ওঃ-দুর্ভাগ্য! তার মৃত দেহও কি নেই? খোদা একি কল্লে?

রুবেন। শুনুন পিতা! বলতে বুক ফেটে যাচ্ছে, প্রাণের ইউসফকে বাঘে নিয়ে গেছে, অনেক চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কিছুই হোলনা।

ইয়া। (স্বারাগে) মিথ্যা কথা! ইউসফকে বাঘে ধরেনি, শিঘ্র বল ইউসফ কোথায়?

জুদা। আমাদের উপর আপনার এত অবিশ্বাস কেন? তাকে বাঘে ধরেছে, এই দেখুন তার জামা।

(জামা প্রদান)

ইহা। দাও, দাও, জামা বুকে রেখে আমার প্রাণ স্থির করি। ইউসফ! ইউসফ! তোমার জামা আমায় চোখে দেখতে হ'ল? উঃ কি কঠিন জান! জামা দেখে বোধ হয়, ইউসফ মরেনি, নিশ্চয়ই পিশাচেরা তাকে যন্ত্রনা দিয়ে কোথায় রেখে এসেছে। প্রমাণ দেখে বোধ হয়, সে জীবত, বল তাকে কি কল্লে?

রুবেন। পিতা! যথার্থই তাকে বাঘে নিয়ে গেছে, আমরা একটু তফাতে ছিলুম, সে একটা হরিণ দেখে তাকে ধত্তে যায়, শেষে বাঘের মুখে পড়ে, আমরা তার উদ্ধারের চেষ্টা করে ছিলেম, কিন্তু বাঁচাতে পাল্লেম না। তাকে ধরে অনেক টানাটানি কত্তে, জামাটা তার গা থেকে খুলে এল।

ইয়া। না—না তবুও আমার বিশ্বাস হয় না। তোমরা যা চাও দেব, ইউসফকে এনে দাও, এরূপ কথা আর আমায় ব'লনা।

জুদা। পিতা! কেন আমাদের অন্যায় সন্দেহ কচ্ছেন?

৮ ইয়া। কি বলছ জুদা? বলছ তাকে বাঘে ধরেছে, অথচ একটা নখের দাগ আমায় দেখাতে পাল্লে না, টানাটানি করেছ, কিন্তু জামা ছেঁড়েনি, রক্ত দেখে বুঝতে পাচ্ছি, একটা পশুর রক্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়। তোমরা পিশাচ! তোমরা আমার সামনে থেকে দূর হও! তোমরা ইউসফের পরম শত্রু, বল তাকে কোথায় রাখলে? নৈলে পিতৃঘাতক মহা পাপে জাহান্নামে যাবে।

জুদা। (জনান্তিকে) দেখ রুবেন! তোকে বলেছিলুম যে, জামা নিয়ে কাজ নেই, এখন কি জবাব দিবি বল?

রুবেন। তাইতো জুদা, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কি যে বলব তা কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি।

ইয়া। পিশাচ, তোমরা একে একে দশ জনে মরে গেলেও আমার এত কষ্ট হ'ত না, কিন্তু ইউসফ আমার অন্তরাত্মা, আমায় নিরাস সাগরে ভাসিয়ে গেল। যাও, যাও,—আর আমায় মুখ দেখিও না, যেখানেঃ ইচ্ছে চলে যাও, আমার ইউসফের শত্রু বিষবৎ ত্যাজ্য, তোরা কেন আমায় জবাই কল্লিনি? কেন সুকুমারমতি কোমল প্রাণ ইউসফের সর্ব্বনাশ কল্লি? তোদের মাথায় বজ্রাঘাৎ হোক।

(শাহসাহেবের প্রবেশ)

শাহসাহেব! শাহসাহেব! আপনার অন্তরাত্মা জান্তে পেরেছিল আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!

শাহ। স্থির হও ইয়াকুব, ইউসফ কোথায়?

ইয়া। ভগবান! কি উত্তর দেব? বলে দাও ইউসফ কোথা?

শাহ। একি! এখানে রক্ত মাখান জামা কার? এ যে ইউস-ফের দেখছি, খোদা! এই দেখবার জন্যেই কি এলুম? ইয়াকুব, শিঘ্র বল, ইউসফ কি নেই?

ইয়া। ঐ পিশাচদের জিজ্ঞাসা করুন।

শাহ। সে কি! ইউসফ কোথায়? তোমাদের সঙ্গে কি তার দেখা হয়নি?

রুবেন। শাহসাহেব! সে শার্দ্দুল কবলে নিহত।

শাহ। না, না, ইয়াকুব! তুমি এ কথা বিশ্বাস কোরনা। যদি ইউসফের প্রাণ নষ্ট হয়ে থাকে, তা হলে এই পিশাচদের হস্তে হয়েছে। যে ইউসফের সদাশয়ে বনের পশুও বশ হয়, সেই ইউসফকে কখন শার্দ্দুলে স্পর্শ কত্তে পারে না, আমার মনে হচ্ছে ইউসফ মরেনি।

হয়েছে, হয়েছে, বুঝেছি, শোন ইয়াকুব, আমার বেশ মনে পড়ছে, সেই ইউসফ, নিশ্চয় বেঁচে আছে।

ইয়া। সে কি? কৈ? কৈ? একবার আমায় দেখতে দিন, প্রাণ ভরে দেখি।

শাহ। স্থির হও, উতলা হয়োনা, শোন, আমি এখানে আসবার সময় সলিম প্রান্তর দিয়ে আস্তে আস্তে, একটা করুণ কাতর ধ্বনি শুনেছিলাম। তার স্বর শুনে একটু চমকে উঠেছি, এই দেখ, বলতে বলতে এখন ও আমার লোম কূপ খাড়া হচ্ছে। একটা পূর্ণ করুণ কোমল স্বর, মনে হল, যেন সে স্বর কোথায় শুনেছি স্থির কত্তে পাল্লুম না, যে সে ইউসফের স্বর।

ইয়া। ভগবান! ভগবান! যেন তাই হয়, আজ আমি নিজে সলিম মাঠে গিয়ে তার সন্ধান কর্ব্ব, যেন আমি যাওয়া পর্য্যন্ত সে বেঁচে থাকে।

শাহ। ইয়াকুব! আমি সে স্বর শুনে অনেক স্থানে সন্ধান করেছি, কিন্তু সন্ধ্যা হয়েছিল, কোন দিক থেকে শব্দ আসছে বুঝতে পারিনি। কখনও বোধ হোল জঙ্গলের ভেতর থেকে, কখনও বোধ হোল পাহাড়ের ওপর থেকে, কখনও বোধ হোল হাওয়ার সঙ্গে, আবার কখনও মনে হোল মাটির ভেতর থেকে। অনেক সন্ধান করেছি, কিছুই হোলনা, তাই ক্ষুন্ন মনে তোমার শিবিরে এলুম। মনে ভাবলুম, শুন্য শিবির করে ইউসফ তোমার সঙ্গে মসজিদে এসেছে, কিন্তু এখানে কি দেখলুম?

ইয়া। আপনার কথা শুনে বোধ হয় সে বেঁচে আছে।

শাহ। কেবল আমায় বাঁচাও, বাঁচাও, এই প্রতিধ্বনি সলিম প্রান্তরে চারি দিকে শুনতে পাবে। কাল রাত্রে শুনে পর্য্যন্ত তোমার শিবিরে শুয়ে ও আমি সেই প্রতিধ্বনি শুনেছি। এখন ও আমার শীরায় শীরায় অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় প্রত্যেক ধমনিতে মগজের

ভেতর সেই প্রতিধ্বনি হচ্ছে। সে কোমল কণ্ঠস্বর আমি ভুলতে পারিনি, তুমি চিন্তা কোর না, আমি অনেক স্থানে, পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াই তোমার ইউসফের সন্ধান কর্ব্ব।

ইয়া। শাহসাহেব! আমার অদৃষ্ট কি এতই সুপ্রসন্ন হবে? কিন্তু যে বিষম দুঃস্বপ্ন দেখেচি।

শাহ। কি সে স্বপ্ন ইয়াকুব?

ইয়া। শুনুন, মনে হলেই আমার শরীর শিউরে ওঠে, দেখলুম, দুটো কাল সাপ ইউসফকে জড়িয়ে ধরে তার মাথার উপর প্রকাণ্ড ফণা বিস্তার করে যেন মাথায় বিষ ঢেলে দিচ্ছে।

শাহ। ইয়াকুব! আমি স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানি, তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ, তাতে ভবিষ্যতে ইউসফ রাজা হবে। এস, তাকে যত শীঘ্র পারি উদ্ধার করিগে। হয়ত অনাহারে যন্ত্রনাময় স্থানে অবরুদ্ধ আছে, আর দেরি কোর না।

ইয়া। চলুন, খোদা! যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

জুদা। দেখলি ভাই! আমি তো বলেছিলুম যে বুড়োটাকে নিকেশ করে দে। আমার কথা শুনলে এখন আর এত ভাবতে হ'তনা।

রুবেন। দেখ বুড়ো যাচ্ছেতাই করে অপমান করে গেল। আচ্ছা ঐ ফকিরটা কে বল দেখি?

জুদা। ওটাকেও ইউসফ যাদু করে গেছে, কিন্তু ওর কথা শুনে আমার প্রাণটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

রুবেন। কেন রে? এই ত খুব ফুরতিতে ছিলি।

জুদা। আমার বোধ হয় ইউসফটা এখনও বেঁচে আছে। ঐ শুনলি ত ফকিরটা বল্লে কাল আসতে আসতে সলিম মাঠে ইউসফের কান্না শুনেছে। এবার আমাদের বড় বিপদ, কাল সন্ধ্যা

হয়েছিল বলে সে কিছু ঠাওর পায়নি, কিন্তু আজ যদি কুয়োটা দেখে, তা'হলেই ত গেছি।

রুবেন। আরে সেকি আর এখনও বেঁচে আছে ?

জুদা। তবে ঐ বদমাইস ফকিরটা আওয়াজ পেলে কার ?

রুবেন। ওব্যাটার মাথা, বোধ হয় ব্যাটার ছিটে কম হয়েছিল, তাই নেশার ঝোঁকে যা হয় একটা বলে দিলে।

জুদা। না, আমার প্রাণে বড় ভাল লাগচেনা। আমি অনেকদিন থেকে জানি ও ফকিরটা কখন কোন নেশা করে না। কিন্তু ইউসফ যদি আজও বেঁচে থাকে তা'হলেই সর্ব্বনাশ।

রুবেন। দেখ, আমার চেয়ে তোর মাথা খারাপ হয়েছে, জানিস ত আমরা খোরাক জোগাড় কত্তে গেলে ইউসফটা ক্ষিদেতে হাঁকরে থাকত, আর আজ দুদিন হ'ল ফেলে দেওয়া গেছে, সে কি মক্কার পীর যে, হাওয়া খেয়ে বেঁচে আছে ? আর কূয়োর ভেতরে জঙ্গলতো দেখেছিস ? হাওয়ার বাবার ও সাধ্য নেই যে সেখানে যায়।

জুদা। যাই বল ভাই! আমার বিশ্বাস হয় না, বোধ হয় সে নিশ্চয় বেঁচে আছে।

রুবেন। দেখ, আমার বোধ হয় ফকির ব্যাটা ইউসফের ভূত যোনির কথা শুনেছে, হয়ত ইউসফটা কুয়োয় মরে মামদো হয়ে সলিম মাঠে ঘুরে বেড়ায়।

জুদা। আর বাজে কথা কাজ নেই, এক কাজ কর, ওদের সেখানে পৌছবার আগে ইউসফটাকে তুলে কেটে আবার ফেলে দিইগে, বেঁচে থাকলে চ্যাচাবে।

রুবেন। এ কথা মন্দ নয়, যা ভাল হয় তাই কর।

জুদা। শীঘ্র আয় ফকির ব্যাটা ভারি গোল বাধাবার চেষ্টায় আছে।

রুবেন। চল চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

সলিম প্রান্তর কূপ পার্শ্ব।

(জনৈক বণিকের প্রবেশ)

বণিক। এতদিন সলিম প্রান্তরের কথা কানে শুনেছিলুম, আজ চোখে দেখে বুঝতে পাল্লেম বড় ভীষণ স্থান। প্রকৃতির গভীর নির্জ্জনের শোভার একত্র সমাবেশ যেন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। উঃ কি নিস্তব্ধ! কিছু শোনা যায় না, কেবল পাহাড়, আর পাহাড়, শুনেছি এই নির্জ্জনে অনেক অসহায় অবলা সতী সাধ্বীদের পিশাচ কবলে অমূল্য সতীত্বের মাথায় পদাঘাৎ করেছে। শুনেছি অনেক বণিক সম্প্রদায় এই পথে দস্যুহস্তে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করে পথের ভীখারি হয়েছে। অনেক প্রতিহিংসা অনেকের উপর এ নির্জ্জনে সাধিত হয়েছে। রাশি রাশি নর-অস্থি চারিদিকে, দেখলে ভয় করে, কিন্তু আশ্চর্য্য! এক বিন্দু জলের জন্যে সমস্ত পাহাড়ের ধারে ঘুরে বেড়ালেম, একটা ঝরনাও দেখতে পেলেম না। একটা নালা ডোবা পর্য্যন্তও নেই। কাঠুরেদের জিজ্ঞাসা কল্লেম তারা ত বল্লে এদিকে একটা কূয়া আছে, কিন্তু কৈ দেখতে পেলেম না। আর এস্থানে থাকা যায় না। চারিদিকে হিংস্র জন্তুর যত পায়ের চিহ্ন দেখছি। মানুষেরও পায়ের দাগ দু'চারটে আছে, তাইত এ জঙ্গলের ধারে মানুষ কি কত্তে এসেছিল? বোধ হয় দুষ্ট অভিপ্রায় থাকতে পারে। পায়ের চিহ্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে জঙ্গলের দিকেই গেছে, আবার ফিরেও গেছে দেখছি। না মনে বড় ভাল লাগছে না, পিস্তলটা ঠিক করে রাখি।

(জনৈক পাহাড়ীর প্রবেশ)

পাহাড়ী। রে! তুই কে আছিস রে? তোরতো বড় সাহস আছে দেখছি।

বণিক। তুই ব্যাটা একটা পাহাড়ী দেখছি, তোর কিছু খারাপ মতলব নেই তো? এই দেখ ব্যাটা পিস্তল।

পাহাড়ী। আরে তুমাকে হামি লয়তুন দেখছি, তুমি এখানে কি কোরছ? যাও বাবা, এখান থেকে ধীরে ধীরে চলিয়ে যাও, নেইতো একটা বড় ভারী বরা ক্ষেপচে তোমারে মারিয়ে দেবে।

বণিক। বলিস কিরে? (স্বগতঃ) বোধ হয় এই পাহাড়ী ব্যাটারাই অর্থলোভে লোকের প্রাণ সংহার করে (প্রকাশ্যে) দেখ, আমরা বরাকে ভয় করি না, তুই নিজের কাজে যা।

পাহাড়ী। রে সাহেব, হামি তুমাকে ভাল বাৎ বলছে, এখান থেকে চলিয়ে যাও, কেন প্রাণটি হারাবে?

বণিক। আচ্ছা পাহাড়ী সাহেব, আমায় ত বরা মেরে ফেলবে, আর তুমি জঙ্গলে কোথায় যাচ্ছ?

পাহাড়ী। আরে বাবা, হামার তো এই কাম আছে, তামাম্ দিন জঙ্গলে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে শীকার করি, আর লেকড়ি ভাঙ্গি, আর সাঁজের ব্যালায় বাজারে যাইয়ে বিক্রি করে যো কুছ হো যায় সো হামি আর হামারা ছেলিয়া পুলিয়াতে সব খা লিই।

বণিক। আচ্ছা, এদিকে পানি কোথা পাওয়া যায় বলতে পার?

পাহাড়ী। আরে পানিকে তো বড় কষ্টো আছে, ঐ দেখো একটা কুয়া আছে, ওতে যদি পানি হয়, তো মিলবে, নৈলে তো দাদা, এখানে পানি মেলে না।

বণিক। তাইত, ঐ একটা কুয়াই ত বটে, কুয়ার মুখে এত জঙ্গল! দেখি জল আছে কি না, বোধ হয় কোন লোক জন জল নিতে এসেছিল, (কূপের নিকট গমন)

(নেপথ্য ভগ্নস্বরে) কে, কে তুমি জুদা? রুবেন? আর কেন এসেছ? আমার অন্তিম অতি নিকট, যদি সময় থাকতে আমায় বাঁচাতে, তা'হলে এ অন্ধ-কূপে আমায় মত্তে হ'ত না, আমার প্রাণ যায়।

বণিক। (স্বভয়ে) রহিম ! রহিম ! এ আবার কি ? ওরে বাপরে বাপ এ পাহাড়ী ব্যাটা কি ভূতের সর্দ্দার নাকি ? কূয়োর ভেতর মানুষের গলার স্বর কোথা থেকে এল ?

পাহাড়ী। রে সাহেব, তুমি এমন লাফাচ্ছ কেন, কি হইয়েছে ? তুমি পানি লাও, হামি এখন জঙ্গলমে যাচ্ছি।

বণিক। ওরে ব্যাটা শোন. তুই কি কিছু মন্ত্র টন্ত্র জানিস ? ওর ভেতর আদ্‌মির গলার শব্দ হচ্ছে কেন ?

পাহাড়ী। আরে তুই কি তাজ্জবকি বাৎ বলচিস রে, কিছু নেশা টেশা খাইয়েছিস নাকি ? শোন, ওটা বড় গভীর কূয়া আছে, হাওয়াতে এমনতর আওয়াজ হয়।

(পাহাড়ীর প্রস্থান)

বণিক। তাইত, পাহাড়ী ব্যাটা আমাকে একটা হাবার মত বুঝিয়ে গেল, বোধ হয় ও ব্যাটা ভূতের রোজা। হাওয়াতে যে এমন শব্দ হয়, তা ত কখন শুনিনি, দাঁড়াও দেখি। (কূপ মুখে গিয়া) কে গো ? উত্তর দিচ্ছ না কেন ? কূয়োর ভেতর কে আছ ? কৈ বাবা, কেউ ত উত্তর দিলে না, তবে কি পাহাড়ী ব্যাটা কিছু ভেল্‌কি জানে নাকি ?

(নেপথ্যে) পিতা ! আজ তোমার প্রাণের ইউসফ কোথায় জান ? গভীর অন্ধকারে, অনাহারে, অকালে, নিয়তির কোলে শুয়েছে। তোমার কথা মনে হলে আবার বাঁচতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু আর আশা নেই, আমি যাই, দুঃখ কোর না যে, তোমার ইউসফ তোমায় না বলে মরেছে।

বণিক। না বাবা, এ ত হাওয়ার আওয়াজ নয়, এ যে মানুষের গলা। কোন জানয়ার ত এমন কথা কইতে পারে না, দরকার নেই বাবা, হয়ত কূয়োয় কোন উপদেবতার বাসা আছে। কি জানি

বরাতে কি হবে, শুনেছি অনেক জিনী দৈত্যের পুরাণ কুয়োয় আড্ডা থাকে। এখন ঘাঁটিয়ে কি শেষে জানে মারা যাব?

(নেপথ্যে) খোদা, আর আমায় কষ্ট দিও না, আমার যে অসহ্য যাতনা হচ্ছে, রুবেন রুবেন, তার চেয়েও উপর থেকে একখানা পাথর আমার মাথায় ফেলে দাও, আমি মাটীর সঙ্গে মিসিয়ে যাই।

বণিক। না এ ভূত প্রেতও না, তা'হলে পবিত্র খোদার নাম মুখে আনবে কেন? কি ব্যাপার! দেখছি কূয়োর মুখে জঙ্গলগুলো যেন মানুষের পায়ে দলিত হয়েছে বলে বোধ হয়, কেউ ত জল নিতে এসে পড়ে যায়নি? দেখি, কে আছে, কূয়োর ভেতর?

(নেপথ্যে সমুৎসাহে) কে রুবেন রুবেন? ভাই, তুমি এসেছ? আমায় আশা দিয়ে গেছলে, রক্ষা কর্ব্বে, এত দেরি কেন? আমার যে প্রাণ যায়, কেবল তোমার আশায় বেঁচে আছি।

বণিক। রুবেন কে? রুবেনের আশায় বেঁচে আছে, সে তুলবে বলে গেছে, এর মর্ম্ম কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি। কূয়োয় কে আছ, শোন, আমি রুবেন নই, তুমি কে?

(নেপথ্যে) রুবেন নয়? তবে কি পিতা? তুমি এসেছ? আমি যেন তোমার স্বর শুনতে পাচ্ছি, আমায় বাঁচাও। আমার যে শ্বাস রোধ হ'য়ে এল।

বণিক। আহা! তোমার কথা শুনে আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি তোমার পিতা নই, তুমি যে হও, পরিচয় দাও আর নাই দাও, আমি তোমাকে উদ্ধার কর্ব্ব।

(নেপথ্যে) পিতাও নয়? তবে কে আপনি মহাপুরুষ? জানি না বোধ হয় দুনিয়ার স্বষ্টি কর্ত্তা আপনি খোদা! আপনাকে সেলাম। বলুন, বলুন, আমার কি উপায় হবে? আমায় রক্ষা করুন, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

বণিক। আমি উদ্ধার কর্ব্ব, কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী, শপথ কর, যদি হিংস্রক-স্বভাব হও, উপকার বিনিময়ে আমার অনিষ্ট কর্ব্বে না।

(নেপথ্য) কেন আমায় ছলনা কচ্ছেন ?

বণিক। আচ্ছা ভয় নেই, তোমার ধর্ম্ম তুমি কোর। এই নাও দড়ী ফেল্লুম ধর। (দড়ীনেক্ষপ) ধর আমার হাত ধর, ওঠো। (উত্তোলন করণ) মরি! মরি! এ যে গগণের পূর্ণ শশধর বিনিন্দিত, কে তুমি ? সুন্দর যুবাপুরুষ কোন দেবতা কি ?

ইউ। আমি মরেছিলুম, আপনার দয়াতে বাঁচবো বলে প্রাণে আশা হচ্ছে। জানিনা, আপনি কে ধর্ম্মাত্মা সাধু পুরুষ! ঈশ্বরের অংশ।

বণিক। আমি একজন বণিক মাত্র. জল নিতে কূয়োয় এসেছিলুম, যাই হোক তুমি সুস্থ হও।

ইউ। বণিক! মহাপুরুষ! আমার প্রাণদাতা, আপনার ঋণ পরিশোধ হবে না। আপনি আমার পিতৃস্থানীয় আপনাকে সেলাম।

বণিক। তুমি কে ?

ইউ। অতি দুর্ভাগা, আমার নাম ইউসফ।

বণিক। তুমি কি কূয়োয় জল নিতে এসে পড়ে গেছলে ?

ইউ। বলেতে পার্ব্ব না, সে কথা মনে হলে এখনও আমার প্রাণ কেঁপে উঠে, আমার বৈমাত্র ভায়েরা আমার এ দুর্দ্দশা করেছে, আর কি শুনবেন ?

বণিক। তোমার বাড়ী কোথায় ?

ইউ। অতি নিকটে, কেনান প্রান্তরে।

বণিক। তোমার আর কে আছে ?

ইউ। কে আছে ? তা জানি না, এখনও কি বাপ জীবিত আছে ? খোদা! তুমিই জান।

(রুবেন ও জুদার প্রবেশ)

জুদা। কে আপনি? সম্ভ্রান্ত বলে বোধ হয়, কিন্তু অনধিকারে হস্তক্ষেপ কচ্ছেন কেন?

বণিক। তোমরা কে?

রুবেন। সে কথায় আপনার প্রয়োজন নাই, আপনি এ ব্যক্তিকে উদ্ধার কর্লেন কেন?

বণিক। তাতে তোমাদের ক্ষতি কি? বিপদ্‌গ্রস্থকে উদ্ধার করাই আমার কাজ। যদি আরও কেউ এই প্রান্তরে বিপন্ন থাকে, তা'হলে এখনিই আমি তাকে রক্ষা কত্তে প্রস্তুত আছি।

জুদা। (তরবারি হস্তে ইউসফকে ধৃত করিয়া) ইউসফ! এ দুনিয়ায় তোমার স্থান নেই। তোমায় ভগবান রুষ্ট, অদৃষ্টকে ধিক্কার দাও, সেবার তোমায় প্রাণে না মেরে বড় অন্যায় কাজ করেছি। যদি জান্তে পাত্তেম যে, তুমি আবার উদ্ধার হবে, তা'হলে তোমায় একেবারে শেষ করে দিতেম। ভাল হয়েছে উদ্ধার পেয়েছ, কিন্তু এবার তোমার আর নিষ্কৃতি নেই।

ইউ। (সভয়ে) না না, ছেড়ে দাও, মের না, আমি মৃতবৎই আছি। বাপের ভালবাসা তোমরা ভোগ কর, আমি আর চাই না, প্রাণদাতা বণিক, তোমার পায়ে পড়ি, তোমার আশ্রিত, আর একবার আমায় রক্ষা কর!

বণিক। ইউসফ! তোমার ভয় নেই, আমি রক্ষা কর্ব্ব। (পিস্তল লক্ষ করিয়া) সাবধান! সাবধান! বিশ্বাসঘাতক! ছেড়ে দাও, নৈলে এখনি গুলি কর্ব্ব। (আওয়াজ করণ) এই দেখ, কি দেখেছ? গুলি ভরা আছে। যদি এই আশ্রিত যুবকের একটি মাত্র কেশপাৎ হয়, তা'হলে দুজনেই মর্ব্বে, খুব সাবধান! একপাও নোড় না।

রুবেন। জুদা! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, নৈলে তুইও মর্ব্বি আর আমাকেও মার্ব্বি।

বণিক। শয়তান, বুঝেছি, তোরাই একে কুয়োয় ফেলেছিলি।

জুদা। আচ্ছা, আমি ইউসফকে হত্যা কত্তে চাই না, কিন্তু বণিক, তুমি জান ইউসফ কে?

বণিক। জানি, তোদের পিশাচের মধ্যে এক দেবতার সৃষ্টি।

রুবেন। ভ্রম! মিথ্যাবাদী মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে।

ইউ। বণিক বণিক, ভগবান জানেন, আমি এক বিন্দুও মিথ্যা বলিনি, কিন্তু কে আমার কথায় বিশ্বাস কর্ব্বে?

জুদা। ও আমাদের একজন ক্রীতদাস, কোন কঠিন অপরাধে ওকে এখানে অবরুদ্ধ করেছিলেম।

বণিক। না না, ক্রীতদাস এত সুন্দর!

রুবেন। হাঁ, খোদার মর্জ্জিতে সব হয়।

বণিক। ইউসফ, তুমি কি বল?

ইউ। কিছু না, বলবার কিছুই নাই। ওরা যা বলছে, তাই হোক, প্রাণদাতা, আপনার আশ্রিত, কি উত্তর দেব? চলুন পালিয়ে যাই। আপনার চিরকাল পদসেবা কল্লেও আমার মনে অনেক আনন্দ হবে, কিন্তু ফিরে গেলে আর আমার নিষ্কৃতি নাই।

রুবেন। (জনান্তিকে) জুদা! এ দাঁও ছাড়িস্নি, যা হয় ওকে বেচে ফ্যাল, হাতে পয়সা হ'লে দিন কতক ফুর্ত্তি করা যাবে। টাকা দিয়ে কিনলে আর ও ছাড়ান পাবে না।

জুদা। কিন্তু শালা যে টাকার কথা কয়না, ফাঁকি দিয়ে নেবার মতলব, তাহলেও ত বাঁচি, আপদ যায়।

বণিক। ভাল, যদি তোমাদের ক্রীতদাস হয়, আমি ওকে নিতে রাজি আছি।

রুবেন। কত দাম দিতে পারেন?

বণিক। তোমরা কি চাও?

জুদা। দশ হাজার আস্‌রফি।

বণিক। দেখ বেশি বাড়াবাড়ি কর যদি, এই গুলিভরা পিস্তল আছে দেখছ।

রুবেন। (সভয়ে) আপনি কত দিতে পারেন?

বণিক। (স্বগতঃ) যদি প্রকৃত ক্রীতদাস হয়, তা'হলে অল্প মূল্যে বিক্রি কর্ব্বে না। (প্রকাশ্যে) বিংশতি রৌপ্য মুদ্রা।

রুবেন। কুছপরওয়া নেই, তাই দিন, (জুদার প্রতি) জুদা! আধাআধি করে নেব, আর কাকেও বলিসনি।

জুদা। শিগ্‌গির টাকাটা আদায় করে নে, আর দেরি করে না।

ইউ। ইউসফ! এও তোমার অদৃষ্টে ছিল? আজ জন্মভূমির, স্বর্গীয়া জননীর ভালবাসা, পিতার আন্তরিক স্নেহ, জন্মেরমত বিসর্জ্জন দিয়ে ক্রীতদাস হয়ে কোন পথে যাবে? মন! চুপ কর, কেঁদ না, অদৃষ্টলিপি, ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখ, তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত কর্ব্বেন, সেই কার্য্যে যাও। পিতা! পিতা! আর দেখা হ'ল না, যে ইউসফ তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, যে ইউসফের ক্ষণিক অদর্শনে তোমার নয়নজলে শিবির ভেসে যেত, যে ইউসফের নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে তুমি শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে, যে ইউসফ আহার কল্লে তোমার ক্ষুধা থাকৃত না, আজ সে ক্রীতকিঙ্কর। এর চেয়েও মৃত্যু ভাল ছিল। মা! কোথায় তুমি? ইউসফের এই পরিণাম দেখতে হবে বলে তাই কি আগে পালিয়ে গেলে? বেশ করেছ, বেঁচে থাকলে এ দৃশ্য চোখে দেখতে পাত্তে না। অলোক্ষে আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন শীঘ্র তোমার শান্তিময় কোলে যাই।

জুদা। আর দেরি কচ্চেন্ কেন? যা দেবার দিন।

বণিক। এস আমার শিবিরে।

রুবেন। এত কম টাকা, আবার শিবিরে যেতে হবে?

বণিক। তবে চলে যাও, এস ইউসফ, তুমি এখন আমার ক্রীতদাস।

ইউ। আপনাকে ধন্যবাদ! আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার আর কিছুই নেই, আপনার মতন মহাপুরুষের ক্রীতদাস মহা পুণ্যের কথা। চলুন, কোথায় যেতে হবে? রুবেন! জুদা! তোমাদেরও ধন্যবাদ, আমার জন্যে তোমরা অনেক কষ্ট করেছ, এবার বিদায় দাও, এজন্মের মতন জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাই। যদি বাপ বেঁচে থাকে, তাঁকে বোল, ইউসফ মরেনি, তা'হলেও তাঁর মনে অনেক আশা হবে। দেখো যেন তিনি কষ্ট না পান্। আর একটা অনুরোধ,আমার ছোট ভাই বিনিয়ামিন অতি শিশু, যেন সে কোন কষ্ট না পায়। ভগবান! আমার হৃদয়ে বল দাও, যেন নিরাশ না হই। বণিক চলুন, আর বলবার কিছু নেই, আজ থেকে আমি আপনার স্বেচ্ছাধীন।

(বণিক ও ইউসফের প্রস্থান)

রুবেন। জুদা! চল আর দেরি করিসনি, শালা ফাঁকি না দেয়। ওরে দেখ দেখ, ইউসফটা পেছন ফিরে দেখছে, আর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যাচ্ছে।

জুদা। ওর বাবার ভাগ্যি যে, ঐ লোকটার হাতে পিস্তল ছেল বলে প্রাণে বেঁচে গেল। ওরে পালা পালা, ঐ শাহসাহেব আসছে।

(উভয়ের বেগে প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মিসর—আজিজমিসরের কক্ষ।

(আজিজমিসর আসীন)

আজিজ। নাহি জানি কেন বিধি,
কোন উপাদানে, চঞ্চল নারীর হৃদি,
করেছে সৃজন ?
দেখি নারী, কভু হাসে, কভু কাঁদে,
কভু করে অভিমান, কভু ছলনায়,
ললনা মজায় নরে প্রলোভনে,
তুলিয়ে আসমানে, ধীরে ধীরে,
ধরে দেয় গগনের চাঁদ।
কভু নিরাশ করিয়ে ফেলে দেয়
নরক সোপানে।
ধর্ম্মশীলা সুশীলতা কভু হেরি,
দয়া মায়া কোমলতার আদর্শ মুরতি,
দেবী বলে ভ্রম হয় মানব সংসারে।
কভু পিশাচিনী, রাক্ষসী সাপিনীর বেশে,
কাল ফণা করিয়ে বিস্তার,
হেলায়ে পালক শিরে, করে অভিশাপ।

বসে থাকে একদৃষ্টে আপনার মনে,
যেন কোন নিরাশার স্রোতে
যেতেছে ভাসিয়ে চলি।
কভু ঢুলু ঢুলু প্রেম পোরা আঁখি,
মদনের বাণে বিদ্ধ চঞ্চলা হরিণী
বসে থাকে কামের কুহকে।
কভু ভীমা রূপা ভয়ঙ্করী উন্মাদিনী,
কভু বা ভাবিনী,
হাহুতাস্ করে শুধু মনের বিকারে।
বোঝা নাহি যায় নারীর মনের ভাব।

(জোলেখার প্রবেশ)

আজিজ। এস জোলেখা, আজ কদিন থেকে তোমায় বড় বিষাদিনী দেখছি, কতদিন তোমায় জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কোন উত্তর পাইনি, জোলেখা, আর আমি কতদিন এমন করে থাকব?

জোলেখা। অপরাধ নেবেন না, এখন অঙ্গ স্পর্শ করে আমার ব্রত ভঙ্গ হবে।

আজিজ। কি বলছ জোলেখা, কতদিন পুরুষের চিত্ত সংযম থাকে? পাষাণী, আমি অগাধ প্রেম হৃদয়ে রেখে তোমার পাশে পাশে ফিরব, আর তুমি হা হুতাস করে আমায় ভুলিয়ে রাখবে, ধিক! তুমি এত সুন্দর, কিন্তু তোমার হৃদয়ে এত কালীমা কেন? আর আমি তোমার কোন কথা শুনব না।

জোলেখা। (স্বগত) আজিজমিসর, খোদা করুন তুমি নিপাৎ যাও। একদিন আমি স্বপ্নে তোমার অনুরাগিনী ছিলাম, কিন্তু আর আমার মন নেই, বিশ্বাস নেই, ভক্তিও নেই। তুমি ঘৃণিত নিগ্রো কেন দেবী দুর্লভ রমণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা কর? মূর্খ, তুমি আমার সর্ব্বনাশের

মূল, তোমার নাম শুনে আমি পিতা মাতার জন্মভূমির স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়ে এই মিসরে এসেছি। তোমার ভালবাসার মাথায় পদাঘাৎ, দূর হও, আরব-রাজনন্দিনী তোমার মতন কাফরির প্রেমাকাঙ্ক্ষীর পাত্রী নয়। (প্রকাশ্যে) আমি অপনার দাসী, আপনার আশ্রিতা,প্রতিপালিতা, স্বেচ্ছাধীন পরিণীতা পত্নী, আর এক মাস আমায় সময় দিন।

আজিজ। সেকি জোলেখা? বিবাহ হয়ে পর্য্যন্ত কতবার সময় নিয়েছ মনে পড়ে কি? না না, আজ ত তোমার ব্রত উজ্জাপন হবে।

জোলেখা। আমি অবলা, আমায় মাপ করুন, আর এক মাস বাদে আমার ব্রত ভঙ্গ হবার দিন (স্বগত) খোদা, আর এক মাস আমায় রাখুন, যদি আমার স্বপ্ন-মূর্ত্তির দেখা না পাই, আমার নসীবে যা আছে তাই হবে।

আজিজ। তা হবেনা জোলেখা, আর এক মূহুর্ত্তও সময় দেব না, এখনি আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর্ব্ব। পিশাচিনী! তুমি জান, স্ত্রীলোক আমার হারাম ছিল,কিন্তু যে দিন থেকে তোমায় দেখেছি, সেদিন থেকে আমার ব্রত ভঙ্গ হয়েছে। আমার অন্তর তোমার ক্রীতদাস, নিষ্ঠুরে, যে আজিজমিসর কখনও ইচ্ছা করে রমনীর মুখদর্শন করেনি, সে আজিজমিসর আজ তোমার কণামাত্র প্রেমের আশায় পালিত কুকুরের মতন তোমার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে, আর তুমি প্রত্যাখ্যান করে বালকের মতন তাড়িয়ে দিচ্ছ?

জোলেখা। আমার আত্মহত্যা কি আপনার বাঞ্ছনীয়? যদি ভালবেসে থাকেন, আর এক মাস আমার পূর্ণ হোক, তারপর যদি বাঁচি, আপনার ইচ্ছাধীন হব, এখন আমায় মাপ করুন। আর তিরস্কার কর্ব্বেন না। (স্বগতঃ) পিশাচের মন রেখে কথা কইতে না পাল্লে আমার নিষ্কৃতি নেই, ভগবান! আমার সহায় হও।

আজিজ। জোলেখা! আর আমায় ও ভয় দেখিও না, তুমি অনেকবার বলেছ আত্মহত্যা হবে, তুমি একটা কথার রাশি মাত্র,

আর তোমার কোন কথা শুনতে চাইনি, এস এস, প্রাণেশ্বরী আমার হৃদয়ে এস আলিঙ্গন করি। (আলিঙ্গন করিতে উদ্যত)

জোলেখা। সাবধান! সাবধান! আজিজমিসর, আমায় স্পর্শ কর্ব্বেন না, নারী-হত্যার মহাপাতক হবে।

আজিজ। হয় হোক জোলেখা, আর আমার চিত্ত সংযম থাকে না।

জোলেখা। (নতজানু হইয়া বক্ষ মধ্য হইতে ছুরীকা নিষ্কাসিত করতঃ) এই দেখুন জোলেখা নিরস্ত্র নয়, এই আমার শাস্তি শাণিত ছুরীকা সঙ্গে সঙ্গে থাকে, যদি আপনার নারী-হত্যার ভয় থাকে, যদি জাহান্নামের ভয় থাকে, আমার অঙ্গস্পর্শ কর্ব্বেন না। আর একমাস বাদে জোলেখা আপনার ইচ্ছাধীন হবে।

আজিজ। (সভয়ে) একি? অমৃতে গরল? দেবীভ্রমে প্রেতিনী? কুসুমে কীট, ও কি জোলেখা? মৃণালভূজে দীর্ঘফলক শাণিত ছুরী? ধিক তোমায়! নিষ্ঠুরে! রাক্ষসী! তোমায় আমার এক তিল বিশ্বাস নেই। তুমি অনায়াসে আমার হৃদয়ে আমূল ছুরী বসাতে পার। পিশাচিনী! এই কি তোমার প্রেম? ছি! ছি! তুমি কি জোলেখা?

জোলেখা। ক্ষমা করুন, আমি আপনার পরিণীতা।

আজিজ। তুমি আমায় কি করেছ জানি না। তোমার উপর রাগ হলে আবার ভুলে যাই, তোমায় দেখলে এখনও আমার চখের পলক পড়ে না, তোমার কথা শুনলে জ্ঞানহারা হই, তোমার রূপে উন্মাদ। তোমায় বিবাহ করে পর্য্যন্ত আমার কার্য্যে মন নেই, তোমার ক্রীতদাস হয়েও তোমার মন পেলেম না, এ কি জোলেখা?

জোলেখা। আর তিরস্কার কর্ব্বেন না, আপনার মতন বিজ্ঞ লোকের সামান্য একটা রমণীর প্রেমাসক্ত হওয়া উচিত নয়।

আজিজ। তুমি আর আমায় উপদেশ দিও না, আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন তিরস্কার কচ্ছি? আমার প্রাণের জ্বালা তুমি কি জানবে, মান, গৌরব, প্রতিজ্ঞা, সংযমতা সব গেছে, তবুও তুমি আমায় ঘৃণার

চোখে দেখ। অতুল ঐশ্বর্য্য, অর্থ, স্বাধীনতা তোমার চরণে ঢেলে দিয়ে আজিজমিসর পথের ফকির হয়ে গেছে, তবুও তোমার অঙ্গস্পর্শ করেনি। নিষ্ঠুরে! আর আমার কি আছে? শুধু প্রাণ, সেও ত তোমার ক্রীড়াপুত্তলি, আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ তিরস্কার করি কেন? ভাল, এবারও তোমায় সময় দিলুম, কিন্তু জেন জোলেখা, চিত্তসংযমের ধৈর্য্য আছে, তোমার হাতে আজিজমিসরের প্রাণ।

(আজিজমিসরের প্রস্থান)

জোলেখা। তুমি নিপাৎ যাও, কেন বার বার জ্বালাতন কর—আমার ভাল লাগে না, আজিজমিসর তুমি কোথাকার কে? মনে ভেবেছ জোলেখা তোমার প্রেমের পাত্রী। মূর্খ! বৃথা মনকে প্রবোধ দাও। জোলেখা একদিনও তোমার প্রেমাশা করে না, তুমি জোলেখার সাম্‌নে হত্যা হলেও সে তার সতীত্ব রক্ষা কর্ব্বে, দেখি এক মাসে কি হয়, তোমার প্রেমের সংযমতা, আর জোলেখার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

(ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী। কি হ'ল জোলেখা?

জোলেখা। আর এক মাস সময় নিয়েছি।

ধাত্রী। তারপর?

জোলেখা। যদি আশা পূর্ণ না হয়, এ পৃথিবীতে জোলেখাকে আর দেখতে পাবে না।

ধাত্রী। জানিনা বাছা, তোমার কাণ্ড তুমিই জান। তুমি না স্বপ্ন দেখিছিলে যে, মিসরের আজিজমিসর তোমার—

জোলেখা। সে এ আজিজমিসর নয়।

ধাত্রী। কি জানি মা! মিসরে ত আর অন্য আজিজমিসর নেই, থাকলে সন্দেহ হ'ত।

জোলেখা। দাই মা! সত্যিই কি মিসরে অন্য আজিজমিসরকে পেলে না?

ধাত্রী। এইত তোমার জন্যে কত লোককে ঘুষ দিয়ে চারিদিক থেকে সন্ধান নিয়ে এলেম, কেউ ত বল্লে না যে, আর একটা আজিজ-মিসর আছে।

জোলেখা। দেখ মা, চীন দেশ থেকে যদি একজন চিত্রকর আন্তে পার, তা'হলে তোমায় আঁকিয়ে দেখাতেম যে, আমার হৃদয়ে কোন্ আজিজমিসরের ছবি আছে।

ধাত্রী। তা বাছা তোমার আবদারেত অনেক দেশ ঘুরে বেড়ালেম, কিন্তু কিছুইত হল না; এখন বাকী আছে চীনদেশে, তা সেত আর কাছে-পিটে নয় যে, যাব। এ বয়েসে চীনে গেলে হয়ত রাস্তায় কবর হয়ে যাবে। আর বাছা, তোমায় একটা কথা বলি, আমার ওপর রাগই কর, আর যাই কর, এ আজিজমিসরকে কি তোমার মনে ধরে না?

জোলেখা। দাইমা, আমি যার জন্যে পাগলিনী, এত সে নয়।

ধাত্রী। তা বাছা তার কি আর চারটে হাত আছে? এ আজিজ-মিসর তোমায় কত যত্ন কচ্ছে, তোমার জন্যে জীবন বিসর্জ্জন দিচ্ছে, তবু একদিনওত তোমায় নিয়ে ঘর কত্তে পাল্লে না, অমন চেহারা, তবুও তোমার মনে ধল্লে না?

জোলেখা। আমার মনের আজিজমিসর এর চেয়েও সে সুন্দর।

ধাত্রী। কে জানে মা, তুমি ত তোমার বাপকে বল্লে আজিজ-মিসরকে স্বপ্নে দেখেছ। তোমার বাপ কত কষ্ট করে সন্ধান কল্লে, কত পয়সা খরচ করে এখানে এসে তোমার বিয়ে দিয়ে গেল, কিন্তু তোমার মন আর বশল না, সেই উড়ো পাখী হয়েই আছে, আর আমার ত বাবু ভাল লাগে না। আজিজমিসর তোমার জন্যে কত কচ্ছে, নাচ, তামাসা, রং, ঢং, লোকজন, যখনই যা বলেছ, তাই হুকুম

কর্ব্বার আগে তামিল কচ্ছে, আর তোমার তার সঙ্গে অমন ব্যবহার করা কি ভাল ?

জোলেখা। তা আমার মন যে বোঝে না, কি কর্ব্ব বল ?

ধাত্রী। তুমিত আর কচি খুকিটী নও, আর দেখ, আমি যে লুকিয়ে যত পুরুষ মানুষের সন্ধান করে, তোমার দূতীগিরি করি, এ কথা যদি আজিজমিসর শোনে, তা'হলে আমার দশাটা কি হবে ? হয়ত একেবারে চারখানি করে শেয়াল কুকুর দিয়ে খাওয়াবে।

জোলেখা। দাই মা, সে কথা কেন ভাব ? যদি জোলেখা তোমার ভালবাসার প্রকৃত ঋণী হয়, যদি একদিনও জোলেখার বিপদে, সম্পদে, তুমি প্রাণ দিয়ে করে থাক, তা'হলে আজিজমিসরত ছোট কথা, দেব, যক্ষ, রক্ষ, হলেও, জোলেখার সামনে তোমার কেশস্পর্শ কত্তে পার্ব্বে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, জোলেখা প্রতিহিংসা নিতে জানে, জোলেখা বেইমান নয়।

ধাত্রী। দেখি, মনসুরকে একবার বলে যদি চীন দেশে যেতে পারে।

(ধাত্রীর প্রস্থান)

গীত

দিবা অবসানে ডুবে গগণে লোহিত তপন।
চল প্রাণ সেই পথে যথা লয়ে যাবে মন॥
নীরবে সারাটি দিন মজিয়ে গভীর প্রেমে,
ভাবিব একলা বসি রজনীর সমাগমে,
জনম কাঁদিয়ে যায়, সে কি কভু ভাবে হায়,
যাহার লাগিয়ে মরি হয়ে সদা জ্বালাতন।
আশার আলোক জ্বেলে হৃদিমাঝে অনুক্ষণ॥

(জোলেখার প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মিসর রাজপথ।

(মিসর বালকগণের প্রবেশ)

গীত

প্রাচীণ মিসর, প্রাচীণ মিসর, প্রাচীণ মিসর।
ইজিপ্ট উত্তর কোণে, সুশোভিত শষ্য ধনে,
বিশাল বিস্তৃত দেশ, সুখের আকর॥
বিধাতার অভিশাপ, দক্ষিণে মরুর তাপ,
পুরবেতে প্রবাহিত নীলিমা সাগর।
নদের পশ্চিম কুল, নাহি তার সমতুল,
মিসরের রাজধানী মেফিক্স নগর॥

(বালকগণের প্রস্থান ও মনসুরের প্রবেশ)

মন। ও বাবা, এর ভেতর এত কাণ্ড? জোলেখা বিবি ত বড় কম নয়, এত করে আজিজমিসরের সঙ্গে সাধি হ'ল, আর এর মধ্যেই অরুচি? দাই মাগি বলে কিনা "মনসুর চীনদেশে যাবি?" মনসুর যেন ওর বাবার বেওয়ারিস্ গাধা, যেখানে সেখানে গেলেই হল, আরে মাগি, সে কি এখানে? শুনেছি সে দেশের সব যত খাঁদা লোক। সে এ্যাঙ্ক ব্যাঙ্কর দেশে গেলে আমার এই মোটাসোটা পুরু নাকটী শালারা কেটে নিগ্, আর কি। কিন্তু বাবা এর ভেতর একজন খ্যালোয়ার লোক আছেই আছে। হয় আজিজমিসর শালাই হোক, আর না হয় দাই বেটী হবে, আজিজমিসরকে কিন্তু ছ'হাজার সাবাশ! নিশ্চয় ও ব্যাটা কিছু মন্ত্র জানে। নৈলে এ মিসর থেকে হাওয়ার সঙ্গে আরবে গিয়ে জোলেখা বিবির ঘরে ঢুকে স্বপ্ন দেখাত্ত কি ক'রে, বড় ভুল হয়ে গেল, দুই একটা মন্ত্র বাতলে নিতে

পাল্লে একটা কাজ হ'ত। আমার বোধ হয় আজিজমিসরের কোন নূতন মেয়েমানুষের উপর নজর পড়েছে, তাই শালা জোলেখা বিবিকে একটা দাওয়াই টাওয়াই খাইয়ে, তার উপর অরুচি জমিয়ে দিলে। জোলেখা বিবি আজিজমিসরের জন্যে একেবারে পিরীতের সাঁড়াসাঁড়ী বান ডাকিয়ে দিলে, এর মধ্যে কখনও এত অরুচি হয়? যা'হক পীরের কাছে মাম্‌দোবাজী চল্‌বে না। মনসুর মিয়া যেমন করে পারে এর ঠিকানা কর্ব্বেই কর্ব্বে।

(ঈরাণীর প্রবেশ)

ঈরাণী। কিরে মনসুর? কোথা গেছলি?

মন। জোলেখা বিবির খসম্ ঠিক কত্তে।

ঈরাণী। সে কি রে?

মন। তুমি যে বিবিসাহেব একেবারে আসমান্ থেকে পড়্‌লে? আজকাল কি নিজের ধান্দায় ঘুচ্ছ নাকি?

ঈরাণী। না, আমি জোলেখা বিবির একটা কাজে গেছলুম।

মন। আজিজমিসরকে একেবারে ফারখত করে দিয়ে দোসরা নিকে কর্ব্বে তার জোগাড় কত্তে?

ঈরাণী। কোথায় ঠিক হ'ল, শুনেছিস?

মন। সেই চীনদেশে, এবার একেবারে প্রেমের ফোয়ারা ছুটবে, ঈরাণী বিবি শোন, চোখ, কান, নাক, মুখওলা মরদের সঙ্গে জোলেখা বিবির আর পোষাবে না।

ঈরাণী। তবে কি বনমানুষ ধরে আনতে হবে?

মন। প্রায় তাই, সেই চীনের মুল্লুকে গো, ছোট ছোট পা, মাথায় দশহাত করে লম্বা লম্বা টিকি, ছোট ছোট গর্ত্তের মতন চোখ, নাক বসা বসা যত বোম্বেটের দেশে।

ঈরাণী। তাইত, জোলেখা বিবির আক্কেলটা কি বল্ দেখি মনসুর?

মন। আমার বোধ হয় জোলেখা বিবি পোদ্দারী কাজ করে, তাই যত মরদের বাজার যাচাই করে বেড়ায়।

ঈরাণী। তাই হবে, এই ত কান্নাকাটি করে বল্লে যে, আজিজমিসর নৈলে সাধী কর্ব্বে না, আবার কে জানে কার ঘাড়ে চেপেছে।

মন। কি জান ঈরাণী বিবি? বড় ঘরের বড় কথা, আর মাঝে মাঝে মুখ বদলানটা ত চাই। আর দেখ বিবি, তুমি আর সোঁদা থেক না, এ হিড়িকে তুমিও যা হয় একটা নিকে হোক, সাধী হোক, করে ফেল, তোমার জন্যে খুব ভাল একটা মরদ্ ঠিক করে রেখেছি।

ঈরাণী। দেখ ইচ্ছে ত করে, কিন্তু আমি সাধী কল্লে তোকে গোর দেবে কে?

মন। সে ভাবনা তোমার নেই, তোমার সাধী না দিয়ে মনসুর মিয়া কবরে যাচ্চে না। শোন, জোলেখা বিবি আজিজমিসরকে ছেড়ে দিয়ে দোসরা নিকে কর্ব্বে, এই বেলা দেখা যাক তোমার বরাত, আর আমার হাত যশ, আজিজমিসরকে সাধী কর, আর সেও তোমাকে নিকে করুক, মনসুরের কথা না শুনলে শেষ পস্তাবে।

ঈরাণী। তার পর?

মন। চীনে যাবার সব ঠিকঠাক, দেখগে যাও আজিজমিসর জোলেখা বিবি জোলেখা বিবি বলে কাঁদছে। এই দড়ী আনতে চল্লুম।

ঈরাণী। কেনরে গলায় দিবি নাকি?

মন। তোবা তোবা, ও কি কথা, বুঝলে না বিবিসাহেব, তল্লাতল্লী বাঁধতে হবে।

ঈরাণী। তারপর?

মন। তারপর তুমি আমার মাথায় মোট তুলে দেবে, আমিও তোমার মাথায় একটা মোট তুলে দেব, তার পর অম্নি চীন দেশে যাচ্ছি আর কি।

ঈরাণী। ওরে দেখ দেখ তোর দেশে কত রকমের লোকই আছে, ঐ কে আসছে না ?

মন। বোধ হয় ব্যাটা তামাকের আড়তদার চালানী কাজ করে, আর না হয় ত জিপ্সি হবে।

ঈরাণী। সে আবার তোর মুল্লুকের কি কথা ?

মন। পালাও পালাও ঈরাণী বিবি, সেই ব্যাটাই আসছে, ওরা ছেলে ধরে, মাগী, মিন্সে, বুড়ো, কিছু ছাড়ে না, যা পায় সব ধরে।

ঈরাণী। তবেত জোলেখা বিবির কথায় যেখানে সেখানে কোথাও যাওয়া উচিৎ নয়।

মন। তা আর বলতে, তোমার দিকে কি রকম কট্‌মট করে চাইছে দেখেছ ত, সরে দাঁড়াও।

ঈরাণী। যাই বাবা, বড় বিষম মুল্লুক।

(ঈরাণীর প্রস্থান)

মন। লোকটা ত এদেশের নয়, বোধ হয় ফকির হবে, ভারী লম্বা বাড়ী দেখে কিছু পাবার মতলবে আস্‌ছে, সে সব হচ্ছেনা বাবা।

(জনৈক বণিকের প্রবেশ)

বণিক। এ কার বাড়ী ? লোকটা কালা নাকি, জবার দেয় না কেন ? বলি ওহে এ বাড়ীর মালিক কে ?

মন। আঃ তুমি কি রকম লোক ? আস্তে কথা কইতে জান না ? একেবারে লম্বা চওড়া হাঁকে কানের পোকা বার করে ছাড়লে যে, দেখতে পাচ্ছ না এখানে পায়চারি কচ্ছি, আমিই মালিক।

বণিক। যাও তোমার মনিবকে একবার খবর দাও, আমি একজন অতিথি।

মন। ও ভিক্ষে শিক্ষের কথা মনিবকে বলবার হুকুম নেই,

বণিক। আমি ভিক্ষার জন্যে আসিনি, তোমার মনিবের সঙ্গে অনেক দিন থেকে আমার জানা শোণা আছে, তাঁকে বল গিয়ে সিরিয়া দেশ থেকে এক বণিক এসেছে।

মন। তবে কি বাড়ীর মালিকের কথা ভুলে জিজ্ঞাসা কল্লেন নাকি? কোন দেশের চেনা শোনা?

বণিক। (স্বগতঃ) এ চাকর ব্যাটা খুব চালাক আছে, বোধ হয় কিছু নেবার মতলব করেছে। (প্রকাশ্যে) ওহে, এই নাও কিছু জল খেও। (অর্থ প্রদান)

মন। (স্বগতঃ) এ ব্যাটা ত ভারী ধড়িবাজ, ধাঁ করে একটা আসরফি বায়না করে ফেল্লে? তা'হলে আরও কিছু ফলাতে হবে, (প্রকাশ্যে) তা দেখুন, আমি বড় গরীব, যা দিলেন ওটা ভাজিয়ে আর জল খাবনা, নদীতে অনেক জল আছে পিপাষা পেলে, এক সময়ে গিয়ে খানিকটা খেয়ে আসব। এখন, আপনার মেহেরবানী হুজুরকে গিয়ে কি বল্‌তে হবে?

বণিক। বলগে সিরিয়া দেশের একজন বণিক এসেছে।

মন। তবে কি জানেন? যদি কিছু জহরত সওদা করবার মতলবে এসে থাকেন, তা'হলে কিছু ফলবে না। মনীবের অনেক জহরত পড়ে রয়েছে, আমরাই সব ব্যবহার কচ্ছি, আর জানেন ত, চোরের উপদ্র এদেশে বড় একটা নেই, তাহ'লে চুরীটা আসটা গেলেও আপনার কিছু কাটতি হ'ত।

বণিক। না, অনেক দিন আগে তোমার মনিব আমায় একটা ক্রীতদাস আনতে বলে দিয়েছিলেন।

মন। ওঃ আরে কও কথা, তবে সে আর আপনাকে কষ্ট করে মনিবের সঙ্গে দেখা কত্তে হবে না। সে ভার আমার ওপর আছে, (স্বগতঃ) বাবা, আবার একটাকে এনে ঢোকাবে, আর সর্ব্বেসর্ব্বা মনস্থর বসে কলা দেখুক আর কি। বোধ হয়, এ দাই বেটীর কার

সাজি, আমায় তাড়াবার মতলব করেছে। তবে বাবা যদি কিছু দালালী ছাড়তে পার; একবার চেষ্টা করে দেখি। (প্রকাশ্যে) দেখুন উপস্থিত দরকার নেই, আমি একরকম কাজ চালিয়ে নিচ্ছি, আপনি দিনকতক বাদে খবর নেবেন, তবে আজ যদি কিছু মোটামুটি দস্তরী ছাড়তে পারেন, তা'হলে একবার চেষ্টা করে দেখি।

বণিক। ভাল, আমার এতে অমত নেই।

মন। সে মূর্ত্তিটা এনেছেন ত? না, তার ছবি দিয়ে দর কসাকসি হবে?

বণিক। না, ঐ দেখ, গাছতলায়।

মন। বলেন কি? এ যে আজিজমিসরের চেয়েও খাপসুরত, আপনার যাদু-বিদ্যার দ্বারায় যদি কোন রং চং না মাখিয়ে এনে থাকেন, তা'হলে আমার মনিব-ঠাকরুণ ও মাল দেখলে দেড়া দাম দিয়ে এখনি নেবে। সে বিবি ভারী সৌখীন সাহেবা, কিন্তু দস্তরীটা আধা-আধি, ভয় নেই আমি তোমার দামে চড়িয়ে দেব।

বণিক। বেশ, তোমায় ভরপুর খুসী করে দেব। এখন চল।

মন। আসুন সাহেব, আপনি কিছু মনে কর্ব্বেন না। (স্বগতঃ) সেবার উজির শালা বড় ফাঁকি দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছিল, এবার আর ঠক্‌ছিনি।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

আজিজমিসরের বাতায়ন সমীপস্থ প্রাঙ্গন।

(জনৈক বেদেণীর প্রবেশ)

বেদেনী। দাঁতের পোকা, মাথার উকুন, চোকের বালী, হাটুর বাত, গেঁটে বাত, কোমরে বাত ভাল করি।

(ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী। ওরে ওরে শোন, তোদের বাছা অনেক দিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বেদেনী। কেন গা? তোমায় কি বাতে ধরেছে?

ধাত্রী। বার্তে ধরেছে বটে, তবে আপাততঃ আমার চিকিৎসার দরকার নেই, তোরা কি কি ব্যাম সারতে পারিস বল দেখি?

বেদেনী। অনেক রকম জানি বাছা শোন, এই দাঁতের পোকা, কানের পোকা. মাথার ড্যাংগুর, চোখের বালী, নাকের নাসা, হাঁটু, কোমরে গেঁটে, চৌরঙ্গী বাত, সব ঝাড় ফুঁয়ে তাড়াতে পারি।

ধাত্রী। এ সে সব কিছু নয় বাছা, এই বাড়ীর বেগমসাহেবের মনের ভেতর বাত হয়েছে, তার যন্ত্রণায় দিনরাত্রি ছট্‌ফট্‌ করে, দেখলে মনে কর্ব্বে যেন জবাই করা মুর্গী, এখন তার মনের বাত বার কত্তে হবে, যদি পার কিছু বায়না করি।

বেদেনী। তাও পারি বিবিসাহেব শোন।

গীত

এনেছি দাওয়াই কত, মনের মত,
ঘুরে ফিরে বনে বনে।
থাকবেনা আর, প্রাণের ব্যাথা,
চাপা কারোর মনে মনে।

বিষম যত চৌরঙ্গী বাত,
সার্‌তে পারি বুলিয়ে হাত,
ফুঁ পেড়ে সব তাড়াই কত,
ভূত প্রেত আর দৈত্যগণে।
হবে না আর কত্তে ভোগ,
যারা ভুগছে শুধু প্রেম রোগ,
নিয়ে যাও দাওয়াই এসে,
মচ্ছ যারা প্রেমাগুনে॥

বাঘের নোক, কুমিরের দাঁত, হাঙ্গরের পাঁজরা, পেঁচার পালক, মোরগের পিত্তি, সব রকম আছে, মনের বাত, প্রাণের বাত, মাথার বাত, সব সারতে পারি, ব্যায়রামের লক্ষণটা কি বল দেখি?

ধাত্রী। সবই অলক্ষণ,যা লোকে করে না তাই,যত লোকজন আছে সবাইকে হাঁটিয়ে যাচ্ছে, আর কে তার একজন মনের মানুষ, তার ঠিকানা নেই, দিন রাত্রি তারই ভাবনা।

বেদেনী। বুঝেছি বিবিসাহেব, আর বলতে হবে না, দেখ রোজ খানিকটা করে ব্যাঙের মাথার মগজ উট্ পাখীর ডিম গুবরে পোকার সঙ্গে বেটে খাইয়ে দাও। আর গলায় চারটি পেঁচার পালক, আর পায়ে হাতির শুঁড় মাদুলী পুরে পরিয়ে দাও। কিছু ভয় নেই বিবিসাহেব, দেখতে দেখতে আট রোজের ভেতর সব সেরে যাবে।

ধাত্রী। বলিস কিরে, ভাল হবে বলে বোধ হয়?

বেদেনী। ভয় নেই বিবিসাহেব, চল, একবার রোগীর চেহারা দেখে দাওয়াইয়ের বন্দবস্ত কত্তে হবে।

বেদেনী। তা ব্যামোটা কি বল দেখি?

ধাত্রী। ঘোড়া রোগ গো, ঘোড়া রোগ, কোথায় এলো-আদুড়ে শুয়েছিল বুঝি? তাই কোন ভাল মন্দ লোকের নজর লেগেছে।

ধাত্রী। তা হলেই ত বাঁচি বাছা, তার হ'ল ব্যায়রাম, আর

আমাদের বাড়ীশুদ্ধ লোকের ঘুরে ঘুরে জানটা গেল, এখান ওখান করে বাছা আমার ত গেঁটে গেঁটে বাত হয়েছে।

বেদেনী। কি কর্ব্বে বল ঘোড়া-রোগে ঐ রকমই হয়। বাড়ীশুদ্ধ পাঁচজনকে সইসের মতন ছুটিয়ে মারে। তুমি বাছা এক কাজ কর, রোজ সকালে ঘুমে থেকে উঠে এক ছটাক করে জোঁকের রক্ত পেঁয়াজের রস দিয়ে খাও, তোমার চৌরঙ্গী বাত পর্য্যন্ত সেরে যাবে।

ধাত্রী। তা যা হয় কর্ব্ব, এস একবার রোগটা দেখে যদি কিছু বাতলে দিতে পার, যাতে শীঘ্র সেরে যায়।

বেদেনী। জল্‌দি চাওত বালামচি বেটে প্রলেপ দিয়ে হাঁসের অ্যাণ্ডার সেঁক দাও।

(উভয়ের প্রস্থান এবং বণিক ও ইউসফের প্রবেশ)

বণিক। ইউসফ! হয়ত তুমি শৈশবে বড় যত্নে, আদরে, পালিত হয়েছ। তোমার মতন সুকোমল সুশ্রী যুবকের অল্প শ্রমে বড় কষ্ট হয় দেখতে পাই, আর অল্প বয়সে এত শাস্ত্র আলোচনা কত্তে শিখেছ, তোমার একজন মহৎ লোকের আশ্রয় বিশেষ দরকার। বিশেষতঃ আমি বণিক, আমার কোন স্থানে থাকার স্থিরতা নাই। আর আমার মতন একজন নির্গুণ লোকের দাসত্ব করা তোমার উচিৎ নয়, সেজন্য আমি ইচ্ছা করি, তোমাকে মহাত্মা আজিজমিসরের হাতে সমর্পণ করে আমি কোন দূরদেশে বাণিজ্যযাত্রা কর্ব্ব।

ইউ। প্রাণদাতা! আমি ক্রীতদাস, ক্রীতদাসের সুখ দুঃখের উপর মনিবের কোন দৃষ্টি থাকে না, তবে আপনার মহৎ অন্তঃকরণ বলেই আপনি একথা বলছেন, কিন্তু আমি নিজে যখন আপনার নিকট বিক্রীত, তখন আমার ইচ্ছায় নির্ভর করা উচিৎ নয়, আমি আপনার স্বেচ্ছাধীন।

(আজিজমিসরের প্রবেশ)

আজিজ। কে আপনি বণিক ?

বণিক। আপনার দর্শন আশায় আছি।

আজিজ। কি আপনার প্রস্তাব ?

বণিক। শুনলেম আপনার একজন ক্রীতদাস আবশ্যক।

আজিজ। আছে বটে, তবে উপযুক্ত পাত্র আমার প্রয়োজন। সামান্য দাসত্ব মাত্র কর্ব্বার জন্যে আমার কোন দাসের প্রয়োজন নাই। বিশেষ পারদর্শি রাজকার্য্যে সহায়তা কত্তে পারে, এমন উপযুক্ত পাত্র যদি আপনার সন্ধানে থাকে, তা'হলে আমি নিতে পারি।

বণিক (ইউসফকে দেখাইয়া) এই দেখুন, এই আমার উপযুক্ত পাত্র। সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী,আমার ইচ্ছা যে,আপনি পরীক্ষা করে গ্রহণ করেন।

আজিজ। (স্বাশ্চর্য্যে) এই ক্রীতদাস ? এত সুন্দর ? আমি মনে করেছিলেম যে, কোন যুবরাজ হবে। বণিক ! আমার এত অর্থ নাই যে, আমি এই ক্রীতদাসকে এত মূল্য দিয়ে নিতে পারি।

বণিক। আমি জানি আপনার মেহেরবাণ ও কদরদান সব পারে। আপনি মিসরের একজন ধনকুবের শুনে, আপনার কাছেই প্রথম এসেছি। আমি যৎসামান্য মূল্যতেই একে দেব। আমার উদ্দেশ্য, আপনার মতন একজন মহৎ লোকের আশ্রয়ে এ যুবককে রাখা, আপনারও উপযুক্ত পাত্রের বিশেষ প্রয়োজন।

আজিজ। একে কোন্ দেশ থেকে আনছেন ?

বণিক। কেনানের উত্তর, সলিম প্রান্তরের একটা কূপে, দৈব দুর্ব্বিপাকে আবদ্ধ ছিল, সেখান থেকে আমি উদ্ধার করে এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিয়ে একে নিয়ে এসেছি।

আজিজ। ভাল বণিক,আমার গ্রহণ কত্তে অমত নেই,তবে আমার স্ত্রীকে এবিষয় একবার জিজ্ঞাসা কত্তে হবে, কারণ, দাসদাসী নির্ব্বাচনের ভার তাঁর হাতে, কে আছে ওখানে ?

(মনসুরের প্রবেশ)

জোলেখা বিবিকে খবর দাও, একজন বণিক, দাস বিক্রী কত্তে এসেছে।

মন। যো হুকুম। (জনান্তিকে বণিকের প্রতি) মনে আছেত আগা সাহেব? যা বলে দিয়েছি, আধাআধি কর ত দরে চড়িয়ে দেব, আর যদি ফাঁকি দিতে চাও, তা'হলে তোমার দোকানদারী এখানে চলবে না।

আজিজ। যাও, মনসুর খবর দাও।

মন। বহুৎ-আচ্ছা।

(মনসুরের প্রস্থান)

আজিজ। কত মূল্য?

বণিক। আপনার গৃহিণী এবিষয় সিদ্ধান্ত কর্ব্বেন, তিনি বুদ্ধিমতী, বিশেষতঃ যখন দাসদাসীর বিষয় তিনি সন্ধান করেন।

(উপরে বাতায়ন সম্মুখে জোলেখা ও ঈরাণীর আগমন)

জোলেখা। ঈরাণী! ঐ দেখ, এ কি? ঐ বণিকের আনিত ক্রীতকিঙ্কর যে আমার প্রাণেশ্বর। ঈরাণী, আমায় ধর, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি, আমার মাথা ঘুচ্ছে, সব অন্ধকার দেখছি, ভগবান! আজ বিনামেঘে কেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত কল্লে?

ঈরাণী। কি হয়েছে, বিবিসাহেব? হঠাৎ অমন কাঁপছ কেন? তোমার হাত টাত গুনো অত ঠাণ্ডা কেন?

জোলেখা। ঈরাণী! আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না—না—এ স্বপ্ন নয়, আমার শরীর এমন কচ্ছে কেন? আমার গা হাত সব ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছে, আমায় ধর ধর, আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনি। আমার বুক চেপে ধর, দেখিস, যেন আজ সুখের দিনে আমি মরে না যাই।

ঈরাণী। কাজ নেই বিবিসাহেব, যখন তোমার শরীর অত খারাপ হচ্ছে, তখন চল, ঘরে যাই।

জোলেখা। দেখ, যত টাকা লাগে আজিজমিসর যেন এ দাসকে ছেড়ে না দেয়।

(উভয়ের প্রস্থান ও মনসুরের প্রবেশ)

মন। হুজুর! বিবিসাহেবের ভারি পছন্দ হয়েছে।

আজিজ। দামের কথা কিছু বলেছে?

মন। আজ্ঞা না, হঠাৎ বিবিসাহেবের তবিয়ৎ কেমন খারাপ হয়ে গেল, তিনি বেশী কিছু বলতে পাল্লেন না।

আজিজ। কত মুদ্রা চাই বণিক?

বণিক। মেহেরবাণ! কত দিতে পারেন?

আজিজ। আমার এ বিষয়ে কিছু বলবার নেই, আপনিই মালিক, আপনি বলতে পারেন, আপনার কি মূল্য?

মন। (জনান্তিকে) খুব মোটা করে বাড়িয়ে বলে ফেল, কিন্তু সাহেব, বকরা আধাআধি হবে।

বণিক। আমি মিসর রাজার কাছ থেকে দশ সহস্র আসরফি প্রস্তাব পেয়ে ছিলাম।

আজিজ। ভাল, আমি বিশ সহস্র দিতে পারি।

বণিক। তা'হলে আপনার হাতে একে সমর্পণ কল্লেম। ইউসফ! আজ থেকে ধর্ম্মাত্মা আজিজমিসর তোমার প্রভু।

আজিজ। ইউসফ! আজ থেকে মিসরে আজিজমিসরের গৃহে তোমার স্থান। কিন্তু তোমার মতন সুন্দর যুবাপুরুষকে আমি ঘৃণিত দাসত্ব কর্ম্ম কত্তে দেব না। বণিক যদি তোমাকে বিশ সহস্র বদলে ক্রোরাধিক স্বর্ণ মুদ্রা চাইত, তা'হলেও আমি তোমাকে ছাড়তেম না। তোমাকে দেখে আমার অন্তকরণে আনন্দের সঞ্চার হয়েছে।

ইউসফ। প্রাণদাতা! মনে ছিল যাবজ্জীবন আপনার চরণ সেবা করে অতিবাহিত কর্ব্ব, কিন্তু আপনার ঋণ পরিশোধ কত্তে পার্ব্ব না। বলতে পারিনি, অন্তর্য্যামী ভগবান জানেন, হয়ত আমার অদৃষ্টে কিছু সুখ আছে, তাই খোদা আপনাকে মহাত্মা আজিজমিসরের হাতে সমর্পণ কর্ব্বার মর্জ্জি দিলেন। সুখ দুংখ সঙ্গের সাথী, অদৃষ্ট কেবল উপলক্ষ হয়, কিন্তু আপনার কাছে চির ঋণে আবদ্ধ রইলাম। আপনার উদারতা, দয়া, মিষ্টবাক্য ইউসফের শেষ দিনের পরেও যদি পরলোকে আত্মার চৈতন্য থাকে, সেখানেও ভুলতে পার্ব্বে না।

আজিজ। বণিক! আপনার কথাতে আর আমার পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, এ যুবক হলেও এর চিত্ত-সংযম বৃত্তি আছে, আসুন মুল্য দিইগে।

বণিক। আপনার মতন সাধু পরোপকারী মহাত্মার আশ্রয় ইউসফের একান্ত উপযোগী।

আজিজ। ইউসফ! তুমিও অধিক ক্লান্ত হয়েছ দেখছি। স্নান আহার করে সুস্থ হও, তাহার পর তোমায় কার্য্যভার দেব।

বণিক। চলুন, আপনাকে বিক্রয় পত্র প্রস্তুত করে দিইগে।

মন। আর মনসুরের দালালীটাও দিয়ে দেবেন চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

আজিজমিসরের বাটীর কক্ষ।

(অচেতনাবস্থায় জোলেখা শয্যাপরি শায়িতা, তৎপার্শ্বে ধাত্রী ব্যজন-হস্তে উপবিষ্টা ও ঈরাণী আসীনা)

ধাত্রী। দেখ ইরাণী, বেদেনী মাগী ঠিক বলেছিল, একে ঘোড়া রোগ ধরেছে, বাড়ীশুদ্ধ সকলের হাড় মাস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে।

ঈরাণী। তাই বটে, তুমিও যেমন কচুয়ান জুটেছ, আমিও তেমনি সহিস বনেছি।

ধাত্রী। তোমার মরণ আর কি, আমি কচুয়ান হলুম কিসে?

ঈরাণী। তা বাছা রাগ কর কেন? ওর ঘোড়া রোগের খেয়ালে আবল তাবল যা বকছে, তুমিও গাড়য়ানের মতন সেই পথে চালাচ্ছ, মাঝে থেকে সইসের মতন এখান ওখান কোরে আর ওর তার খবর এনে ছুটছুটী করে মচ্ছি। জোলেখা বিবির হ'ল ব্যায়রাম, আর তার যত খারাপ উপসর্গ গুলো হ'ল কিনা আমাদের, এমন ব্যায়রাম কখনও দেখিনি।

ধাত্রী। দ্যাখ, সে মাগি একটা দাওয়াই দিয়েছিল, আর বলেছিল, মুচ্ছা হলেই সেইটেকে সোঁকাতে, বালিসের নিচে আছে, একবার পরখ করে দ্যাখ।

ঈরাণী। ঠিক বটে, দাড়াও দেখি, তা হ'লেত হাড় জুড়োয়। (ঈরাণীর উপাধানের তল হইতে ঔষধ লইয়া নাসিকাগ্রে প্রদান)

ধাত্রী। ঐ যে রে, এর মধ্যে ধর্ত্তে না ধর্ত্তেই নাক সেঁটকাচ্ছে দ্যাখ, দাওয়াইটার বড় কড়া ঝাঁজ বুঝি।

ঈরাণী। দেখ বেদিনী বেটী ভারি ওস্তাদ, খুব কড়া দাওয়াই

জোলেখা। (মৃদুস্বরে) এ কোন স্থান?—আমি কোথায়,—তোমরা কে?

ঈরাণী। আমরা কে? চিন্তে পাচ্ছ না বিবিসাহেব? এরি মধ্যেই কি তোমার চাল্লিসে ধরেছে?

জোলেখা। এ কোন স্থান?

ধাত্রী। আজিজমিসরের বাড়ী, তোমার শোবার ঘর।

জোলেখা। কেন তুমি আমার কাছে আজিজমিসরের নাম কর? সে আমার কে? সে ভাবে, জোলেখা তার, কিন্তু জোলেখা কার, তা সে নিজেই জানে না।

ধাত্রী। কেন বাছা? সেত তোমার কোন মন্দ করেনি, বরং ভালই করেছে।

জোলেখা। ছি ছি আর ও কথা মুখে এন না, আর আমার কর্ব্বার বাকি রেখেছে কি? পিতামাতার সুকোমল স্নেহময় কোল থেকে টেনে এনে দেশত্যাগী করে দিয়েছে, সে আমার পরম দুষমন।

ধাত্রী। জানি না বাছা, তোমার কিসে ভাল, আর কিসে মন্দ, তা তুমিই জান।

জোলেখা। ঈরাণী!

ঈরাণী। কি বিবি সাহেব?

জোলেখা। এখানে আর কে আছে?

ঈরাণী। আমি আর দাই মা।

জোলেখা। আর কে?

ঈরাণী। জানালা দরজা, কড়িকাঠ আর ঘরের আসবাব গুলো।

জোলেখা। তবে বল কি হল?

ঈরাণী। কিসের গা?

জোলেখা। কিসের কি? সেই ক্রীতদাসের।

ঈরাণী। তোবা! তোবা! বিবিসাহেব, ও কথা আর মুখে এন না, লোকে শুনলে কি বলবে?

জোলেখা। বল্লে বলুক, বণিক কি ফিরে গেছে? আমার যথাসর্ব্বস্ব ধন-রত্ন যা কিছু আছে সব দেব, ঈরাণী, তোর পায়ে ধরি, তাকে ফেরা।

ধাত্রী। বলিস কি জোলেখা? তোর কথা শুনে ইচ্ছা হচ্ছে দরিয়ায় ঝাঁপ দিই। একটা ক্রীতদাস তোর প্রেমের পাত্র?

জোলেখা। দাই মা! যদি তাই জেনে থাক, তবে কি তার প্রতিকার কর্ব্বে না? যদি একমাত্র বৈদ্য থাকে, তবে সেই ক্রীতদাস জেনো।

ধাত্রী। জোলেখা! তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, নিশ্চয় তোমার ঘাড়ে কোন দুষমণ দৈত্য চেপেছে, নৈলে এ মতিচ্ছন্ন হবে কেন? সাবধান! যদি এ কথার বিন্দু-বিসর্গ আজিজমিসর শুনতে পায়, তা'হলে সকলকে এক গড়ে দেবে। তুমি উন্মাদিনী, তুমি মরিয়া হয়েছ ব'লে আমাদেরত জানের ভয় আছে।

ঈরাণী। বিশেষতঃ মিসর দেশের সমাজ বড়ই কঠিন, যদি লোক জানাজানি হয়, তা'হলে বড় কেলেঙ্কারি হবে বিবিসাহেব।

জোলেখা। ঈরাণী! আমার সে ভয় নেই, যে সামাজিক, সে সমাজ নিয়েই থাক। আর আমার জন্যে তোদের কষ্ট পেতে হবে না, আজ সব দুঃখের শেষ কর্ব্ব। দাই মা! এই বিদেশেও তোমরা জোলেখার আপনার ছিলে। শত্রুপুরীতেও জোলেখা তোমাদের মতে কাজ ক'রে জয়লাভ করেছে। আর আজ আমি তোমাদের দুষমণ? আমার জন্যে তোমাদের প্রাণের ভয়? আর বেঁচে কি হবে? যখন তোমরাও প্রতিকূল, তখন আমার মরণই মঙ্গল।

ধাত্রী। কেন জীবন নষ্ট কর্ব্বে? কিসের অভাব?

হয়ে কেন দুঃখ সহ্য কর্ব্ব? আশায় বেঁচেছিলাম, এখন নিরাশ হয়েছি।

ঈরাণী। (স্বচকিতে) ওকি বিবিসাহেব? হাত থেকে আংটী খুলছ কেন?

জোলেখা। এতে জহর বিষ আছে।

ঈরাণী। কি হবে?

জোলেখা। সব দুঃখের শেষ হবে।

ঈরাণী। কর কি বিবিসাহেব? কর কি বিবিসাহেব?

জোলেখা। আমি এখন তোমাদের পর, আমার এ দুনিয়ায় আর স্থান কোথা?

ধাত্রী। দোহাই জোলেখা, ও কাজ ক'র না, এখনই সকলের হাতে দড়ি পড়বে, যা কত্তে হবে বল, এখনি কচ্ছি।

জোলেখা। আর একটা কাজ কর, যদি নিষ্ফল হয়, আর আমি তোদের অনুরোধ কর্ব্ব না।

ঈরাণী। সে কি কথা?

জোলেখা। দেখ, নিশিদিন প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে, সামনে অগাধ স্বচ্ছ শীতল অম্বুরাশি, কিন্তু আমার ঝাঁপ দেবার ক্ষমতা নেই। তোমার পায়ে পড়ি, রাগ ক'র না, এই আমার শেষ কথা, যদি রাখ তা'হলে বলি।

ধাত্রী। কি কর্ব্ব বল?

জোলেখা। আমি তোমার মেয়ে, আর একটীবার সেই ক্রীত-দাসের কাছে যাও, তার নাম কি জিজ্ঞাসা ক'র।

ধাত্রী। তা যেন হ'ল, আর বলতে হবে কি?

জোলেখা। একবার সেলাম দিও।

জোলেখা। যেমন ক'রে হোক আমার কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে চাও।

ধাত্রী। তা যাচ্ছি, তোমার অনেক নেমক খেয়েছি, না হয় তোমার জন্তেই জান দেব।

(ধাত্রীর প্রস্থান)

জোলেখা। ঈরাণী! তার নাম কি জানিস?

ঈরাণী। হাঁ, শুনেছি বটে বড় বদ্‌খৎ গোছের নাম। হামেশা মনে থাকে না বিবিসাহেব।

জোলেখা। কি মনে কর দেখি?

ঈরাণী। মনে আছে, কিন্তু মুখে আসছে না।

জোলেখা। আজিজ কি?

ঈরাণী। না না, কিন্তু ঐ রকমের তিনটে অক্ষর আছে বটে

জোলেখা। তবে কি মিসর?

ঈরাণী। উঁহু, সেরকম নাম মিসরে চলন নেই।

জোলেখা। কি তবে?

ঈরাণী। তাইত ভাবছি, তিনটে অক্ষরওলা নাম বল না?

জোলেখা। সেত অনেক নাম আছে। গোফুর, রহিম।

ঈরাণী। হয়েছে বিবিসাহেব, এই ঘরে কি পাতে?

জোলেখা। বিছানা পাতে, আসন পাতে, মাছুর পাতে, পাটী পাতে।

ঈরাণী। ওসব নয়, আরও কি আছে বল।

জোলেখা। আর কি আছে? দরমা?

ঈরাণী। কাছাকাছি গেছে বটে।

জোলেখা। চট্ পাতে, সপ্ পাতে।

ঈরাণী। ঠিক বলেছ বিবিসাহেব, ঐ ইসপ না বিসপ, কি একটা

জোলেখা। বিসপ ত লোকের নাম হয় না, বোধ হয় ইউসফই হবে।

ঈরাণী। হাঁ হাঁ তাই বটে, তাই বটে!

জোলেখা। দেখ ঈরাণী, বেশ নাম, বোধ হয় আরবের কাছাকাছি কোন দেশের লোক হবে। মিসরে ত ও নামের চলন নেই, দেখ ঈরাণী, তুই একবার যা, আড়াল থেকে দেখবি দাই কি করে। আমার মনটা কিছুতে ঠিক হচ্ছে না।

ঈরাণী। আচ্ছা বিবি, আমি চল্লুম, তোমার যে আর দেরি সয়না।

(ঈরাণীর প্রস্থান)

গীত

সাধে কি রেখেছি প্রাণ,
হয়ে প্রেম-পাগলিনী, হারায়েছি লাজমান।
কলঙ্ক পাশরা শিরে রাখিধরে,
মরেছি মরমে সরমের জ্বরে,
ধরম করম সকলি গেছে, ভুলেগেছি অভিমান॥
লুকায়ে হৃদয় মাঝে অপার ভাবনা,
সহেছি নীরবে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা,
হবে কিনা দেখি এবে দুখনিশা অবসান॥

জোলেখা। নাম শুনলেম ইউসফ,যেন আসমানের চাঁদ। কে জানে কোন দেশের আকাশ অন্ধকার ক'রে চলে এসেছে। কিন্তু ব্যাপার কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি, বণিকের হাতে এল কি করে? এমন সুকোমল সুশ্রী লাবণ্যময় মূর্ত্তি যে মানুষ হয়, তাত কখন দেখিনি, কিন্তু আমার রূপে কি মুগ্ধ হবেনা? আমি কি ইউসফের চেয়েও সৌন্দর্য্যহীন? জোলেখা কি ইউসফের উপযুক্ত পাত্রী নয়? না না তা হবে না,

আজিজমিসর খুব সুন্দর, কিন্তু জোলেখার সৌন্দর্য্যে সেত আমার গোলাম হয়ে গেছে। পালিত কুক্কুরের মতন পাছে পাছে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু ভুলেওত ফিরে চায় না। সকলে বলে আমি জগতের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। যদি তাই হয়, তা'হলে ইউসফ ত সামান্ত যুবক, সে আমার গোলাম হবেনা কেন? কিন্তু আজিজমিসরের চোখে ধুল দিয়ে রাখতে হবে, নৈলে হয় তো নিরপরাধ ইউসফের প্রাণ নষ্ট হবে। ঐ যে দাই আসছে, এত গম্ভীর ভাবে কেন? ইউসফের কি দেখা পায়নি? না আজিজমিসর জান্তে পেরেছে, কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে।

(ধাত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

কি হ'ল দাইমা?

ধাত্রী। ওরে বাপরে বাপ! সে একেবারে মানযারী গোরা, যেন একটী কেউটে সাপের সোলুই, যেমন তোমার কথা তাকে বলা, অমনি একেবারে ফোঁস করে তেড়ে এল।

জোলেখা। ভাল করে বুঝিয়ে বল্লে না কেন?

ধাত্রী। আবার কি করে বোঝাব? সে কি কচি খোকা? কত ধর্ম্ম অওড়াতে লাগলো, যেন কোরাণের তুবড়িতে আগুন দিলে, সেই শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল। আমায় তো যাচ্ছেতাই করে অপমানের একশেষ কল্লে, কি কর্ব্ব বল? আমার নসীবের দোষ।

জোলেখা। দেখি সে কত ধার্ম্মিক? জোলেখার প্রেমের স্রোতে তার ধর্ম্ম কোথায় থাকে?

(জোলেখার প্রস্থান)

ধাত্রী। খুব ভেলকিটে শিখেছিলে বাবা, নাকে দড়ি দিয়ে টানাটানি কচ্ছ।

(ধাত্রীর প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

আজিজমিসরের কক্ষ।

(মনস্থরের প্রবেশ)

মন। দুনিয়া দেখছি খোদার চিড়িয়াখানা, ব্যাপার ক্রমশঃ সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জুড়িদার ইউসফটা কাল এল, আর তার বরাতটা কি আয়েসি দেখ, একেবারে তোফা সোফায় শুয়ে লম্বা নাক ডাকিয়ে রাত ভোর করে দিচ্ছে। আর নিটোল বরাত মনস্থর যে বান্দা, সেই বান্দাই রইল। যাক, এখন দেখছি "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি"। দাই মাগী আর এক খেল ধরেছে ভাল, সেদিন রাত্রে ইউসফের ঘরে গিয়ে অনেক বাৎচিজ কল্লে, মনটা বড় ধোঁকা হয়েছে। ইউসফ এসে পর্য্যন্ত জোলেখা বিবিকে একটু ফুরতিবাজ দেখাচ্ছে। আজিজমিসর শালা যে এত পয়সা খরচ কচ্ছে, তাতে জোলেখা বিবির ভ্রুক্ষেপ নেই। আর কোথাকার কে ইউসফ রাত্রে তার ঘুম হচ্ছে কিনা দেখবার জন্যে লোক পাঠান হয়। বাবা, মনস্থরের চোখে ধূল দিতে পাচ্ছ না, যাই কর, একটু তলিয়ে দেখতে হবে। ইউসফকে দেখেই ত জোলেখাবিবি মূর্চ্ছা গেল, তারপর চাঙ্গা হয়ে আর মুখে হাসি ধরে না। দাইমাগী কত ফুস্থর ফুস্থর কচ্ছে, ঈরাণী বিবিকে দেখি জান্‌লায় উঁকি মাচ্ছে, এদের একটা মতলব আছেই আছে। আমার বোধ হয় ইউসফটা শাস্ত্র-দেখিয়ে বশীকরণ মন্ত্র ঝাড়ে। চেষ্টায় আছে আজিজমিসরকে কলা দেখিয়ে জোলেখাবিবিকে দখল কর্ব্বে। মতলবটা করেছে ভাল, ওকে সরাতেই হবে, আচ্ছা বাবা, আমিও পেছু নিচ্ছি।

(ঈরাণীর প্রবেশ)

ঈরাণী। কার পেছু নিবিরে মনস্থর ?

মন। আলেকম আলেকম বিবিসাহেব, এই তোমার পেছু নব ...

ঈরাণী। কেন তোর কি দরকার?

মন। দরকার যা, তা আজিজমিসরের কাছে বাৎলে দেব। সেদিন ইউসফের জান্‌লায় উঁকি মাচ্ছেলে।

ঈরাণী। থাম থাম মনসুর, এখনি কেউ শুনতে পাবে।

মন। আমি ত শোনাবার জন্তেই বলছি, মনসুর কাকেও ডরায় না, উচিত কথা বলে, ও কে? কাল উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, ওর ভারি দরদ, আর মনসুর যে এতদিন থেকে বুড়িয়ে গেল, সে বুঝি কেউ নয়?

ঈরাণী। চুপ চুপ, এখনি জোলেখা শুন্‌লে তোকে ঝাঁটা মার্কে, ইউসফ কে জানিস?

মন। আমার জুড়িদার, আবার কে? তোমাদের কোন পুরুষে কেউ নয়।

ঈরাণী। তোর জুড়িদার নয়, তোর মনিব, জোলেখাবিবির খসম।

মন। বল কিগো? দাই মাগী বুঝি জামাই পাতিয়েছে, আর বিবিসাহেব তোমার বুঝি বোনাই হয়? তোবা! তোবা!

ঈরাণী। তোর যম সে, ঘাড় ভাঙ্গবে বলে এসেছে।

মন। আচ্ছা বিবিসাহেব, জোলেখাবিবির কত খসম বল দেখি? তুমি যে তাজ্জব করে দিলে, তাই বুঝি দাই বেটী লুকিয়ে লুকিয়ে তাজা তাজা খানা খাইয়ে আসে, আর মনসুরের বরাতে ঘোড়ার অ্যাণ্ডাও জোটে না, বিবি সাহেব, এই চল্লেম, ওকে তাড়িয়ে তবে আমার অন্ত কাজ।

ঈরাণী। জোলেখা বিবি যা করে করুকগে, তোর সে কথায় দরকার কি?

মন। দেখ বিবিসাহেব আমি কসম খেয়েছি, আবার মনিবকে বলে ইউসফটাকে কূয়োয় বন্ধ কর্ব্ব, সেই সময় কিছু পয়সার লোভে বণিক শালাকে ঢুকতে না দিলেই হোত।

ঈরাণী। খবরদার খবরদার মনস্থর, তা হলে আর তোর জান থাকবে না।

মন। না থাকে থাক, আমি চল্লেম।

(মনস্থরের প্রস্থান)

ঈরাণী। ইউসফের আদর যত্ন দেখে মনস্থরের বড় হিংসে হয়েছে। জোলেখা বিবির যেমন ঢং, সত্যি সত্যি যদি মনস্থর আজিজমিসরকে বলে দেয়, তা'হলেই ত সর্ব্বনাশ, দেখি আবার হতভাগাকে ফেরাই। ওরে, ও মনস্থর গেলি নাকি ?

(ঈরাণীর প্রস্থান ও অপর দিক হইতে ধাত্রী ও জোলেখার প্রবেশ)

জোলেখা। দেখ দাই মা, আমি কি সাধ করে মস্তে চেয়েছিলেম ? এত করে সাধাসাধি করে বল্লেম, তবুও ওর মন পেলেম না ?

ধাত্রী। আর মা, সে যে একেবারে জঙ্গলী, ব্যাটা যেন মৌলবী সাহেবের ছেলে, খালি ধর্ম্ম শিখেছে। দেখ জোলেখা, এখন দিন কতক সবুর কর, তোমায় যা বল্লেম তার চেষ্টা কর, এখানে যখন তখন অমন করে ইউসফের কাছে গেলে কে কি মনে কর্ব্বে ? ধর যদি আজিজমিসরই দেখতে পায় ?

জোলেখা। দাই মা, আমি আজই আজিজমিসরকে সেলাম দিয়েছি।

ধাত্রী। এলেই বলবে যে, এইবার তোমার ব্রত উদ্‌যাপন হবার দিন আসছে, সেই জন্যে একটা ঠাকুর বাড়ী যত শীঘ্র হয় তৈরী করে দিতে হবে।

জোলেখা। আচ্ছা তা যেন মুখের কথা খসালেই হবে, কিন্তু তার পর ?

ধাত্রী। ইউসফকে সে বাড়ী রক্ষার ভার দেবে, আর আজিজমিসরও সেখানে বড় একটা যাবে না, তা'হলেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হবে, এর চেয়ে ত বাছা সহজ উপায় খুঁজে পেলেম না, লোকে শুনলে বলবে আমি

যত অনিষ্টের মূল, কিন্তু তুমি যত জিজ্ঞাসা কর বলেই আমার বলতে হয়।

জোলেখা। না, তোমার মতে কাজ করে চিরকালই আমার জন্ম হয়েছে। এ কাজও তোমার মতে কর্ব্ব, দাই মা, তোমার ঋণ এ জন্মে আর পরিশোধ হবে না, তুমি যতার্থই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। দেখ দেখ, ঐ বুঝি আজিজমিসর আসছে, সরে যাও, সরে যাও।

ধাত্রী। যা বল্লেম তাই কোর, তুমিত স্যায়না মেয়ে, তোমায় আর কি শেখাব? দু'কথা জোরকরে বলতে ভুলনা।

(ধাত্রীর প্রস্থান)

জোলেখা। দাই মা, ঠিক কথা বলেছে, যখন তখন অমন করে ইউসফের সঙ্গে দেখা করা উচিত নয়। কি জানি অনেক ভাল মন্দ লোক আছে, কে কি মনে কর্ব্বে বলতে পারিনি।

(আজিজমিসরের প্রবেশ)

আজিজ। জোলেখা! আজ আমার অদৃষ্ট এত সুপ্রসন্ন কেন? বিবাহ হয়ে পর্য্যন্ত কোন দিন এমন আমার নসীবে হয়নি যে, তুমি ডেকে পাঠিয়েছ, দেখ জোলেখা, আমি যেন আজ আসমানের চাঁদ হাতে পেলেম।

জোলেখা। প্রভু, আমার একটা প্রার্থনা আছে, তাই আপনাকে অসময়ে কষ্ট দিয়েছি।

আজিজ। সে কি জোলেখা? তোমার মুখে এমন কথাত কখন শুনিনি? তুমি যাকে কষ্ট বলে মনে কর, আমি তাকে সৌভাগ্য বলে জানি, জোলেখা! তুমি না হয় দিনভোর আমাকে এই রকম কষ্ট দিও, তাতে আমার আপত্তি নেই।

জোলেখা। শুনে সুখী হ'লেম যে, আপনি এতটা দয়া করেন।

আজিজ। সেকি জোলেখা? আমার দয়া কি? তোমার

দয়ায় আমার জীবন, জোলেখা, প্রেম কাকে বলে জানতেম না, উপন্যাসে পড়তেম মনে হ'ত এ আবার কি ? জলে কুমুদিনী, আকাশে চাঁদ, আসমান জমিনে, কি নিকট সম্বন্ধ হয় ? কিন্তু আর আমার সে সংশয় নেই, এখন যেখানে যতদূর যাই দেখি সেখানেও তুমি আমার হৃদয়ে আছ। অন্য চিন্তার সময়েও তোমার চিন্তা উঁকি মারে, রাজকার্য্যের সময় যদি মাথার উপর কোকিল ডাকে, কি ভাবি কিছু বুঝতে পারিনি, কিন্তু সে ভাবনাতে ও যেন তোমার ছায়া আছে, তোমার চিন্তা এখন আমার অস্থিতে অস্থিতে, শিরায় শিরায়, প্রাণে প্রাণে মিশিয়ে আছে।

জোলেখা। কেন এ অধিনীকে লজ্জা দিচ্ছেন ? আমি ত আপনার দাসী।

আজিজ। দাসী কি জোলেখা ? তুমি আমার প্রেম রাজ্যের অধিশ্বরী।

জোলেখা। আমার প্রার্থনার কি হবে ?

আজিজ। যতই কঠিন হোক, আজিজমিসর বেঁচে থাকতে অপূর্ণ থাকবে না, যদি তোমায় সুখী কত্তে আজিজমিসর ফকির হয়ে মক্কার পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়ায়, তাতেও দুঃখ নেই, তবুত তুমি আজিজমিসরের হবে, তাতেই আমার সুখ। বল তোমার কি প্রার্থনা ?

জোলেখা। আমার একটি উপাসনা মন্দির চাই।

আজিজ। এ অতি সামান্য কথা।

জোলেখা। যত সুন্দর চিত্র করা সম্ভব হতে পারে, আর তার সাতটা মহল চাই।

আজিজ। এখানে ভাল কারিকর পাওয়া যায় না, শুনেছি চীন দেশে বিখ্যাত অনেক শিল্পকর আছে, আমি আজই লোক পাঠিয়ে তাদের তলব কর্ব্ব, কত দিনে চাই ?

জোলেখা। যত শীঘ্র হয়।

আজিজ। দিনরাত্রি লোক নিযুক্ত করে খুব শীঘ্র হবে, কিন্তু জোলেখা, কোন্ দেবতার আরাধনা কর্ব্বে ?

জোলেখা। আখর নামে যে দেবী আছেন আমি তাঁর উপাসক।

আজিজ। ভাল কথা, তিনি মিসর দেশেরও অধিষ্ঠাত্রী জগদ্ধাত্রী, ভাল জোলেখা, উপস্থিত আমার এক বিন্দুও সময় নেই, কতকগুলো রাজদ্রোহীর বিচার ভার আমার হাতে, এখন আমি আসি।

জোলেখা। আচ্ছা আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমার প্রার্থনার দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

আজিজ। অপরাধীর দণ্ড বরং কাল হতে পারে, কিন্তু তোমার কার্য্যেই আগে চল্লেম।

(আজিজমিসরের প্রস্থান)

জোলেখা। আজিজমিসর, তুমি আমার গোলাম, আর ইউসফ কি ইন্দ্রিয়জয়ী হবে ? দেখি তার কত সংযমতা, এই ত সন্ধ্যা হয়েছে, আরও খানিক রাত্রি হোক, একবার ইউসফের সঙ্গে দেখা কর্ব্ব, যদি তাকে বশীভূত কত্তে না পারি, ভয় কি ? শেষ দেখে আত্মহত্যা কর্ব্ব।

(ধাত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

ধাত্রী। তুমি বাছা মচ্ছ তার ভাবনা ভেবে, আর সে নাকে কড়ুয়া তেল দিয়ে ঘুমচ্ছে, কিন্তু বাছা তোমার মতন সৌভাগ্যশালিনী রমণী পৃথিবীতে আর নাই।

জোলেখা। ভুল বুঝেছ দাই মা, আমার মতন দুর্ভাগা বোধ হয় পৃথিবীতে নেই।

ধাত্রী। না জোলেখা, তুমি এক দিকে প্রবল প্রতাপশালী রাজনন্দিনী, অন্য দিকে, মিসররাজমন্ত্রী আজিজমিসরের ধর্ম্মপত্নী, জগতে তোমার কি অভাব ? ধন-ঐশ্বর্য্য গৌরবের রাণী, যে অভাব ছিল, স্বপ্নে যার

প্রেমপাশে বদ্ধ ছিলে, এখন সে ত তোমার করতলে ক্রীড়া পুত্তলি ক্রীতদাস।

জোলেখা। ক্রীতদাস হলেও সে আমার মুখের দিকে চায় না, আজ মনে করেছি একবার তাকে ভয় দেখিয়ে বশীভূত কর্ব্ব। এস, আর দেরী কোর না।

ধাত্রী। চল আর দেরী কর্ব্ব না।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ইউসফের শয়ন কক্ষ।

(ইউসফ আসীন)

ইউ। খোদা! আর কতকাল এ পৃথিবীতে পাপের স্রোত প্রবাহিত হবে? যতকাল দুনিয়ার সৃষ্টি, ততকাল থেকে যদি পাপের স্রোতে তোমার সৃজিত জীবজন্তু অনিয়মে চলে, তবে আর দুনিয়ার স্থিতি কিসে হবে প্রভু? শুনেছি পুরুষের বাম পার্শ্বে স্ত্রীজাতির উৎপত্তি। পাপকারিণী রমণী, যত অনিষ্টের মূল। সৃষ্টির প্রথমে রমণী ঘোর অত্যাচারী, খোদা! এ দুনিয়ায় মানুষ চৈতন্যময় জীব, জন্মেও তোমার নাম মুখে আনে না। চারিদিকে প্রকৃতির চঞ্চল রীতি দেখেও মানুষ তোমায় দেখতে পায় না। ভগবান! আর এ অন্ধকারে বিবেকশূন্য করে সংসার কারাগারে রেখ না প্রভু! তোমার পবিত্র ধর্ম্ম শিখাও, মানুষকে শাস্তি কর।

(ধাত্রীর প্রবেশ)

আবার তুমি এখানে কি মনে করে এসেছ? এ নিশিথে আমার কাছে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। ধাত্রী! তুমি ত প্রবীণা, তোমারত ধর্ম্মের দিকে মতি আছে, তবে এ বালিকার মতন তোমার পাপে মতিভ্রম কেন?

ধাত্রী। তুমি কি বল সাহেব? আমরা কি কচ্ছি, না কচ্ছি, এ কি খোদা বসে দেখছে?

ইউ। তুমি জান না ধাত্রী, এ জগতের প্রত্যেক বস্তু খোদার চক্ষু, তোমার হৃদপিণ্ড দিনের মধ্যে কতবার তার কার্য্য করে, সে গণনা পর্য্যন্ত খোদার হাতে। এ জগতে খোদা ছাড়া আর কিছু নেই। সকলি খোদার মর্জ্জি, যদি তোমার প্রভু পত্নীর আদেশমত এসে থাক, তাঁকে বোল আমি তাঁর ক্রীতদাস হলেও পাপাচরণ বাধ্য নই, তাতে

যদি আমায় শূলে বিদ্ধ হতে হয়, আমি তাতেও সম্মত আছি। যাও, আর তিল মাত্র এখানে থেক না, ধর্ম্মে মতি রেখ, ছি! ছি! তুমি বৃদ্ধা, তোমায় আর কি বলব?

ধাত্রী। (স্বগতঃ) শুধু জোলেখার জন্যে আমার এত জ্বালা, নৈলে ইউসফের সাধ্য, আমায় অপমান করে? আমি ধাত্রী হলেও তুমি ক্রীতদাস, আমার অধিনে।

(ধাত্রীর প্রস্থান)

ইউ। এই কি ঘৃণিত মানব সংসার?
এই কি পিশাচ অধম যত নারকী জীবন?
ছি! ছি! ঘৃণা হয় হেরিয়ে ব্যবহার,
চারিদিকে ঘোর ব্যাভিচার.
উৎফুল্ল রমণী মন
নিত্য নিশি ধায় শুধু অভিসার বেশে।
দুরন্ত রিপুর জয় নিশিদিন কামের পীড়নে
জ্বলে পুড়ে মরে যত নারী।
বার বার পাপের প্রসঙ্গ যদি আসে হৃদি মাঝে,
লয় মন প্রশ্রয় তাহার।
ভুলে যাও মন, পাপের ভাবনা,
চারিদিকে পাপে পূর্ণ কাঁপে বসুন্ধরা।

(ইউসফের শয়ন)

জোলেখার ধীরপদে ভয়ার্ত্তচিত্তে ইতস্তত করিতে করিতে প্রবেশ)

জোলেখা। চুপ! আস্তে আস্তে, অতি ধীরে যেন কেউ জান্তে না পারে। কি অন্ধকার! কিছু দেখা যায় না, কিছু শোনা যায় না, কেবল তাল তাল অন্ধকারের রাশি। (ইতস্তত করণ) কি নিস্তব্ধ! একটু পায়ের আওয়াজ হলেই প্রহরীরা চোর বোলে

সন্দেহ কর্ব্বে, খুব আস্তে, আরও আস্তে, যেন নিশ্বাসের শব্দ না হয়, যেন চাঁদের আলোর ছায়া না পড়ে, ঘরের বাইরে এত অন্ধকার দেখলে ভয় হয়। মনে হয় যদি কেউ আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখে, যদি আজিজমিসর জানতে পারে, যদি তার মনে সন্দেহ হয়, এ নিশিথে জোলেখা চোরের মতন কোথায় গেল দেখি? তা'হলে কি হবে? এ কি! কেন ভয় হচ্ছে? আজিজমিসর আমার কে? সে আমার কি কর্ব্বে? মেরে ফেলবে? মৃত্যু ত তুচ্ছ কথা, সে ত জোলেখার সঙ্গেই আছে। না না, এ আমি কি বলছি, মত্তে পার্ব্ব না, তা'হলে ইউসফকে দেখতে পাব না, তবে ফিরে যাই, তা'হলে ইউসফের সঙ্গে কথা কইতে পাব না, তা না পাই না পাব, না হয় দিবানিশি তার ভাবনা ভেবে পাগল হয়ে যাব, তাতেও আমার সুখ আছে, তবুও আজিজমিসরের হাতে ধরা পড়ব না। আজিজমিসর ধর্ত্তে পাল্লে আমার প্রাণ যায় দুঃখ নেই, কিন্তু ইউসফ যে প্রাণে মারা যাবে। কেন ইউসফ আমার জন্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে? না না, তা চোখে দেখতে পার্ব্ব না, ফিরে যেতেও পার্ব্ব না, যখন এতদূর এসেছি, তখন ফিরেও যাব না, আর দেরী করা হবে না যাই, (অগ্রসর হওন) (স্বচকিতে) ও কি! কার যেন পায়ের শব্দ হ'ল, কি জানি আমার গা কাঁপছে, পা যেন আর চলে না, পালাই পালাই, না না ও কিছু না, ভ্রম! ভ্রম! মহাভ্রম! ঐ যে একটা কি নিশাচর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বোধ হয় ওরই পায়ের শব্দ হয়েছে। (অগ্রসর হওন) কি জানি কেন ভয় হচ্ছে, যদি আজিজমিসর এসে পড়ে, না ভয় কেন? দুর্ব্বলতা, শুধু মনের দুর্ব্বলতা, দরজাটা বন্ধ করে দিই (দ্বাররুদ্ধ করণ ও নিদ্রিত ইউসফের নিকট আগমন করতঃ) আহা মরি! মরি! এই যে আমার অনন্ত চিরপিপাসার বারি, প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! এ কি! এ যে ঘুমে অচেতন, এত করে চোরের মতন জীবন বিপন্ন করে এসেও আমার সব বৃথা হ'ল? সুখের রাত দেখতে দেখতে দ্বিতীয় প্রহর কেটে যায়।

(ইউসফ গাত্রোত্থান করিয়া সবিস্ময়ে) কে আপনি ? এ নিশিথে আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন ?

জোলেখা। দাসী আমি প্রেমাধিনী তব,
আসিয়াছি তব পাশে, কোরনা নিরাশ।
কেন বার বার সুধাও আমায়,
কে আমি কেন আসি তোমার সকাশে ?
আরেরে নিঠুর,
জাননাকি দেশত্যাগী, তোমার লাগিয়ে,
কিনেছি কলঙ্ক নাম ?
দিবানিশি তোমার লাগিয়ে,
করি হা-হুতাশ, হইয়ে ঘৃণিত অতি,
উন্মাদিনী সম।
সহেছি বিষম জ্বালা,
পরেছি কোমল পায় কঠোর শৃঙ্খল,
পিঞ্জর মাঝারে যথা পরে বিহঙ্গিনী।
শুধু তোমার চিন্তায় মজি,
সহেছি লাঞ্ছনা কত, আত্মীয় স্বজন কাছে।
আর তুমি যদি কয়ে কথা এত নিদারুণ,
দানিবে নিরাশা স্রোত হৃদয়ে আমার ?
কোন আশায় রহিবে জীবন ?
নীরব পুরীর মাঝে ?
নারী বলে এত দুঃখ নাহি দিও কভু।
দেখ দেখ ফিরায়ে নয়ন,
মরে নারী তোমা'তরে,
কেন বঁধু নিদয় তাহার প্রতি ?

ইউ। প্রভুপত্নী তুমি মোর জননী স্বরূপা!
কেন মাতা পাপ কথা কহ কি কারণ?
শৃগাল শাবক আমি,
সিংহী সনে নাহি করি প্রেম আকিঞ্চন!
ক্ষমা কর অভাগা দাসেরে
নাহি ভাষ হেন ভাষা তনয় সম্মুখে আর।

জোলেখা। আরেরে বাচাল!
কে তব জননী রূপা কারে কর সম্বোধন?
প্রেম রাজ্য স্থাপিয়েছি হৃদয় মাঝারে,
তুমি হবে অধিশ্বর তায়,
ধরাধরি ভুজপাশে, মনসুখে রব দুজনায়,
যতদিন দেহে রবে প্রাণ।
ভৃঙ্গ তুমি পিও নারী হৃদি মধু বসিয়া বিরলে।

ইউ। কোথা স্বর্গ কোথা মর্ত্ত নরক কোথায়?
একি শুনি নিদারুণ বাণী,
একি কথা কহ গো পালিনী?
মাতা নহে, কিন্তু মাতৃরূপা শুনি,
পালয়িনী বিদিত জগতে।
ক্ষমা কর ক্ষমা কর।
মাতা যদি করে চিতে,
তনয় সঙ্গমে পাপের সঞ্চার,
হবে একাকার, ভীষণ আঁধার
ডুবে যাবে ধরাতল প্রলয় সলিলে।
সৃষ্টি হবে লয়, চূর্ণ হবে ব্রহ্মাণ্ড বিশাল,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা কক্ষ চ্যুত হবে,
ফিরে যাবে পবনের গতি।

পশ্চিমে উদিবে দ্বাদশ ভানু, আরক্তিম হ'য়ে,
ধু ধু রবে পৃথিবীর পোড়াবে চৌদিক।
ভূকম্পন ঘোর জলময়,
দহিবে কামীর প্রাণ।
পাপস্মৃতি ডুবে যাক অতল সলিলে।
পায়ে ধরি ক্ষমা কর ক্রীতদাসে,
দানিয়ে অভয় তার হৃদয় মাঝারে।

জোলেখা। আরেরে বর্ব্বর!
প্রভুপত্নী আমি তোর,
জানি অবহেলে, করিলি স্বেচ্ছায় মোরে,
ঘোর অপমান?
বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা,
আরও কত ধনরত্ন দিয়ে বণিকেরে,
যতনে করিয়ে গ্রহণ,
হৃদয় সাম্রাজ্যে পাতি প্রেম সিংহাসন,
এসেছিনু যাচিকা হইয়ে,
অভিষেক করি তোরে বসাইতে তায়।
তুই কিনা প্রত্যাখ্যান করিলি তাহায়?
ইউসফ! ভাব কি আমার সৌন্দর্য্য,
নহে কভু সমযোগ্য তব?
ধিক ধিক জীবনে তোমার;
প্রেমশূন্য মরুভূমি সম হৃদয় লইয়ে,
কোন কার্য্যে রবে হ'য়ে ধরণীর ভার?
থাকে যদি সাধ তব এখনও জীবনে,
জেন আমি প্রভুপত্নী তব,
পাবে ঘোর প্রতিফল, আদেশ অমান্যে আমার।

ইউ। প্রাণদাত্রী তুমি মোর কর রোষ সম্বরণ।
জিজ্ঞাসহ আপন বিবেকে,
অন্নদাতা প্রাণদাতা আজিজমিসর
ধর্ম্মপত্নী তুমি তাঁর।
আর আমি হ'য়ে নীচ ক্রীতদাস,
বিষধর ভুজঙ্গের সম,
বিস্তারিয়ে কাল ফণা,
পালকের বক্ষোপরি ঢেলে দিয়ে
গরলের রাশি,
তব সনে রত হই পাপ আচরণে,
ধর্ম্মে নাহি সবে কভু।
ভীম বজ্রাঘাত হবে মোর মস্তিষ্কে অমনি,
তারপর বেঁচে যদি থাকি
দিন দিন প্রতিপলে পুড়ে যাবে প্রাণ মোর।
পাপের আগুনে।
তার চেও মরণ মঙ্গল মম।
যেবা অভিরুচি তব করহ আদেশ,
প্রাণদণ্ডে করিয়ে দণ্ডিত।
ধর্ম্মভরে হাসিতে হাসিতে,
চলে যাব খোদার বিচারে।

জোলেখা। আরেরে বাতুল!
ভাবিলেনা বারেক জীবনের কথা?
বহু যত্নে করিনু পালন প্রেম আশে তোর,
ঘৃণিত দাসত্ব হ'তে দিয়ে স্বাধীনতা।
এই বুঝি তুই তার দিলি প্রতিদান।
মনে রেখ!

আদেশ অমান্য হেতু প্রাণদণ্ড হবে তোর,
জোলেখা সম্মুখে।
নাহি সাধ্য তব বিধাতার রক্ষিতে তোমায়
রমণীর প্রতিশোধ হ'তে।
হোক আগে নিশা অবসান,
লয়ে গিয়া নগর প্রান্তরে,
ছিন্ন ছিন্ন করি তব প্রত্যঙ্গ সকল,
নিক্ষেপিব একে একে,
শৃগাল কুক্কুরগণে।
মূর্খ! দূর হও সম্মুখ হইতে,
কালি প্রাতে না হেরিবে উদিতে তপন।

(জোলেখার প্রস্থান)

ইউ। ভেবে দেখ মন কত তোর শেষ পরিণাম।
মাতৃস্তনে দিনে দিনে হইয়ে বর্দ্ধিত,
এতদিনে করিলে যে শরীর ধারণ,
কালি প্রাতে সেই দেহ ভক্ষ হবে
শৃগাল কুক্কুরের।
মাতৃহীন হয়ে, আছিলে সুখেতে যখন
পিতার শিবিরে,
ঈর্ষানলে কূপে রুদ্ধ হ'লে যত কুচক্রী ভ্রাতার
সৌভাগ্য সহায় করি, যদি বা বণিক প্রসাদে,
করিলে আত্মার উদ্ধার,
পুনঃ অদৃষ্ট কবলে হ'তে হ'ল নীচ ক্রীত দাস।
বুঝি হায় ধূমকেতু আমি,
যথা আমার উদয় শান্তি চলে যায়,
ঈর্ষানলে জ্বলে নরনারী।

প্রভুপত্নী আসে মোর প্রেম লালসায়,
হাসি পায় হায় হায় ভাবেনা বারেক,
দুদিনের হাসি ফুরালে এ ভবে
আয়ুহীন হয়ে যেতে হবে কোথা ?
ইউসফ ! কালি দণ্ড তব হইবে ভীষণ।
ক্রীতদাস তুমি,
প্রভু আজ্ঞা ছত্রে ছত্রে পালন করিতে
নারিলে বলিয়ে আজি ভেটিবে মরনে।
চল আজি দেখে লও ধরণীর শোভা,
কালি প্রাতে না হেরিবে তপন উদিতে॥

(ইউসফের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

আজিজমিসরের বাটীর প্রাঙ্গন।

(আজিজমিসরের প্রবেশ)

আজিজ। জোলেখা আমার কি করেছে বলতে পারিনে। যেমন নারী জাতিকে ঘৃণা কত্তেম, তেমনি এখন নারীর ক্রীড়া পুত্তলি হয়েছি। দেখি এবার কিহয়? এতকোরে জীবন পাত কচ্ছি, তবু কি তার মন পাবনা? যখনি যা বলচে তাই হচ্ছে, চীন দেশ থেকে শিল্পকর এল, রওজাদ্বীপের মন্দির নির্ম্মাণ হ'ল, কিন্তু আর কতদিন সে আমায় প্রতারণা কর্ব্বে? এবার যেন তার কিছু পরিবর্ত্তন দেখছি, সে আমায় সেলাম দিয়েছে, ভাল দেখি কি হয়। এত দিন বিবাহ হ'ল, কিন্তু এখন তার অঙ্গস্পর্শ কল্লেম না, কেবল আশায় আশায় আছি। বলেছে এইবার তার ব্রত উজ্জাপন হবে। ভাল এত দিন গেছে, আরও দিন কয়েক যাক। হবে না কি? হয় না কি? মানুষের চেষ্টার অসাধ্য জগতে কি আছে? আমি যদি জোলেখার জন্যে প্রাণ পাত করি, তাহলে সে কি আমায় একবার ও মনে কর্ব্বে না? মানুষ সংসর্গে বনের পশুও মানুষের অনুকরণ করে। এই শেষ যদি নিস্ফল হই; যদি সে একান্ত বশীভুত না হয়, তাহলে বল প্রকাশ কর্ব্ব।

(আজিজমিসরের প্রস্থান, ঈরাণী ও মনসুরের প্রবেশ)

মন। হা! হা! হা! আরে বলকি বিবি সাহেব?

ঈরাণী। হাঁরে হাঁ, আর তোকে দুঃখ কত্তে হবেনা, এই দেখনা জোলেখা বিবি এল বলে।

মন। আচ্ছা ঈরাণী বিবি, আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি। হঠাৎ জোলেখা বিবি ইউসফের উপর এত গরম হয়ে উঠলো কেন?

ঈরাণী। ও জোলেখা বিবির খামখেয়ালি মেজাজ।

মন। ঠিক হয়েছে, ও দুদিন এসেই মনস্থরের উপর চড়ে গেছে, এখন যাও বাবা! সেই রওজাদ্বীপে জঙ্গল কাটগে।

ঈরাণী। ওরে মনস্থর! তবুতো ব্যাচারা জানে বাঁচলো। আগে যে কড়া হুকুম দিয়েছিল, তুই শুনলে কি বলতিস।

মন। মাইরি, কি বল বল শুনি একবার।

ঈরাণী। একেবারে চারফালি করে তার রক্ত দেখাতে বলেছিল।

মন। আহা! তাহলে ত জোলেখা বিবির আর একটা নিকে হবার জোগাড় হোত।

ঈরাণী। ঐ দাই মাগী বলে কয়ে বাঁচিয়ে দিলে তাই রক্ষা।

মন। দেখ, ঐ দাই বেটীর উপর আমি হাড়ে চটা। যেখানকার যত গোল, ঐ বেটী বাধিয়ে বসে। আমার ইচ্ছে করে ইউসফের সঙ্গে ওবেটীকেও চারফালি করে কুকুর দিয়ে খাওয়াই। জোলেখা বিবির মাথাটা খেয়েতো হজম করে দিলে, এখন বাকি আছে ধড়টা, তাও না খেয়ে ছাড়বেনা। ঐদেখনা ভারি লম্বাই চাল করে যেন ওর বাবার জমিদারী দেখতে আসছে।

ঈরাণী। থাম থাম মনস্থর, এখন ওর পোয়াবার, এখনি শুনতে পেলে তোকে ঝেঁটিয়ে বিষঝেড়ে দেবে।

(জোলেখা ও ধাত্রীর প্রবেশ)

জোলেখা। আর তোমার কোন কথা শুনবোনা। ইউসফের মরণই ভাল, এতকরে সাধাসাধি কল্লেম, তবু তার মন পেলেম না?

ধাত্রী। না, না, পাগলের মতন কাজ কোরনা। মেরে ফেললে তো সব ফুরিয়ে গেল, এখন ও উপায় আছে, আজই তাকে রওজাদ্বীপে রওনা করিয়ে দাও।

জোলেখা। না, না, আর দরকার নেই দাই মা। অনেক সহ্য করেছি, আর পারিনি। ইউসফ বেঁচে থাকলে আমার মন কিছুতেই

স্থির হবেনা। ইউসফকে দেখলে আমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হই, বিষেশতঃ ইউসফ বেঁচে থাকলে, আজিজমিসরের কানে কথা উঠতে পারে।

ধাত্রী। আচ্ছা, এক কাজ কর, যদি আমার উপর তোমার একটুও বিশ্বাস থাকে, তাহলে দুদিন সময় দাও, তুমি বদ্ধ পাগল, ভাল মন্দ বোঝ না, প্রেমকত্তে যাও, অথচ তার উপায় জাননা। ইচ্ছা আছে ধৈর্য্য নাই, একটা কাজ রাগের মাথায় করে, শেষে পস্তাবে।

মন। (স্বগতঃ)—হয়েছে, যা ভেবিছি তাই, এইবার আর এক খেল ধর্ব্বে, আঃ ইচ্ছে করে মাগীকে ধরে একবারে আস্ত পুতে ফেলি, জোলেখা বিবি ঠিক সোজা রাস্তায় যাচ্ছে, আর মাগী তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবেই, খুব ধড়িবাজ বাবা, বয়েসে আরও কত কাণ্ড করেছে তার কি ঠিকানা আছে ?

জোলেখা। ভাল, দাই মা, যা হয় কর আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমার আর সহ্য হয় না, এত করে মরি তবু সব বৃথা হয় ?

ঈরাণী। ভয় কি বিবি সাহেব, দাই মা একাজে খুব পাকা, বুড়োর মতে কাজ করাই ভাল, আজ হয়নি বলে কি কালও হবে না ? একবার চেষ্টা কর, তোমার ফাঁদে তাকে পড়তেই হবে।

মন। বহুত আচ্ছা, ঈরাণী বিবি, তুমি ঠিক বাত বলেছ, উঃ খোদা তোমার কি পরিষ্কার মাথাই দিয়েছিল, একেবারে যেন ইউসফের মনের ভাবটা বার করে এনেছ, তুমি মরদ হলে বোধ হয় মৌলবী হয়ে যেতে।

ধাত্রী। দেখ মনস্থর ! তুই যদি এক কাজ কত্তে পারিস, তাহ'লে অনেক মোটা টাকা পাবি।

মন। বল কি বুড়ো বিবি ? দেখ মোটা টাকা দিলে অচল বলে বাজারে নেয়না, মোটা হলে চাঁদী বেশী পাওয়া যায় বটে, তবে বাজারে নেয়না ঐ যা দুঃখ, তার চেও স্বাভাবিক যেমন হয় সেই রকম পাতলা টাকাই দিও, কিন্তু কত্তে হবে কি শুনি।

ধাত্রী। বহুত হুঁসিয়ারের কাজ, খুব সাবধান, ইউসফকে নিয়ে আজ রওজা দ্বীপের বাগানে যেতে হ'বে, তুই বাজার থেকে গোটা-কতক বেশ্যা সঙ্গে করে নিয়ে সেখানে যাবি, ওকে তাদের সঙ্গে মিশতে দিবি, বুঝেছিস ?

মন। হাঁ তা বুঝেছি, (স্বগতঃ) ও বাবা এ আবার কি ? কোথায় হচ্ছে কোরাণ, আর নিয়ে এল কিনা মাণিক পীরের গান, মাগীত খুব সাফাই।

ঈরাণী। ভাবছিস কিরে মনসুর ? যা হয় করে ফেল, দু'পয়সা উপায় হবে।

মন। তোবা, বোবা, শেষে কি মনসুরের নসীবে কসবের দালালী পর্য্যন্ত ছেল ? তোমরা এমন যোয়ান যোয়ান, মেয়ে মানুষ থাকতে, কেন আর বাজারে মাগী গুলোকে কষ্ট দেবে ? একাজে মনসুর বড় রাজী নেই।

জোলেখা। না মনসুর ! একাজ তোকে কত্তেই হবে। আজিজ মিসরকে বাঁচিয়ে যদি কত্তে পারিস, তাহ'লে তোকে অনেক আসরফি এনাম দেব।

মন। তাইত তাইত, বিবি সাহেব, বড় শক্ত কাজ, অত মেয়ে মানুষের পাল সঙ্গে নিয়ে বেড়ালেই, অনেক লোকে নজর দেবে, কি জানি কে কোথায় দেখতে পেলে আবার কি বলে দেবে ?

জোলেখা। স্বরাগে আহাম্মক, এই একটা সামান্য কাজ তোর দ্বারায় হবে না ?

মন। কি কর্ব্ব বিবি সাহেব ! বান্দার বরাত বড় নিটোল, এগুলেও সর্ব্বনাশ, আর পেছুলেও নির্ব্বংশ, কাজ তামিল কত্তে পাল্লেই হাকিমি মাথা হয়, আর নইলে আহাম্মক বনে যাই, কিন্তু বিবিসাহেব ! এ কাজে জান নিয়ে টানাটানি।

ধাত্রী। সেই জন্মইত নিরিবিলী স্থানে পাঠান হচ্ছে, এ ত সামান্ত কথা এ আর পার্ব্বনি ?

ঈরাণী। তা মনস্থর মনে কল্লেই পারে।

মন। আচ্ছা, একটা কাজ কল্লে হয় না ?

ঈরাণী। কি বল দেখি ?

মন। সেই যে বণিক শালা ইউসফকে সঙ্গে এনেছিল, তার বাড়ীর ঠিকানা আমায় বলেছিল, তাই মনে কচ্ছি একবার সেই শালাকে খবর দিয়ে ইউসফের মতন একটা পিরীত জানা ছোকরা আমদানী কর্‌ যাক না কেন ?

জোলেখা। খবরদার মনস্থর! সাবধানে কথা ক' বেতমিজ কাঁহাকা।

মন। কসুর মাপ কিজিয়ে, মেহেরবাণ গরীব বান্দা।

ধাত্রী। দেখ যত টাকা লাগে আমরা খরচ কর্ব্ব, কিন্তু এ বিষয়ের একবিন্দু যেন অন্য লোকে জানতে না পারে,তুই আজই ইউসফকে নিয়ে রগুজাদ্বীপে রওনা হ, দেরী করিসনি ?

মন। কিন্তু আজ কাল এখানকার মেয়ে মানুষের বাজার ভারী আক্রা, অন্ততঃ খুব কম করেও দু'আসরফির কম কেউ রাজী হবে না।

জোলেখা। দেখ আমি এখন রংমহলে আছি, তুই আধ ঘণ্টার বিচে সেখানে যাবি, যা দেবার আমি দ'ব, আর আমার কাজ কত্তে পাল্লে, বিস্তর আসরফি চাঁদী এনাম পাবি। এস দাই মা, আর আমি দাঁড়াতে পারিনি।

(জোলেখা ও ধাত্রীর প্রস্থান)

ঈরাণী। দেখ মনস্থর! খুব ফুর্ত্তিকরে লেগে যা, কিছু ভয় নেই, ও ইউসফ ত ইউসফ, জোলেখা বিবির নয়ন বানে ওর বাবার মাথা ঘুরে যাবে।

মন। বহুত আচ্ছা বিবি সাহেব।

(ঈরাণীর প্রস্থান)

আচ্ছা, খোদার কি বিচার ? একটা জিনিস খাব বল্লেই খাওয়া হয় না, গরীবের খেতে ইচ্ছে হয় ত দু'পাঁচ মণ খেতে পারে, কিন্তু পয়সা আর জোটে না, আর বড় লোকের পয়সা আছে, খেতে পারে, কিন্তু ক্ষিদে হয় না, বদ হজমের ব্যায়রাম অরুচি, জোলেখা বিবিরও তাই, আজিজমিসর চায় জোলেখা বিবিকে, আর জোলেখাবিবি চায় ইউসফকে, আর ইউসফ চায় খোদাকে। কিন্তু ইউসফের ওপর একটু খুসী আছি, লোকটা অনেকটা সাঁচ্চা। জোলেখা বিবির মতলবটা গাছেরও খাব, আর তলারও কুড়বো। আজিজমিসরের মন বজায় রাখছে, অথচ ইউসফকেও হাত কচ্ছে, কারবারটা করেছে ভাল যাহোক বাবা। তোরা যা পারিস কর্গে যা, গরীবের দু'পয়সা হলেই ভাল, কিন্তু ইউসফ ব্যাটাকে একবার নাবাতে পাল্লে, কেল্লা ফতে কর্ব্ব, একেবারে থোক থাক নিয়ে এখান থেকে সরে যাচ্ছি, এখানে থাকলেই আজিজমিসর শালা ঘটক বলে ধর্ব্বে। যাহোক ও কথা ভেবে আর কি কর্ব্ব ? রাই কুড়িয়ে বেল, এই বেলা দুএকটা ছোট খাট দাঁও মারতে পাল্লে রাতারাতি চম্পট দিয়ে একটা চাল চুলো দেখে নেওয়া যাবে, তারপর দেখা যাবে। যাই আবার বেশ্যা শালীদের বাজারে যোগাড় কত্তে হবে, ইউসফ বেয়াদবী করে একটা মতলব করেছে ভাল, বোধ হয় ওর বুদ্ধিটা খুব চোস্ত, চেষ্টায় আছে আরও ভাল মন্দ পাঁচখানা মুখ দেখে নেবে, আর না হয়ত ব্যাটা এক নম্বরের গাড়োল, পিরীতের কিছুই জানেনা, তাই বেশ্যাবেটীদের কাছে শেখবার মতলবে আছে, যাই হোক ওর আখেরে ভাল হবে, ভাল হিল্লে পেয়েছে, ভাল, দাই বেটী কিন্তু থেকে থেকে মতলবটা করে বেশ।

(মনসুরের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

রওজাদ্বীপ সংলগ্ন পথ।

(আদিবালার প্রবেশ)

আদি। লোকটা কে? আজিজমিসরের বাড়ী থেকে যাতায়াত করে। দেখতে পাই অতি অল্পদিন হ'ল মিসরে এসেছে, খুব সুন্দর পুরুষ। এমন লোকাতীত সুন্দর সচরাচর দেখা যায় না, দেখলে যেন স্বর্গচ্যুত দেবতা বলে বোধ হয়, শুনলেম একজন বনিক নাকি আজিজ-মিসরের কাছে বেচে গেছে, বনিক কে? সে এমন সুন্দর মুর্ত্তি কোথায় পেলে? ক্রীতদাস কি? না না, ক্রীতদাস এত সুন্দর হয় না ত? ইচ্ছে করে একদিন ডেকে দুটো কথা কই, কেবল পোড়া লজ্জার জন্যে পারিনি, কে জানে কেন এই সময়ে এই পথ দিয়ে আসে। বেশ সুপুরুষ, আজ ডেকে দুটো কথা কইব? ক্ষতি কি? শুনলেম এখন বিবাহ করেনি। আহা বণিক যদি আমার কাছে আসত, তা হ'লে আমি আজিজমিসরের চেয়ে বেশী অর্থদিয়ে নিতে পাত্তেম। আচ্ছা, এক কাজ কল্লে হয় না? আজিজমিসর ওকে যত অর্থ দিয়ে নিয়েছে, আমি তাকে তার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ দিয়ে নিতে পারি, কিন্তু আজিজমিসর কি রাজী হবে? একবার জিজ্ঞাসা কল্লে হয় না? এই রকম সুন্দর স্বর্গচ্যুত পুরুষের পদসেবা কল্লে, জীবনে কিছুরই সাধ থাকে না, এই যে মেঘ না চাইতে জল, আ মরি মরি! কেমন আসছে দেখ, আজ আর লজ্জা কর্ব্ব না, এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকি, ও ত আর বাঘ ভাল্লুক নয় যে খেয়ে ফেলবে।

(ইউসফের প্রবেশ)

ইউ। (স্বগতঃ) জোলেখার মতলব কি বুঝতে পাল্লেম না, নিশ্যাবসানে আমার প্রাণদণ্ড হবে স্থির হোল, আবার তার পরিবর্ত্তে

উপবনে দ্বীপান্তর? এর তাৎপর্য্য কি? কে জানে তার মনে কি আছে, যেখানে যেতে বলে সেখানেই যাই, তারপর যা হয়।

আদি। আপনি কে? অতি অল্পদিন থেকেই আপনাকে মিসরে দেখছি, অনেকদিন মনে করেছি আপনার সঙ্গে কথা কইব, কিন্তু ভরসা হয় না।

ইউ। আমার পরিচয়ে আপনার কিহ'বে? আমি আজিজ-মিসরের একজন ক্রীতদাস।

আদি। না না, এ কথা বিশ্বাস হয় না, ক্রীতদাস! আমি অনেক দেশ ভ্রমন করে অনেক রকম দেখেছি, কিন্তু আপনার মতন আর কোথাও দেখিনি, বোধ হয় আপনি সিরিয়া নিবাসী একজন মহা ধনী।

ইউ। ভদ্রে, আপনার ভ্রম, আমি সিরিয়া নিবাসী নই, তবে আমি যে বনিকের সঙ্গে এদেশে এসেছি তার নিবাস সিরিয়া দেশে, আর ধনীত পরের কথা, এক সঙ্গে অনেক ধন এক আজিজ-মিসরের গৃহ ছাড়া পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, আমি একজন পবিত্র ধর্ম্মো-পাসকের পুত্র, আপনি কে?

আদি। আমার ইতিহাস শুনবেন? তবে মেহেরবানী করে আমার বাড়ীতে আসুন।

ইউ। আমি ক্রীতদাস, মনিবের অমান্য করতে পারিনি, যদি মেহেরবাণী করেন, আপত্তি না থাকে, এইস্থানে সংক্ষেপে বলতে পারেন।

আদি। দেখুন, আরব অন্তর্গত এমন দেশে আদ নামে এক দুর্দ্ধর্ষ জাতি ছিল, আরবের অনেক স্থানে তাদের ক্ষমতা প্রচার হওয়াতে, তারা মনুষ্যকে জীব বলে গণ্য কত্ত না, বিশেষতঃ তারা ধর্ম্মজ্ঞানহীন হয়ে মক্কা যাত্রী পথিকদের উপরে ভীষণ অত্যাচার কত্ত, সেই উপদ্রব নিবারণ কর্ব্বার জন্য ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা হুদ, সর্ব্বদা তাদের সুমতি দিতেন, কিন্তু তারা কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ কত্ত না, তার দিনকয়েক পরে ভীষণ

অনাবৃষ্টি আর মরু ভূমির অগ্নুৎতাপে আদ জাতির বাসোচ্ছেদ হবার সুত্রপাত হয় দেখে, আদগণ, আকাশের দিকে চেয়ে বৃষ্টির আশায় ঈশ্বরের প্রার্থনা কচ্ছে, এমন সময় তাদের অত্যাচারের কথা খোদার কাছে পৌছলে, হটাৎ একটা কাল মেঘের সঞ্চার হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝটিকা, ভূকম্পনে আদজাতির মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, ভাগ্যবলে জন কয়েক আদ বানিজ্যের জন্য মিসরে মেফিস্ক নগরে অবস্থান কচ্ছিল, তারাই রক্ষা পায়, আর এ হতভাগিনী ও সেই আদ বংশের একজন শ্রেষ্ঠির কুমারীকন্যা, অতুল ধনের অধিশ্বরী

ইউ। অতুল ধনের অধিশ্বরী সে আর হতভাগিনী কিসে?

আদি। যদি আমি আপনার পদসেবা কর্ত্তে পাত্তেম, তা হ'লে সৌভাগ্যবতী হত্তেম।

ইউ। সে কি ভদ্রে? আমি আজিজমিসরের ক্রীতদাস।

আদি। আমি না হয় আজিজমিসরকে ক্রোরাধিক স্বর্ণমূদ্রা দিচ্ছি, তার বিনিময়ে তিনি কি আপনাকে ছেড়ে দেবেন না?

ইউ। (স্বগতঃ) ছি, ছি, বড় ঘৃণার কথা, জোলেখা কেন আমার দণ্ড বাহাল কল্লে না? আমার যে পদে পদে বিপদ, এত বিপন্ন জীবন নিয়ে কি মানুষ বাঁচে?

আদি। বেয়াদবী মাপ কর্ব্বেন, আপনার সৌন্দর্য্যে আমি মনে মনে আপনার কাছে বিক্রীতা।

ইউ। (স্বগতঃ) ভগবান! কেন আমায় কুরূপ কল্লেন না, এ সৌন্দর্য্যের আগুনে যে আমি পুড়ে মচ্ছি। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! কেন তোমার মন চঞ্চল হচ্ছে? দেখ প্রকৃতির অষ্টপ্রহরকে যেমন দুইভাগে বিভক্ত কোরে এক ভাগ রাত্রি, অন্য ভাগ দিন হয়, সেইরূপ দুই বিভিন্ন অংশের কেন্দ্র স্থলে আত্মার স্থিতি। এক পাপ, অপর পুন্য, দুষ্কর্ম আদ জাতির অত্যাচার যখন পাপের সীমা অতিক্রম করে ছিল, তখন খোদা তাদের সংহার করে ছিলেন। অনধিকার চর্চ্চা পাপের তুল্য

মহাপাপ আর নাই, তবে কেন তুমি নিজের হৃদয় দুর্ব্বল কচ্ছ? ভদ্রে! মানুষ সৃষ্ঠ পদার্থের রূপে মুগ্ধ হয়, কিন্তু সৃষ্টি কর্ত্তার বিষয় ভাবে না, আমি যে ক্ষুদ্র কীটানুকীট, আমার যে রূপে তোমার মোহ উপস্থিত, আমার নির্ম্মান কর্ত্তার সৌন্দর্য্যের কণার কণা তস্য কণা মাত্র সে রূপ নাই। একটি ফুল ফুটে, গন্ধে চারি দিক আমোদিত হয়, লোকে তার রূপে গুণে মুগ্ধ, কিন্তু সেত সামান্য একটা সৃষ্ঠ পদার্থ মাত্র, যাঁর অসীম করুণায় ফুল সুগন্ধ হয়, তাঁর রূপগুণের বিষয় কেউ দেখে না, আমি যে আপনার চক্ষে এত সুন্দর হয়েছি, সেই নয়ন, সেই মন, সেই যত্ন, একবার আমার সৃষ্টিকর্ত্তা খোদার প্রাত অর্পন করে দেখুন, তাঁর পদনখে যে সৌন্দর্য্য আছে, তার বিন্দুবিসর্গ আমাতে নাই, বাহ্যিক অসার বস্তুর রূপে জগত মুগ্ধ, সৃষ্ট অপেক্ষা সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তা করুন, সময়ে শুভ হবে।

আদি। কে আপনি? আপনার কথা শুনে আমার মন চঞ্চল হয়েছে, আপনি মহাপুরুষ। এই মন্ত্রে নদীর খরস্রোত ফিরিয়ে দিলেন, আমি কখন এমন উপদেশ শুনিনি, দেখি দেখি একবার ধ্যান করে দেখি—

(ধ্যানস্থ হওন)

আহা মরি মরি
একি হেরি নয়ন সম্মুখে?
কে বলে নাহি দেখা যায় মুদিলে নয়ন?
কে বলে নিরাকার বিধাতার শ্রী?
কেনা করে ঈশ্বর প্রত্যয়?
মরি মরি—
কি শান্তিময় সৌন্দর্য্য বিকাশ?
চরন নখরে বসি ভৃঙ্গ কত দিবানিশি,
করিতেছে প্রেম সুধা পান।
চারিদিকে হেরি তীব্র জ্যোতির্ম্ময়!

বিভাবসু বেশে ঘুরিতেছে আঁখি,
পাপরাশি করিতে দর্শন।
এক করে শাস্তি, অন্য করে দানিয়ে অভয়,
শিক্ষাদান ধর্ম্মজ্ঞান দিতেছে মানবে।
অসংখ্য পাপাত্মা যত,
হয়ে পদানত, জোড় করে মাগিছে মার্জ্জনা।
হেরি ছার সৌন্দর্য্য যত সৃষ্ঠ পদার্থের।
যেই জন যেইপ্রাণে লালায়িত হয়,
দেখিতে বাহ্যিক লাবণ্যের ভার,
করে হাহাকার,
সেই আঁখি সেই মন, সেই প্রাণ দিয়ে
দেখে যদি জগত পিতায়
শান্তি মনে পায়, হাহাকার হয় না করিতে।
ত্যজ মন বিষয় বিভব, পাপের কামনারাশি

কে আপনি মহাপুরুষ? আপনাকে অসংখ্য সেলাম, আপনি আমার ধর্ম্মপিতা, শিক্ষাদাতা, জ্ঞানদাতা, চক্ষুদাতা, আমি অতুল ধনের অধিকারিনী, কিন্তু এখন ভিখারিণী, আর আমার কিছু নেই, আমি চল্লেম, যে দেশে মহাপুরুষ আছেন সেই দেশে যাব, আমার যথাসর্ব্বস্ব ধনরত্ন আপনি সৎব্যবহার কর্ব্বেন

ইউ। এ কি? যথার্থই তুমি খোদার দেখা পেয়েছ? কিন্তু আমি ক্রীতদাস, তোমার বিষয় নিয়ে আমার কি হবে?

আদি। আমি জানিনি, আপনার উপদেশে আমার চক্ষু ফুটেছে যাই যাই!

আর মন নাহি চায় থাকিতে সংসারে।
যে পথে যেতে চায় প্রাণ, সেই পথে যাক,
কোরনা বারন কেহ।

দেখি কত দিনে পাই সেই শান্তির দর্শন
নির্জ্জনে বসিয়ে মন লোকালয় হ'তে,
অবিরত কর ধ্যান জগত পিতার,
থাকিবেনা ক্ষুধা তৃষ্ণা কামনা চিত্তের,
পূর্ণ হবে সকল বাসনা।
যাই তবে হয়ে সন্ন্যাসিনী,
নীরব নদীর তীরে, দুর্গম গহন,
কিম্বা দুরারোহ ভূধর শিখরে,
অথবা অন্ধকার পাতাল পুরীতে,
যথা লয়ে যাবে দুই আঁখি,

(আদিবালার প্রস্থান)

ইউ। এ কি! একেবারে উন্মাদিনী? কোথা যায়?

(ইউসফের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

রওজা-দ্বীপ উপবন।

(মনসুরের প্রবেশ)

মন। ও বাবা, ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল? তাই বটে ইউসফটা এত তাড়াতাড়ি চলে এল? পথের মাঝে দিব্যি এক মেয়ে মানুষ পাকড়াও কল্লে, অনেক কথাত হ'ল, তারপর দেখি মেয়েমানুষটা যেন কেমন পাগলের মতন হয়ে গেল। ওর কি টনটনে জ্ঞান, যেন প্যায়গম্বর, কিন্তু ও আজ কিছু হাতিয়েছে, মেয়েমানুষটার অনেক বিষয় ছেল, এই বার মালুম হয়েছে বাবা, এখন দেখছি আজিজমিসরের কিছু দোষ নেই, ঠিক বটে ইউসফ জোলেখা বিবির ঘরে ঢুকে স্বপ্ন দেখাত, খুব রাহাজানিটা শিখেছে যাহোক। আচ্ছা মেয়েমানুষটার বিয়য় গুলো হাত কর্ব্বার জন্যে ইউসফ কিছু খাইয়ে পাগল করে দিলে না ত? ওটা যে মতলববাজ, তা'ও পারে। আর ও শালী মেয়েমানুষটাও যেমন, বিষয়টা দিলি দিলি, দু পা এগিয়ে এসে আমাকে দিয়ে যেতে পাল্লি নি? এই ত এখান থেকে কত টুকু আর, না হয় আমায় ডাকলেওত যেতে পাত্তেম, ও মাগী ও যেমন বিষয় দেবার আর লোক পেলে না, দেখি ইউসফটাকে বলে কয়ে দেখব।

(ইউসফের প্রবেশ)

কি বাবা, এতক্ষণ মুখোমুখি করে কি ছুঁড়িটার সঙ্গে আত্মায়ের কথা হচ্ছিল? মতলবটা বাবা করেছ ভাল, জোলেখা বিবি তোমার এখন মুরুব্বি হয়েছে, অমন ছিল্লে যদি আমার বরাতে লাগত,তা'হলে এতদিনে আজিজমিসর হয়ে যেতেম। কিন্তু দেখ বাবা, যদি কিছু না দাও, তা হ'লে জোলেখা বিবির মতে কাজ কর, তাতে আমার দু'পয়সা ভরসা আছে।

ইউ। ও কথা মুখে এন না মনস্থর, তিনি আমাদের অন্নদাত্রী, প্রাণদাত্রী, জননীস্বরূপা, কেন তাঁর পবিত্র নামে কলঙ্কিত কর ?

মন। আরে সাহেব, তুমি দেখছি ভারী মৌলবীর নাতি, মনে করেছ বুঝি তোমায় ঘর সাজিয়ে রেখে দেবার জন্য বনিকের পূর্ব্ব জন্মের দেনা শোধ করেছে ? তা হচ্ছে না সাহেব, এই বার জোলেখা বিবিকে কাবিননামা লিখে দিলে তবে তোমার রেহাই।

ইউ। খোদা! কোথা তুমি ? আবর্ত্তের ভীষণ গর্জ্জনে আমার শ্রবণ বধির করে দাও, আর পাপকথা শুনতে পারিনি। মনস্থর, তোমার পায়ে ধরি, আমাকে আর ও কথা ব'ল না। যদি আমার ওপর কু-সংস্কার থাকে, এই দণ্ডে আমায় জবাই করে ফেল, আমি নীরবে সহ্য কর্ব্ব।

মন। আরে চট কেন ? আপোষে হু'কথা হয়ে গেল, তুমিত ভাই নিজেই বল রাগ শয়তান, তবে কি জান ? এই গোটাকতক টাকার বড় দরকার ছেল, আচ্ছা তুমি একটু মেজাজ ঠিক কর আমি আসছি।

(মনস্থরের প্রস্থান)

ইউ। এই সব পিশাচ অন্তঃকরণ ব্যক্তি, অর্থলোভে রমণীর কলঙ্ক প্রচার করে। অবলার কুল-মর্য্যাদার মাথায় পদাঘাত করেও, পিশাচ কবলে নিক্ষেপ কত্তে কুণ্ঠিত হয় না। উঃ! জোলেখার এত ছল ? আর আমার জান্তে বাকী নেই, এই জন্যেই কি আমায় রওজা দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে ? ছি! ছি! ছি! মনে ভেবেছে কতকগুলো অস্পৃশ্য ইতর জাতীয়া বেশ্যার পাপ প্রলোভনে ধর্ম্মচ্যুত হবে। ধিক রমণী! ধিক জোলেখা! ধর্ম্মের জয়, দেখি তোমার কত চতুরতা, কেমন করে ক্রীত-দাসকে প্রেমদাস কর, ধিক তোমার পশুত্ব! তোমার প্রবৃত্তিকে ধিক! ঈশ্বর করুন যেন তোমার মতন নীচমনা রমণী জন্মগ্রহণ করে, ধর্ম্ম কলঙ্কিত না করে। ছি ছি, এমন রমণীয় স্বর্গীয়া দেবী প্রতিমা, তার

হৃদয়ে এত রাক্ষসীর ভ্রূকুটি? তুমি নারী, ঘোর পাপে ব্যাভিচারিনী মূর্ত্তি। বিশ্বাসঘাতিনী, আর জগতে কোন দুষ্কার্য্যের বাকী আছে, যা তোমার দ্বারায় সম্পন্ন হয় না। তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে ধর্ম্মপতি আজিজমিসরকে পরকালে কি উত্তর দেবে? ধিক তোমার জীবনে।

(বৃদ্ধ উদ্যান রক্ষকের প্রবেশ)

উ-রক্ষক। খোদা! এ তোর কি ধর্ম্ম বাবা? বাগানে এতদিন মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বুড়ো হয়ে গেলেম, কিন্তু একটা তাঁবার পয়সাও পেলেম না। তোর মেহেরবাণী, আর আমার নসীবের জোরে, একবার গোটাকতক আসরফি পাইয়ে দে বাবা, দিনকতক সহরে গিয়ে একটু তামাসা দেখি।

ইউ। (স্বগতঃ) এ বৃদ্ধ কে? এও অর্থলোভে মুগ্ধ? (প্রকাশ্যে) বৃদ্ধ, কে তুমি? তোমার এ বৃদ্ধ বয়সে আর অর্থে কি প্রয়োজন?

উ-রক্ষক। আরে বাবা, তুমি তা কি বুঝবে বল? এ দুনিয়ায় অর্থ বড় মজার জিনিস. হাতে থাকলে অনেক কাজে আসে। এই বাবা, সেই ভোর বেলা থেকে এখনও কাজ কত্তে কত্তে জান হয়রান হয়ে গেল, পয়সা থাকলে অনেক শালা সাকরেত আসে,নইলে কেউ ফিরেও চায় না, কিন্তু বাবা, খোদার কি বিচার বল দেখি? আমায় কবরেও নেবে না, আর পয়সাও দেবে না।

ইউ। বৃদ্ধ, তোমার কথা শুনে বোধ হয় তুমিই উদ্যানরক্ষক, কিন্তু খোদার দোষ কি বল? তোমার নসীবে যা আছে তাই হবে।

উ-রক্ষক। আচ্ছা বাবা, তোমায় দেখলে যেন রাজা উজির বলে বোধ হয়। ঈশ্বর না হয় কানের মাথা খেয়ে অনেক দূরে আছে শুনতে পায় না, তুমি ত বাবা আমার হাল মালুম হ'লে, এখন ত কিছু দিতে পার?

ইউ। দেখ এই উদ্যানের মালিকের আমিও একজন ক্রীতদাস, আমার অর্থ থাকলে তোমায় দিতে পাত্তেম, কিন্তু তোমার চেয়েও আমার অদৃষ্ট অতি ঘৃণিত।

উ-রক্ষক। বাবা গরীবকে দিতে হ'লে সকলেই ঐ কথা বলে, দিব্যি ত বাবা তোমার অর্থওলার মতন নধর চেহারা, কেমন ভাসা ভাসা খাসা চোখ, কেমন ঢলঢলে মুখ, বাবা ক্রীতদাস হলে কি হয় বল? মরা হাতী লাক টাকায় বিক্রী হয়। তোর মাথার পাগড়ীটা পেলে অনেক শালা রাজা হয়ে যায়, একবার দেখি বাবা মুক্তগুলো ত সব স'াচ্ছা?

ইউ। বৃদ্ধ, এই নাও যদি এতে তোমার দুঃখ মোচন হয়, তুমি অনায়াসে নিতে পার, আরও কিছু পেলে যদি তুমি সুখী হও আমি দিতে পারি।

উ-রক্ষক। না বাবা, যদি মেহেরবাণী করেছ, তবে আপাততঃ এইটেই আমার কাছে থাক, জিনিসগুলো স'াচ্চা আছে, তারপর যদি আবার দরকার হয়, তা হ'লে তোমায় খবর দেব। কিন্তু বাবা সাবধান, দিলে বলে সকলকে দাতা বলে পরিচয় দিও না, গোলমাল হলেই ঘরে ডাকাত পড়বে।

ইউ। ভয় নেই বৃদ্ধ। কিন্তু এইটেতেই কি তোমার দুঃখ মোচন হবে?

উ-রক্ষক। তা আর বলতে রে বাবা? কি বলব বল, আওরাতটা যে মরে গেল, নইলে ছেলে পুলে হলে সাত পুরুষ এতে চলে যেত এ বহুত পুরানা মুক্ত।

ইউ। তোমার স্ত্রী নাই, তবে এত ধনে তোমার কি হবে?

উ-রক্ষক। এইবার বাবা নিকে কর্ব্ব, হাতে অনেক জহরত আছে, আর বাবা বল্লেম ত আর খাট্‌তে পারিনি, একটা সাকরেত আনতে গেলে, কিছু রেস্ত হাতে রাখতে হয়, নইলে কি বাবা শুধু গাছ পাতা!

চুরী করে বেচে তাদের চলে ? কিন্তু টাকা থাকলে অনেকে সাকরেত্তির উমেদার হয়।

ইউ। তুমি যথার্থই অপারক ? দাও তোমার যন্ত্র কোথায় ? আজ থেকে আমি তোমার সাকরেত হ'ব।

উ-রক্ষক। তা বাবা হবি হ, কিন্তু এটা আর ফিরিয়ে নিসনে।

ইউ। না, যখন তোমায় দিয়েছি, তখন আর ওতে আমার অধিকার নেই, তোমার কি কাজ আছে বল আমায় কত্তে হবে ?

উ-রক্ষক। আরে বাবা সত্যিই কি তুই আমার চেলা হবি ? তুই কে বল দেখি ?

ইউ। আমি যে হই, তোমার শিষ্য, আশ্রিত, সহযোগী ভাই, তুমিও যে মনিবের কাছে কাজ কর, আমিও তাঁর ক্রীতদাস।

উ-রক্ষক। তা'হলে তুমি এ পাগড়ীটা কোথায় পেলে ?

ইউ। ওটা আমি অনেক দিন থেকে ব্যাভার করি, সেই জন্য আমার সঙ্গেই ছেল।

উ-রক্ষক। দেখিস বাবা মনিব ত আবার তল্লাস কর্ব্বে না ?

ইউ। না বৃদ্ধ, তুমি নিঃশঙ্ক হৃদয়ে গ্রহণ কর, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, যদি তুমি মনিকারের কাছে এ পাগড়ীর বিনিময়ে বহু অর্থ পাও, তার কত অংশ জীবনে ভোগ কর্ব্বে ?

উ-রক্ষক। ওঃ তা বাবা খুব আরামি চালে চল্লেও অনেক দিন যাবে।

ইউ। আর তোমার দিন কোথায় ? ক্ষণভঙ্গুর জীবনের নিশ্চয়তা কি ? নদীতে ঢেউ হয়, মনে হয় সব ঢেউ তীরে আসবে, কিন্তু তার কত গুলি তীরে আসে বল দেখি ? অধিকাংশ মাঝ দরিয়ায় বিলীন হয়ে যায়। তুমি অর্থলোলুপ, হয়ত সে অর্থ পাবার আগে তোমার মহা বিচারের দিন আসবে, কিন্তু সে দিনে আর তোমার অর্থের প্রয়াস থাকবে না, কিন্তু কি সঙ্গে যাবে জান ? পুণ্য, যখন ক্ষণস্থায়ী জীবনের

লীলা শেষ করে প্রতিদিন একপদ করে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হোচ্ছ, অথচ স্থির নেই কোন দিনে কোন সময়ে সেখানে তলব হবে, তখন অর্থ অপেক্ষা ঈশ্বর চিন্তাই তোমার একান্ত প্রয়োজন।

উ-রক্ষক। সে কি বাবা? সে কি হবে? যদি এজীবনে না খেয়ে শুকিয়ে মরি, তাতেই ত কষ্ট। পরকালে কি হবে না হবে সে দেখবার দরকার নেই। ধর্ম্ম খেয়ে ত আর পেট ভরবে না, আর পুণ্য খেয়েও পেট ভরবে না।

ইউ। ধর্ম্ম কি জান? একটা পুণ্যের শক্তি মাত্র। যেমন যে শক্তির বলে তুমি কথা কচ্ছ, সে শক্তি কি? তা তুমি জান না, কিন্তু শক্তিহীন হলেও তোমার পরমাত্মার কথা কয়বার সাধ্য থাকে না। প্রত্যেক কার্য্যের শক্তির প্রয়োজন। দেহান্তে আত্মার মুক্তিলাভের জন্য পুণ্য কার্য্যের যে শক্তি উদিত হয়, তার নাম ধর্ম্ম।

উ-রক্ষক। আরে বাবা তা ত জানি, দুনিয়ায় পয়সা ছাড়া একপা চলবার যো নেই, মরতে গেলেও মাথার কাছে টাকা রেখে তবে খাবি খেতে হয়। গোরেতেও ত বিশ পঁচিশ টাকা খরচ আছে।

ইউ। সমাধী না হলে যে আত্মার সদ্গতি হয় না, সে তোমার ভ্রম, অর্থে পরমাত্মার মুক্তি নেই, মৃতদেহ যদি অস্পৃশ্য শৃগাল কুকুরের ভক্ষ হলেও যদি আত্মার তীব্র পুণ্যশক্তি থাকে, তা'হালে তার ধ্বংশ হয় না। আর মৃতদেহ যথাবিহিত সন্মানীয় পবীত্র মন্দির মধ্যে সমাধীস্থ হলেও যদি মহাপ্রাণীর নির্ম্মলতা না থাকে, তা'হলে সে আত্মার শান্তি নেই। চিরকাল জাহান্নামে শয়তান কবলে প্রপিড়ীত হয়। জীবনান্তে পরমাত্মা পার্থীব দেহকে দেখে না, সমাধী একটা সামাজীক লোকাচার ক্রিয়া মাত্র। মনের পবীত্রতা থাকলে পরজগতে অর্থ অপেক্ষা এমন সুন্দর বস্তু আছে, যাতে পার্থীব ধনরত্নের চেয়েও অধিক মহোপ্রদ।

উ রক্ষক। সত্যি, সে কি? দে বাবা দে, আমায় শিখিয়ে দে, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন আমার অন্তিম অতি নিকট, পরকালে কি কি কর্ত্তে হয় বলে দে বাবা।

ইউ। একমনে খোদার নাম কর, কামনা শুন্ত হও, ধর্ম্মে বিশ্বাস কর, ভগবানের জ্যোতী দর্শন হবে।

উ-রক্ষক। এই নে বাবা তোর পাগড়ী ফিরিয়ে নে, আর আমার অর্থে কাজ নেই, আমি ভগবানকে চাই। (পাগড়ী নিক্ষেপ)

(মনস্থরের পুনঃ প্রবেশ)

মন। আরে মিয়া, তুমি ত ভারী বেকুভ আদমী, এমন পাগড়ীটা ফেলে দেবার দরকার কি? আমায় দিলেই ত আপদ চুকে যায়। বলি, তুমিও কি ইউসফের কথায় ফকীর হয়ে গেলে? বীরাগ না হলে কি পাগড়ীটা ফেলে দাও?

উ-রক্ষক। আরে বাবা, ওতে কি হবে? খোদা যো দেতা, ছাপ্পরকে দেতা।

মন। বেশ বাবা, এখান থেকে সরে পড়, নৈলে আবার থাপ্পড় খাবে।

(উদ্যান রক্ষককে লইয়া মনস্থরের প্রস্থান, ও অপর দিক হইতে বেশ্যাগণের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত

আজি বঁধুসনে, মধুর মিলনে,
দিব মোরা যেচে প্রেম উপহার।
গাঁথিয়ে এনেছি তাই কুসুমের হার॥
হৃদয় ভরিয়ে শুধু, রাখিয়াছি প্রেম মধু,
পিয়াব বঁধুরে আজি পুরে প্রেমাধার।
ভাসায়ে ভাসিব সুখে প্রেম পারাবার॥

ইউ। ভগবান! ভগবান! কোথা তুমি,
রক্ষা কর, রক্ষা কর, অধম সন্তানে।
নহিলে যে প্রভু ধীরে ধীরে ডুবে যাই
পাপের সলিলে।
বলে দাও কোথা অন্তর্য্যামী,
চলে যাই তোমার সকাশে।

(ইউসফের বেগে প্রস্থান)

বেশ্যাগণ। চল চল পালয় যে।

(সকলের প্রস্থান)

দশম দৃশ্য।

উদ্যান-সংলগ্ন দেবী মন্দির।

(ধাত্রী আসিনা)

ধাত্রী। ইউসফ ! এক দিকে তোমার কঠিন সংযমতা, অন্যদিকে জোলেখার প্রগলভতা, মাথার উপর ধাত্রীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এখানে এসেও কি জোলেখার মুখের দিকে চাইবে না? ভাল না দেখ, যে দিকে চাইবে, সে দিকে তুমি জোলেখার সঙ্গে আছ। ওপর দিকে যদি চেয়ে দেখ, দেখতে পাবে অসংখ্য স্বর্ণ সলীলে তুলিকা চিত্রিত জোলেখা ইউসফের অঙ্কশোভিনী। যদি মনে ঘৃণা হয়, নিচের দিকে চাও, দেখবে অগণিত কৃষ্ণমর্ম্মরে ইউসফ জোলেখার চিত্র খোদিত। যদি দেয়ালে দেখ, সেখানেও ইউসফ জোলেখার প্রেম উচ্ছাস তুলিকা ফলকে অঙ্কিত, কোথা যাবে? মন্দির ইউসফ জোলেখাময়।

(জোলেখার প্রবেশ)

জোলেখা। দাই মা! ইউসফকে আমার সেলাম দাও।

ধাত্রী। সাবধান! জোলেখা, এত বিবিধ প্রেম নিদর্শনে ও যদি ইউসফের সংযমতা স্থির থাকে, তবে আর উপায় নেই।

(ধাত্রীর প্রস্থান)

জোলেখা। এত প্রেমের নিদর্শনে ওর কি আর মন টলবে না? কোথাও পিপাসা প্রপিড়ীতা চাতকিনীর নবজলধর পার্শ্বে বিন্দু বিন্দু বারি পান, কোথাও উদ্ভাসিত নিশীথ সমীরে শুধাংশু প্রেম বিজড়িত নির্ম্মল কিরণে চকোরিনীর অবগাহন, কোথাও আদম ইভের উলঙ্গ মূর্ত্তির পরস্পর প্রেম আবেগ, কোথাও গজদন্ত বিনির্ম্মিত প্রবাল খচিত রত্নমৃনাল, স্বচ্ছ স্ফটীক সলিলে পদ্মরাগ মুক্তাময় মৃণালের মুখ-চুম্বন, কোথাও সরম মুক্তা প্রেমবিহ্বলা নলিনীর জল-কেলী,

এতেও কি তার মনে প্রেমের চৈতন্য হবে না? না হ'লে এইবার তার সাম্নে আত্মহত্যা কর্ব্ব।

(ইউসফের প্রবেশ)

ইউসফ! তোমার সঙ্গে আজ গোটাকতক কথা আছে, আমি তোমার প্রভুপত্নী, আমার আদেশ পালনাপেক্ষায় মুখের দিকে চেয়ে থাকবে, তা না হয়ে, অন্যদিকে কি দেখছ? আমার রূপ কি এত ঘৃণীত? যে তোমার চাইতেও ঘৃণা বলে বোধ হয়?

ইউ। কি আদেশ করুন, আদেশ পালনে এ দাস এক দিনের জন্য অবাধ্য হয়নি।

জোলেখা। আর ও কথা আমায় ব'ল না, তোমার মুখে একরূপ, অন্তরে অন্যরূপ, কতদিন আমার আজ্ঞা অমান্য করেছ মনে পড়ে?

ইউ। যদি অপরাধ হয়ে থাকে, আমায় মাফ করুন।

জোলেখা। একটা কথা ইউসফ! অনেক দিন আগে তুমি কি আমায় স্বপ্ন দেখেছিলে?

ইউ। (স্বাশ্চর্য্যে) স্বপ্ন ত পরের কথা, ঈশ্বর সাক্ষী, আজ পর্য্যন্ত আমি ইচ্ছা করে আপনার পা ছাড়া মুখের দিকে চাইনি। কেন আমায় এরূপ প্রশ্ন কচ্ছেন?

জোলেখা। শোন, অনেক দিন আগে একদিন রাত্রের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। একদিন কেন? অনেক দিন ধ'রে তোমার এই মুর্ত্তি স্বপ্নে দেখেছি। কিন্তু তুমি কি নিষ্ঠুর, আমি অনুঢ়াবস্থায় স্বপ্নে তোমার কাছে বিক্রীতা, তবুও তুমি আমার দিকে ফিরেও চাও না। ইউসফ, তোমার পায়ে ধরি ফিরে চাও, আর আমায় প্রত্যাখ্যান কোর না, এজগতে তোমার চিন্তা ছাড়া আর আমার কিছুই নেই। আমার রূপ-বিষের কি তিব্র ছটা আছে যে, চাইলে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে?

ইউ। প্রানদাত্রী! আমায় ক্ষমা করুন, পুরুষের চঞ্চল চিত্ত বার বার রমণীর প্রেমপ্রলোভনে জলবিম্বের ন্যায় পাপসাগরে ভেসে যায়। তার চেয়ে আমায় জলন্ত আগুণে ঝাঁপ দিতে অনুমতি করুন, আমি হাসতে হাসতে আপনার আজ্ঞা ছত্রে ছত্রে পালন কর্ব্ব।

জোলেখা। তুমি জান না, তোমার বিরহে কতদিন এই অমূল্য জীবন আত্মহত্যার উদ্দেশে মৃত্যুর পথে নিয়ে গেছি। তীব্র শাণিত ছুরীকা বক্ষস্থল স্পর্শ করে বিদীর্ণ হবার উপক্রম করেছে, আবার আশার ছায়া স্পর্শে হস্ত স্খলিত হয়ে গেছে, তোমার আশায় প্রাণ রেখেছি, তবুও তোমার মন পেলেম না।

ইউ। দেবী! বিষবল্লীর বীজ আকাঙ্খা হৃদয়মাঝে রোপিত হোলে পাপ নামে এক বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, মৃত্যু তার বড় বিষময় ফল। যদি জীব আত্মার সেই মৃত্যু ফলভোগ অনিবার্য্য অবধারিত না হোত, তা'হলে এতদিন লঘু গুরু প্রেমের মহাপাপে পৃথিবীর অস্থিত্ব থাকতো না, আর ধর্ম্মেরও স্মৃতি থাকত না।

জোলেখা। ধর্ম একটা সাধুর বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র, যার ধর্ম্ম তার আছে, তোমার আমার কি?

ইউ। সে আপনার ভ্রম, অবিশ্বাস তরুন চঞ্চল হৃদয়ের ঘোর দুর্ব্বলতা মাত্র, যদি ধর্ম্ম না থাকে, তবে এখনও পৃথিবীর ধ্বংশ নেই কেন? এখনও ধর্ম্মের অস্তিত্ব আছে, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য উদিত হবে, ততদিন ধর্ম্ম থাকবে। এখনও অতলস্পর্শি অম্বুরাশির গভীরতা নির্ণয় হয়, এখনও সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি আছে, কে বলে ধর্ম্ম নেই?

জোলেখা। থাকে থাক, আমি ধর্ম্ম জানি না, আমার ধর্ম্ম তুমি, কর্ম্ম তুমি, জ্ঞান তুমি, তোমার চিন্তায় জীবন কেটে গেছে, তুমি জোলেখার জীবন।

ইউ। ছি! ছি! দেবী! ক্ষণিক মনের উত্তেজনায় কে কোথায় ধর্ম্ম ত্যাগ করে?

জোলেখা। আমি না হয় তোমার জন্যে ত্যাগ কর্ব্ব।

ইউ। ধিক আপনার কাম প্রবৃত্তিকে! পরিণীত ব্যক্তি ছাড়া অন্যকে আত্মদান করা ব্যাভিচারের কার্য্য। জীবনান্তে সে মহাপাপীর স্থান জাহুমের অতি অন্ধকারময় স্থানে। মৃত্যু যন্ত্রণা বরং সহ্য হতে পারে, কিন্তু গত আত্মার ঘোর পরিণামে চিররুদ্ধ নরকে শয়তান হস্তে সে যন্ত্রনার নিষ্কৃতি নেই, এক প্রতিকার শুধু ধর্ম্ম।

জোলেখা। তুমি যে ধর্ম্ম শিখেছ, তাতে ব্যাভিচার কাকে বলে তা তুমিই জান। আমি বিশ্বাসঘাতিনী নই, আমার উদ্দেশ্য অভি-সার নয়।

ইউ। ধর্ম্ম বিভিন্ন নয়, জীব মাত্রের একটা তেজস্কর প্রবল শক্তির নাম ধর্ম্ম, তার কার্য্য পরমাত্মার মোক্ষ। ব্যাভিচারে তিনগুণ বর্ত্তমান, প্রথম, অধিকারীর অজ্ঞাতসারে অন্য পরমাত্মার কামনা। দ্বিতীয়, ক্ষনিক ইন্দ্রিয়তৃপ্ত লালসার উদ্বেগ। তৃতীয়, মানসিক স্বার্থ সুখের উপভোগ।

জোলেখা। ঈশ্বর সাক্ষি, এ তিন গুনের একগুণও আমার মনে স্থান পায় না। আমার কথায় কে বিশ্বাস কর্বে?

ইউ। শক্তি ভিন্ন উদ্বেগ নাই, স্বত, রজ, তম, পরস্পর তিন শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি ও সমতার গুণে যেমন মনুস্য জীবনের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তেমনি তিন গুণেতে প্রত্যেক রিপুকে চালিত করে, রিপু মাত্রেই দুর্দ্দমনীয় শক্তি। মানসিক কুৎসাপূর্ণ উত্তেজনায় যে একটা প্রবল শক্তির উত্থান হয়, তাহার নাম কাম। কার্য্যের পরিনামে একটা পুণঃক্রিয়া সম্পন্ন হয়, কিন্তু কামরিপু চরিতার্থের পর সে ক্রিয়ার ফল অনুতাপ।

জোলেখা। ইউসফ! তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস কর্বে? কর ভাল, না কর তোমার অধর্ম্মে তুমিই পতিত হবে।

ইউ। কি বলুন।

জোলেখা। খোদা সাক্ষী, আমি তোমার পরিণীতা, তোমার দাসী, তার সাক্ষী আমার মন। আমি তোমার প্রেম ভিখারিণী, তার সাক্ষী আমার চিন্তা, এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়?

ইউ। (স্বাশ্চর্য্যে) সে কি? প্রাণদাত্রী, ছেড়ে দিন চলে যাই। যদি এ কথা বাষ্পমাত্র প্রাণদাতা আজিজমিসর জান্তে পারে, আমার মৃত্যু অনিবার্য্য, কেন আর নরহত্যা পাপে লিপ্ত হবেন?

জোলেখা। হা, হা, হা, আজিজমিসর? ইউসফ, কোন ভয় নেই, মিসরে প্রভু কিঙ্করের প্রাণ বধ করে না। আর যদিও আজিজমিসর তোমার অনিষ্ট করে, তা'হলে জোলেখা তার প্রতিশোধ জানে। ধাত্রী একপ্রকার বিষ প্রস্তুত কত্তে জানে, সেই বিষ মিশ্রিত পানিয় প্রদানে আজিজমিসরকে প্রতিশোধ দেব।

ইউ। সর্ব্বনাশ! খোদা রক্ষা করুন, আমার জন্যে কি নিরীহ আজিজমিসর পিশাচিনীকবলে জীবন নষ্ট কর্ব্বে? তার চেয়ে আমার মৃত্যুই ভাল, বামণ হ'য়ে আমার আশমানের চাঁদ নেবার বাসনা নেই। পরদ্বারে রত হ'য়ে আমার বাল্য অর্জ্জিত ধর্ম্মরাশী নষ্ট ক'রে চিরজন্ম কি নরকের কীট হ'য়ে থাকব?

জোলেখা। ইউসফ! আমার হৃদয় দুর্ব্বল, কিন্তু তোমার হৃদয় তার চেয়েও দুর্ব্বল। কাল ঝড় হবে ব'লে কে আজ আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে মৃত্যুর আশা করে?

ইউ। গগণের এক কোণে একখানা কাল মেঘের সঞ্চার হ'লে জীবমাত্রেই কি অব্যসম্ভাবী প্রলয় জেনে ঈশ্বরের উপাসনা হ'তে বিস্মৃত হয়? রোগী আসন্ন মৃত্যুর যন্ত্রণা জেনে অন্তিমের কর্ত্তব্যচ্যুত জ্ঞানী মাত্রেই ভবিষ্যতে ঝড়ের আশঙ্কা জনতে পেরে কুটীরের দৃঢ় বন্ধন ক'রে ভগবানের চিন্তা করে।

জোলেখা। আমার সে ভয় নেই ইউসফ, যদি ধর্ম্ম থাকে, যদি খোদা থাকে, তিনি জানেন আমি আজিজমিসরের পরিণীতা সত্য,

কিন্তু কেন জান ? প্রকৃতির দৈববানীতে। আমি আজিজমিসরের গৃহে আছি বটে, কিন্তু একদিনও আজিজমিসর আমার মন পেলে না, কেন জান ? তোমার কাছে বিক্রীতা বলে। আজিজমিসরের অঙ্কশোভিনী, কিন্তু ভিন্ন প্রকোষ্ঠে থাকি, কেন জান ? সতীত্ব রক্ষা কর্ব্বার জন্যে। পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু, সব বিসর্জ্জন দিয়ে কেন এই দূরদেশে আছি ? শুধু তোমায় পাব ব'লে। যদি তোমায় দেখতে পাই, হাওয়ায় কান পেতে রাখি, তোমার কথা শুনব বলে। তুমি নির্জ্জন গৃহে কত দিন শয্যারচনা দেখেছ, মনে পড়ে ? কে করেছে জান ? আমি। কেন করেছি জান ? তোমার কষ্ট হবে ব'লে। মানুষের ছায়া দেখলে সে দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি, দেখতে দেখতে তোমার চিন্তায় জ্ঞানশূন্য হই, মনে হয় তুমি আসছ। ইউসফ ! আর তোমায় বোঝাবার সাধ্য নেই, তুমি চিন্তাশূন্য হয়ে রাত্রে অঘোর নিদ্রায় অচেতন থাক, আমি নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে চোরের মতন গৃহত্যাগ ও তোমার শিয়রে বসে রূপের সাগরে ডুবে যাই। ঈশ্বর জানেন, তুমি ছাড়া অন্য জন একদিনও জোলেখার হৃদয়ে স্থান পায়নি। যদি তোমার আশা বিসর্জ্জন দিতে হয়, তা'হলে আমার আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ। কেন আমার কি স্বার্থ ? আমি তোমার ব'লে এত করেছি। তুমি পরিণীত হ'লে ধর্ম্মে পতিত হবে না, তোমার পায়ে ধরি, কি বল ?

ইউ। (স্বগতঃ) এক দিকে তরুণ চঞ্চলমতী যুবতীর প্রেম বাঞ্ছা, অন্যদিকে পালনকর্ত্তা, অন্নদাতা, প্রাণদাতার বক্ষে দারুণ ছুরীকাঘাৎ। এক দিকে নারীহত্যার মহাপাতক, অন্যদিকে তীব্র জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্মের সঞ্চার, কোন দিকে যাই ? (প্রকাশ্যে) তার চেয়ে অনুমতি করুন আমার প্রাণদণ্ড হোক।

জোলেখা। তুমি মর্ব্বে কেন ? প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত ক্রীতদাসের মরণেও অধিকার নেই। আমি মলে তোমায় দেখে সুখে মত্তে পার্ব্ব। আশা ছিল তুমি আমার হবে, কতদিন আমার আত্মা

পিঞ্জরমুক্তা বিহঙ্গিনীর ন্যায়, তোমার পাছে পাছে ফিরেছে। কফিন রুদ্ধ মৃতদেহের ন্যায় মিসর-রাজঅন্তঃপুরে ছিলাম, নৈলে আজিজমিসর আমার কে? আর আমায় উপদেশ দিও না, আমি মলে যত পার ধর্ম্মালোচনা ক'র। কিন্তু একটা কথা রেখ, এই প্রেম নিকেতনে আমার যেন কবর হয়, আমি মলে তোমার কলঙ্ক যাবে না। ঐ দেখ গৃহের চরিদিকে তোমার আমার মূর্ত্তিতে পূর্ণ, যদি জগতে আরও স্থায়িত্ব থাকে, বহু বৎসর পরেও যদি মিসর জলময় না হয়, অনেক পরিব্রাজক এই প্রেম নিকেতনে এসে কবর দেখে বলবে যে, নিষ্ঠুর ইউসফের জন্যে জোলেখা আত্মহত্যা করেছে। জগত জানবে ইউসফের প্রেমভিখারিণী জোলেখা, আর জোলেখার নিষ্ঠুর ইউসফ, সব শেষ, (ছুরীকা বাহির করতঃ) ইউসফ! এই শেষ দেখা, যদি ধর্ম্ম থাকে, খোদার বিচারে দণ্ডনীয় হবে। ইউসফ! ইউসফ! (আত্মহত্যার উদ্‌যোগ)

ইউ। (জোলেখার হস্তধারণ করতঃ) স্থির হোন, স্থির হোন, ঈশ্বর প্রদত্ত মহাপ্রাণীর নাশ কচ্ছেন কেন? কেন আমি নারীঘাতক হব? আমায় আর কিছুদিন সময় দিন আপনাকে শেষ উত্তর দেব।

জোলেখা। এখনও আশা? আবার প্রতিবন্ধক? আরও কি অসহ্য যন্ত্রণা দেবে?

ইউ। এখনও আপনার কালপূর্ণ হয়নি অনেক কার্য্য বাকী।

জোলেখা। তোমার বিরহ সহ্য ভিন্ন আর আমার কি বাকী আছে?

ইউ। আমার প্রত্যুত্তর।

জোলেখা। শপথ করে বল।

ইউ। কিসের শপথ?

জোলেখা। এইখানে আমার উপাস্য মূর্ত্তি দেবী আথর আছেন তাঁর শপথ :

ইউ। কোথা ধর্ম? স্বহায় হও, ভগবান অপরাধ মার্জ্জনা কর, দেবী আথরের সম্মুখে ঘৃণিত পাপের প্রসঙ্গ? পুড়ে যাব, পুড়ে যাব, ঐ যে নীল ধুম রাশি সমুদ্গত ভীষণ তাণ্ডব কোলাহল পূর্ণ জাহান্নাম! ঐ যে কি ভীষণ পরদ্বার রত মহাপাপীর ঘোর পরিনাম, ভগবান! পালাই, পালাই।

(ইউসফের বেগে প্রস্থান)

জোলেখা। ইউসফ, কোথা যাও? এ কি! ইউসফ দরজা স্পর্শ মাত্রে সব দরজা খুলে যাচ্ছে, ইউসফ কে? এ কি? আমার আকর্ষণে বুঝি তার গাত্র বস্ত্র ছিঁড়ে গেছে? ও কে? আজিজমিসর না ইউসফকে কি জিজ্ঞাসা কচ্ছে? সর্ব্বনাস! বোধ হয়, জাস্তে পেরেছে, দাই মা, দাই মা, কৈ কোথায় গেল? কি হ'বে? না না ইউসফ মরে মরুক, আমার দোষ নেই।

(আজিজমিসরের সহিত ইউসফের পুনঃ প্রবেশ)

আজিজ। জোলেখা! একি? তুমি উন্মাদিনী, ইউসফ ছুটে যাচ্ছে, তোমার ত কোন অসুখ করেনি?

জোলেখা। প্রভূ সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমি দেবীর ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেম, ইউসফ অজ্ঞাতসারে আমার অঙ্গ স্পর্শ করেছে।

আজিজ। রে দুর্ম্মতি নরাধম! বিনামেঘে বজ্রাঘাত হ'ল, আরে রে পশু! এ কি শুনালি? হস্তধারণকরতঃ) উহু! শিরায় শিরায় শত বৃশ্চিক দংশন কল্লে। তুই না সিরিয়া নিবাসী ধর্ম্ম প্রচারকের বংশধর? এই বুঝি তোর ধর্ম্ম কর্ম্ম? বিশ্বাসঘাতক! এখনও কি তোর মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল না, এখনও কি খোদার কাছে তোর অপরাধ পৌছোয়নি? জাহান্নামে কি এখনও তোর স্থান নির্দ্দেশ হয়নি? (পদাঘাত করন)

জোলেখা। এই দেখুন আমি ধর্ব্বার জন্যে ওর বস্ত্র আকর্ষণ কচ্ছেলেম, কিন্তু ওর বেগবান পলায়নে বস্ত্রাভাগের ছিন্নাংশ এই দেখুন।

আজিজ। আর বলতে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে, উঃ! এই জন্যেই কি আমি তোকে পুত্ররূপে পালন করেছিলেম? পশু! তোর নিষ্কৃতি নাই, আর সহ্য হয় না, তোর জীবন্ত কবর হবে।

(ইউসফের হস্ত ধারণ করতঃ আজিজমিসরের বেগে প্রস্থান)

জোলেখা। কি সর্ব্বনাশ, দাই মা, দাই মা, কোথায় গেল?

(জোলেখার প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কয়েদখানার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন।

(দুইজন রাজভৃত্যের প্রবেশ)

১ম ভৃত্য। আচ্ছা ফারওয়া, তুই কি ঠাওরালি বল দেখি ?

২য় ভৃত্য। কিসের রে ?

১ম ভৃত্য। ঐ যে ইউসফ ব'লে একটা কয়েদী এসেছে, ওটা কে ?

২য় ভৃত্য। তুই বেটা কি চোখে দেখতে পাসনি ? তবে আবার জিজ্ঞাসা করিস কেন ?

১ম ভৃত্য। আচ্ছা কি ঠাওরালি বল না ?

২য় ভৃত্য। মানুষ রে বেটা, ও বড় বিষম লোক। দুট হাত, দুট পা, একটা মাথা, আর বড় বড় হাঁড়লের মতন দুট চোখ, চামড়া ঢাকা একটা খোদার জীব।

১ম ভৃত্য। না রে না, একটা বড় সাধারণ কয়েদীর সামিলে নয়, এর অনেক ধর্ম্মজ্ঞান আছে, দেখিসনি রাতদিন কোরাণ পাঠ করে।

২য় ভৃত্য। তুই বেটা ত বড় আহাম্মুক, একটা সামান্য কথা বুঝতে পারিসনি ? অতিভক্তি চোরের লক্ষণ, ঐ যে দেখছিস দিনরাত কোরাণ পাঠ, কত টনটনে ধর্ম্মজ্ঞান, তখনি তোর বোঝা উচিৎ যে, ও একটা ভারী পুরন ঘাগী লোক।

১ম ভৃত্য। তোর মাথায় শুধু করাতের গুঁড় পোরা, যা ভাবছিস তা নয়, ও লোকটা হয় কোন প্যায়গম্বর, আর না হয় কোন গোয়েন্দা।

২য় ভৃত্য। কিসে ঠাওরালি ?

১ম ভৃত্য। ভারী মিন্থনে, এই দেখনা, সব কয়েদীগুলোকে কেমন মিষ্ট কথায় জাদু করে ফেলেছে।

২য় ভৃত্য। তা হ'তে পারে, ঠিক বলেছিস, একদিনও ত ওকে খাটতে দেখিনি, আর একটা মজা দেখেছিস ?

১ম ভৃত্য। কি মজার কথা বল দেখি শুনি।

২য় ভৃত্য। একটা মাগী রাত্রে এসে কি কথা কয়, কে বল দেখি সে বেটী ?

১ম ভৃত্য। দেখ আমি একদিন মনে ভেবেছিলুম যে, মাগীটাকে চেপে ধরি, কেবল ঐ জমাদার শালা এসে বড় তাড়া দিলে। আচ্ছা তুই ওকে প্যায়গম্বর ঠায়রালি কিসে ?

২য় ভৃত্য। ওর কাণ্ডকারখানা দেখে, কিন্তু আমার বোধ হয় মাগীটা কোন যিনী হবে।

১ম ভৃত্য। দুর শালা, যিনী কি মানুষে দেখতে পায় ? আমার বোধ হয়, ঐ ইউসফটা কয়েদখানার জমাদারের বোনাই হবে; রাত্রে জমাদারের বোন শালী বোধ হয় ইউসফের কাছে এসেছিল, তাই তোকে তাড়া দিয়েছে, আর না হয় ত শালা ঘুস খেয়েছে।

২য় ভৃত্য। দেখ, আমার মনে ওসব হয় না।

১ম ভৃত্য। তবে তোর মনে কি হয় ?

২য় ভৃত্য। ও নিশ্চয় কোন প্যায়গম্বর, জেলখানা হচ্ছে যত অধর্ম্মের আড্ডা, তাই বোধ হয় ও কোন দেবতা ধর্ম্মপ্রচার কত্তে এয়েছে।

১ম ভৃত্য। ওরে তা কি হয় ? ও লোকটা কিছু জাদু বিদ্যা জানে, তার খবর জানিস ? সেদিন হাবিলদার বেটাকে একেবারে তুলরাম খালারাম করে দিয়েছে।

২য় ভৃত্য। সে কি ব্যাপার ?

১ম ভৃত্য। তুই বুঝি কিছু খবর রাখিসনি ? সেদিন এক মুট ধুলনয়ে দুটো মন্ত্র আউড়ে একতাল সোণা বানিয়ে দিলে।

২য় ভৃত্য। যা বলেছি তাই, মানুষ হলে কখন একাজ পারে? সেদিন এক মজা হয়েছিল, রাত্রি প্রায় আড়াইটে, চারিদিকে একবারে নিস্তব্ধ, কোন জায়গায় শব্দের নাম মাত্রটি ছিল না। হঠাৎ কি খেয়াল গেল, মনে ভাবলুম পাঁচিল টোপকে স'রে পড়ি। বাইরে এসে দেখি, জমাদার বেটা খুব নেসা করে ঝিমুচ্ছে। জন চার পাঁচ মিলে কোন গতিকে পাঁচিলে উঠে, লাফ মারি আর কি, কোথা থেকে দেখি ইউসফটা এসে দুকথায় একেবারে জাদু ক'রে সকলের মতি ফিরিয়ে দিলে, কিন্তু ওকে দু'শো তারিফ দিতে হয়, এমন টনটনে ধর্ম্মজ্ঞান বাবা কোথাও দেখিনি।

১ম ভৃত্য। তুই বেটা ত কম নয়, ইউসফ না থাকলে তা'হলে ত আমায় একলা ফেলে ফাঁকি দিয়ে পালাতিস।

২য় ভৃত্য। দেখ, ও আমাদের মন ফেরাতেই এসেছে। কত যে ধর্ম্ম কথা, তোকে আর কি বলব বল? এবার একবার খালাস পেলে দিলেসা করেছি, কোন শালা আর চুরী কর্ব্বে?

১ম ভৃত্য। দূর বেটা, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, এমন মজার কাজ চুরী, ছেড়ে দিবি কি বল?

২য় ভৃত্য। না রে, ইউসফ ঠিক কথা বলেছে, চুরী কাজে কিছু সুখ নেই, কেবল বদনাম। এই দেখনা হাতগুনো পাথর ভেঙ্গে ভেঙ্গে বড় বড় কড়া পড়ে গেছে।

১ম ভৃত্য। না রে ও ভারী আরামি কাজ। এই দেখনা কেন আজিজমিসরের বাড়ি থেকে একটা বড় জহরাৎ বসান আংটী চুরী কল্লুম, ধত্তে পাল্লে বোলে এখানে আস্তে হোল, আর ধরা না পড়লে সেটাকে বিক্রমপুরে পাঠিয়ে একেবারে রাতারাতি বরাতটা ফিরিয়ে দিতুম। ও কাজে বেসি খাটতে হয় না, তবে একটু গায়ের জোর দরকার করে। কোন কোন পাড়ায় মারের চোটে হাড় ভেঙ্গে দেয়। তুই বেটা যদি বাঁচিয়ে কত্তে পাত্তিস, তা'হলে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেতিস।

২য় ভৃত্য। তোবা! তোবা! এখন বুঝেছি, ও সব বড় ইতরের কাজ।

১ম ভৃত্য। তুই বেটাই বা কোন সভ্য? এই ইউসফটা বুঝি সব শিখিয়েছে? ওটাই বা কি মক্কার পীরের মৌলবি? তুই কি ঠাওরাস যে ও কিছু চুরী চামারী করেনি? তবে এখানে কি সখ কোরে হাওয়া খেতে এসেছে?

২য় ভৃত্য। ও ত বলে চুরী করেনি, ডাকাতী জোচ্চুরীও করেনি, আর জাল খুনও করেনি, আর ওকে খাঠতে ও হয় না। যাই হোক, চুরী কাজ আর কচ্ছিনি বাবা, একবার খালাস পেলে মক্কায় গিয়ে পীরের দরগাতে ভিক্ষে মেগে খাব, তবু আর চুরী কর্ব্ব না।

১ম ভৃত্য। তবেই হয়েছে, তোকে জাদু ক'রে ফেলেছে; মক্কায় যাবি কি বল? এই এতবড় দুনিয়ায় তুই আর জায়গা খুঁজে পেলিনি? যাদের অক্কা পাবার ইচ্ছে আছে, তারাই মক্কায় যায়, কিন্তু ইউসফটা ভারী তোয়াজে আছে। আমাদের বরাতে সরকারি চালে ডালে ঘাঁট ছাড়া আর কিছু জোটে না, আর কে এক শালী মাগী এসে ওকে ভাল ভাল মেওয়া খাইয়ে যায়।

২য় ভৃত্য। সে আজ কোথায় গেল বল দেখি? একটা কথা জিজ্ঞাসা কত্তে হবে।

১ম ভৃত্য। সে লোকটা ত তোর খুব ওস্তাদ হয়েছে, তার মত না নিয়ে বুঝি কোন কাজ করিসনি?

২য় ভৃত্য। না রে না, একটা বড় স্বপ্ন দেখিছি, তাই তাকে জিজ্ঞাসা কর্ব্ব।

১ম ভৃত্য। আমারও এতক্ষণ মনে ছিল না, আমিও একটা স্বপ্ন দেখিছি।

(ইউসফের প্রবেশ)

২য় ভৃত্য। আলেকম, সেলাম, কাল রাত্রে একটা বড় মজার স্বপ্ন দেখিছি "যেন তিনটে দ্রাক্ষার রস নির্গত করে রাজার পান পাত্রে দিলুম" অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেল।

১ম ভৃত্য। দেখ মিয়াসাহেব, আমারও একটা বড় মজার স্বপ্ন "যেন মাথায় ক'রে রাজার খাবার নিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় কতকগুলো পাখী এসে সব ছোঁ মেরে নিয়ে গেল"।

ইউ। ফারোয়া! তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ, তাতে অচীরে মুক্তিলাভ কর্ব্বে। আর আফেফিস! তোমার মুক্তির কিছু বিলম্ব আছে।

২য় ভৃত্য। খোদা তোমার মঙ্গল করুন মিয়া, নিশ্চয় তুমি কোন দেবতা।

১ম ভৃত্য। তা'হলে মিয়া, আমাকে এখন ও তোমার সঙ্গে থাকতে হবে?

২য় ভৃত্য। ওরে ভাবছিস কেন? তোর বাড়ীতে যদি কিছু খবর দিতে হয়, তা'হলে আমি সব হাল মালুম করে দেব। তা'হলে মিয়াসাহেব, আমি ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিনা কেন?

ইউ। যাবে? যাও, ভবিষ্যতে সাবধান হয়ো আর কখন একাজ কোরনা।

২য় ভৃত্য। বহুৎআচ্ছা মিয়া, সেলাম, সেলাম।

(দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রস্থান)

১ম ভৃত্য। ওরে দাঁড়া না, দাঁড়া না, একেবারে দৌড় মাল্লি যে?

(প্রথম ভৃত্যর প্রস্থান)

ইউ। সংসার হইতে ভাল কারাগার ধাম,
নাহি হেথা পাপ প্রলোভন
সুধা ভ্রমে হলাহলের নাহিক তড়াগ।
বেশ সুখে আছি,

উপযুক্ত নিরজন স্থান,
ধার্ম্মিকের প্রয়োজন যাহা।
কভু হাসি কভু কাঁদি
কভু গাই গীত আপনার মনে,
কভূ কহি ধর্ম্মরূপ কথা
উদাস নয়নে বসি,
শুনে যত কয়েদী নিকর।
চিন্তা নাই তিল মাত্র
হৃদয়ে কাহার।

(জনৈক রাজদূতের প্রবেশ)

রাজদূত। ওহে ইউসফ! মিসররাজের তোমার উপর ভারী জোর তলব হয়েছে। যদি পার, তবে বেকসুর খালাস। সভাসুদ্ধ বড় বড় জ্যোতিষী পণ্ডিৎ সব হার মেনেগেছে, এই বার তোমার পালা।

ইউ। রাজদূত! যে কার্য্য মহা বিদ্যান জ্যোতিষ পণ্ডিতের দ্বারায় হ'ল না, সে কার্য্য কি সামান্য মূর্খ ইউসফের দ্বারায় সম্ভব ?

রাজদূত। এ যেমন তেমন বলা নয়, যদি তোমার কথার মতন ফল না হয়, তা'হলে রাজ আজ্ঞায় শিরচ্ছেদ হবে। বহুত হুঁসিয়ার, ভাল ক'রে আমার কথা সমুজ কর, তার পর উত্তর দাও।

ইউ। রাজদূত! এ বড় বিষম কথা, লঘুপাপে গুরুদণ্ড, এ কোন বিচারে আছে ?

রাজদূত। কেউ টিকে কত্তে পাল্লে না, তুমি ত অমন কত স্বপ্নের কথা বলতে পার গো, তবে আর ভয় কচ্ছ কেন ? একটা সাফাই জবাব দিয়ে দাও, সিধে চলে যাই।

ইউ। অনেক স্বপ্নের কথা বলেছি বটে, তবে সবগুলো যে সত্য হয়, তার নিশ্চয়তা কি ? হয়ত এটা সত্য না হ'তে পারে।

রাজদূত। তা'হলেই ধড়থেকে মাথা তফাৎ হয়ে যাবে, খুব হুঁসিয়ারিসে উত্তর কর।

ইউ। তোমার দোষ কি? আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, কি রাজস্বপ্ন বল?

রাজদূত। শোন, গত রাত্রে রাজা স্বপ্নে দেখেছেন যে, "সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গাভী রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আনন্দে বিচরণ কত্তে লাগলো, তার অল্পক্ষণ পরেই, আর সাতটা কৃষ ও দুর্ব্বল গাভী এসে প্রথম সাতটা গাভীকে খেয়ে ফেল্লে, তার খানিক বাদে আর সাতটা সুপরিপক্ক শষ্য রাজার সম্মুখে উৎপন্ন হল। আর এক দিক থেকে সাতটা শুষ্ক শষ্য তাজা শষ্যের সঙ্গে লড়াই আরম্ভ কল্লে"। এই ত স্বপ্ন দুটো শুনলে, এখন জবাব দাও।

ইউ। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) রাজদূত! মহারাজকে আমার সেলাম দিয়ে বোল, এ সপ্নের ফলে সাত বৎসর মিসর ভূমী প্রচুর পরিমানে শষ্য প্রদান কর্ব্বে, কিন্তু পরবর্ত্তী সাত বৎসর একেবারে ঘোর দুর্ভিক্ষ হবে"। আর দ্বিতীয় সপ্নের ফল এই, "সাত বৎসর কৃষিকর্ম্মের দ্বারা যে শষ্যরাশি অর্জ্জন হবে, শেষ সাত বৎসরের মধ্যে তার একটা দানা পর্য্যন্ত থাকবে না, ঘোর দুভিক্ষ হবে"। অনেক বিপদে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন, বোধ হয় এ বিপদেও তাঁর কৃপায় উদ্ধার পাব।

রাজদূত। ভাল, আমি চল্লুম, দেখি তোমার বরাত।

(রাজদূতের প্রস্থান ও মনসুরের প্রবেশ)

ইউ। মনসুর! আজ তোমায় এরূপ দেখছি কেন? তোমায় দেখে বোধ হয় যেন কিছু বিপদ হয়েছে।

মন। ঠিক বলেছ, শীঘ্র এস, আজিজমিসরের বড় বিপদ।

ইউ। কি বিপদ? শীঘ্র বল।

মন। একটা তিন মাসের ছেলে, কাল তাঁকে বলে গেছে; তোমার কোন দোষ নেই, তুমি একেবারে নির্দ্দোষী আর তোমায় কয়েদখানায় থাকতে হবে না।

ইউ। মনসুর! এ সময় আর বিদ্রূপ কোর না.কি হয়েছে শীঘ্র বল।

মন। হ্যাঁ গো সাহেব,একটা তিন মাসের ছেলে সাক্ষী দিয়ে গেছে, আজিজমিসরের কাছে চল সব শুন্‌তে পাবে।

ইউ। সেখানে আর কে আছে?

মন। কেউ নেই, আজিজমিসর একা খাবি খাচ্ছে।

ইউ। সে কি! আর কেউ নেই?

মন। আর কে থাকবে? জোলেখা বিবির ত দিল একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। কখন কোথায় থাকে তার ঠিকানা নেই। একদিন দেখি একটা মোসাফিরখানার দরজায় শুয়ে আছে, আর একদিন আবার দেখি নদীতে জল খাচ্ছে। দাই মাগী আগে তোমার সঙ্গে লুকিয়ে এখানে এসে দেখাটা সাক্ষাতটা কোত্ত, সে মাগীও শুনছি আজ কদিন থেকে বড় ব্যায়রামে পড়েছে। কোথায় যে আছে, তাও জানিনি, হয়ত খোদাকে জবাব দিয়েছে।

ইউ। আ হা হা! বাঁধা ঘরে আগুন ধরেছে? মনসুর, এ কি শোনালে, প্রাণদাতা আজিজমিসরের মৃত্যুকাল! যাঁর আপার করুণায় প্রতিদিন মিসরবাসী অভুক্ত থাকত না, আজ তিনি একটা লোকের অভাবে বিখোরে যম দণ্ডে দণ্ডীত? চল চল দেরি কোর না।

(ইউসফের বেগে প্রস্থান)

মন। বাবা! খুব ভেলকিটে দেখালে যাহোক। একটা তিন মাসের ছেলে এসে কথা কয়ে গেল? তাই থেকে ত আজিজমিসরের ব্যায়রাম বেড়ে গেল্ যাই তবে।

(মনসুরের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আজিজমিসরের কক্ষ।

(মৃত্যুশয্যায় আজিজমিসর শায়িত,পার্শ্বে ঈরাণী ব্যজন হস্তে উপবিষ্টা)

আজিজ। (ভগ্নস্বরে) নারীর এত ছল? এত দিন আমায় আশায় আশায় রেখে ভবিষ্যতে ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়ে গেল? শুন্‌লেম জোলেখার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। উন্মাদিনী হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, ইউসফের নামে মিথ্যা অপবাদ? ও! সেই যন্ত্রণায় আমার প্রাণ যায়, খোদা রক্ষা কর, আমি জোলেখার কথায় সত্যবাদী ধর্ম্মাত্মা ইউসফকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি। আমার হৃদয়ে এখন দারুণ শেল বিঁধছে, আর আমার সহ্য হয় না, একটা তিন মাসের শিশু কি বলে গেল? আশ্চর্য্য! এখনও সেই শিশুর কথা আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রতিধ্বনি হচ্ছে, যে দুগ্ধপোষ্য শিশুর দন্তস্ফুরণ হয়নি, সে এমন গম্ভীর স্বরে কথা কইলে? বল্লে ইউসফ নির্দ্দোষী, আরও অনেক প্রমাণ পেয়েছি। উঃ! জোলেখা! তুমি পিশাচিনী, আমার মৃত্যুও দেখলে না?

ঈরাণী। স্থির হোন্, আপনার কোন চিন্তা নেই, হাকিম এসে বলে গেছে হঠাৎ একটা শিশুর পরিবর্ত্তন দেখে আপনার এরূপ অবস্থা হয়েছে, এই নিন অষুধ খান। (ঔষধ প্রদান) জাহান্নামে ফেলে দাও, আর আমার ঔষধ নেই। ইউসফ কে? তা আমি জেনেছি, এক ঔষধ তার ক্ষমা।

ঈরাণী। আপনি উতলা হবেন না, অনেকক্ষণ মনস্থর ইউসফকে আন্তে গেছে, এখনও কেন আসছেনা তা বলতে পারিনি।

আজিজ। আমি ঘোর পাপী, ইউসফ কি আমায় ক্ষমা কর্ব্বে? আজ আমার সব কথা মনে পড়েছে, জোলেখার বিশ্বাসঘাতকতা,

ইউসফের সংযমতা, সবই শুনেছি, এতদিন ঘোর অন্ধকারে ছিলুম, ঈরাণী! জোলেখার খবর কি?

ঈরাণী। জনাব! আর জোলেখার সে রূপ নেই, সে স্মৃতি নেই, সে শোভাও নেই, এখন একেবারেই উন্মাদিনী, অভাগিনী ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে, ধর্ম্মজ্ঞান শূণ্য হয়ে, নিশিদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে জানে এখন কতদূরে কোথায় আছে?

আজিজ। একবার ইচ্ছে ছিল, মৃত্যুকালে তাকে দেখি, আর জোলেখার সঙ্গে দেখা হবে না, আর তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে পাব না, একেবারেই জন্মের মত চল্লেম।

ঈরাণী। (স্বরোদনে) জনাব! জনাব!—

আজিজ। ঈরাণী! আর কেঁদ না, আমি মলে যত পার কেঁদ, অনেকদিন কেঁদে কেঁদে গেছে,জোলেখা ফিরেও দেখেনি, মৃত্যুশয্যাতেও ইউসফের জন্যে কেঁদে মচ্ছি, আর এখন চোখে জল নেই, উঃ! বড় যাতনা!

(ইউসফের বেগে প্রবেশ)

ইউ। প্রভু! প্রভু! এ কি দৃশ্য? আমি কি এই দেখবার জন্যে কয়েদখানা থেকে এলুম? ভগবান! রক্ষা কর।

আজিজ। কে ইউসফ? এসেছ? এস, এস, আরও কাছে এস, আমার মাথায় তুমি হাত দাও। মৃত্যুকালে যে তোমাকে একবার দেখতে পেলেম, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

ইউ। প্রাণদাতা! অন্নদাতা! আমি আপনার দাসানুদাস, আপনি এ কি বলছেন্? আমি একদিনও আশা করিনি যে, আপনাকে এ অবস্থায় দেখব।

আজিজ। আমায় ক্ষমা কর, তুমি স্বর্গচ্যুত দেবতা,—তোমার মিথ্যা অপবাদে—অনেক কষ্ট দিয়েছি, কিছু—মনে ক'র না।

ইউ। আমার অদৃষ্ট দোষে আমি কষ্ট পেয়েছি, আপনার অপরাধ

কি ? প্রাণদাতা! প্রভুকে ভৃত্য ক্ষমা কর্ব্বার কি সাধ্য আছে ? খোদা সকলকে ক্ষমা করেন, আপনাকেও তিনি ক্ষমা কর্ব্বেন।

আজিজ। একটা—তিন মাসের—শিশু—তোমার সত্যতার সাক্ষী—দিয়েছে, আমি জেনেছি—তুমি ধর্ম্মাত্মা—সাধুপুরুষ খোদার অংশ। দুনিয়ায় সিরিয়া দেশে—ধর্ম্মপ্রচারক ইয়াকুবের বংশ পবিত্র—করেছ, আজ থেকে—তুমি আর—ক্রীতদাস নও, ব'ল—আমার সকল অপরাধ—মার্জ্জনা করে—আশীর্ব্বাদ ক'র—যেন পরলোকে অনন্ত স্বর্গে—তোমার পুর্ণ জ্যোতির্ম্ময় রূপের—শ্রীচরণ ছাড়া না হ—ই। আশীর্ব্বাদ ক'র—যেন—নির্ব্বিঘ্নে মরি, তোমার প্রতি—অত্যাচার করে—আমার অনুতাপে—প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে, ইহলোকে—আমার কৃত পাপের—প্রায়শ্চিত্ত হ'ল আমার—প্রাণ—যায়।

ইউ। ঈশ্বর করুন আপনি সুস্থ হ'ন্। খোদা! কোথা তুমি, তোমার পায়ে আমার সেলাম, তোমায় প্রার্থনা করি, আমার জীবন-দাতাকে আরোগ্য কর। যদি প্রভুর প্রাণ বিনিময়ে অন্য জীবের জীবন গ্রহণে প্রকৃতির কার্য্য সম্পন্ন হয়, তা'হলে আমার জীবন নাও প্রভু, আজিজমিসরকে রক্ষা কর।

আজিজ। আর—হবে না! ইউসফ! একটা—বড়—আশা—ছিল—আমার—সময়—নিকট—আ—র কথা—হল—না—প্রা—ণ যায়। (মৃত্যু)

ইউ। (স্বরোদনে) ভগবান! ভগবান! এ কি হ'ল ?

(আজিজমিসরের মৃতদেহের উপর মস্তক নত করণ)

(পটক্ষেপন)

তৃতীয় দৃশ্য।

কেনান-ইয়াকুবের বাটীর সম্মুখ।

(ধীরে ধীরে ইয়াকুবের প্রবেশ)

ইয়া। তাই ত, দেখতে দেখতে ঘোর লোল জিহ্বা করালবদনী দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী দেশটাময় অধিকার করে নিলে, এত চেষ্টা কল্লেম, আজ আর কোথাও থেকে আহার জোগাড় কত্তে পাল্লেম না। আর দেশে আছেই বা কি? গাছ খেয়েছি, পাতা খেয়েছি, ডাল খেয়েছি, ঘাস খেয়েছি, মাটী পর্য্যন্ত খেয়েছি, বিষম পেটের জ্বালা, বড় ক্ষিদে বাবা, বড় ক্ষিদে। এই দেখ অন্নাভাবে অস্থিচর্ম্ম সব সার হোয়ে গেল, আর কোথায় কি পাব? সব খেয়েছি, কিছু বাদ দিইনি, বাকি আছে মানুষ, বোধ হয়, তাও পেটের দায়ে খেতে হবে। কাল একরকম একটা জানোয়ার খেয়ে দিন কেটে গেছে, আজ আর তাও পাওয়া গেল না। আর জানয়ার চরেই বা কোথায়? মাঠে একটা ঘাস পাতারও নাম পর্য্যন্ত নেই, অনেক স্থানের মাটী অবধি সব খেয়ে ফেলেছি, কেবল মাথার উপর অনন্ত আকাশ ধু ধু কচ্ছে। পেটের জ্বালায় লোক মরে একাকার হয়ে গেল, কে কাকে দেখে, সকলে ক্ষিদের জ্বালায় ব্যস্ত। এত বয়স হ'ল, এমন ঘোর আকাল ত কখন দেখিনি। ম'লে আপদ চুকে যায়, কিন্তু ভয় করে, বিনিয়ামিনের দশা কি হবে? আহা! বেচারা ইউসফের মতন অতি ভালমানুষ। ক্ষিদেতে ছট্ ফট্ কচ্ছে, আর আমি বাপ হ'য়ে চোখ দেখতে পারিনে, আমার বুক ভেঙ্গে যায়, ভগবান! আমি আহার না পাই ক্ষতি নেই, বিনিয়ামিনকে কিছু আহার দিয়ে প্রাণ রক্ষা কর। ইউসফ গেছে, বিনিয়ামিন গেলে রাহেলের স্মৃতি একেবারে লোপ পাবে। ঐ না রুবেন আসছে, দেখি আজ কিছু আহারের জোগাড় কোত্তে পেরেছে কি না?

(রুবেনের প্রবেশ)

কি হ'ল রুবেন? কিছু কি জোগাড় কত্তে পাল্লে? আমি ত এখানে হতাশ হয়ে পড়েছি, আজ এ পল্লীতে বিস্তর লোক মরেছে। যদি কিছু সুবিধে না হয়, তা'হলে কাল আমাদের মৃত্যুর পালা। সব গেছে, ঘর বেচেছি, দোর বেচেছি, ভিটে ও বেচে ফেলেছি, আর ত আমার কিছু সংস্থান নেই, কি হবে বল?

রুবেন। পিতা! বোধ হয় আমাদের মৃত্যুর কিছু বিলম্ব আছে, ঈশ্বর রক্ষা কর্ব্বেন এমন ভরসা হয়।

ইয়া। রুবেন! তোমার মুখে এ কথা শুনে আমি যেন আসমানে গেলেম, বল আগে কি উপায় আছে? বিনিয়ামিনকে বাঁচাই, আহা! বেচারা না খেয়ে কোথায় আহারের চেষ্টায় বনে বনে ঘুরছে।

রুবেন। মিসর পর্য্যন্ত যাবার মত যদি কিছু খাবার সংগ্রহ কত্তে পারা যায়, তা'হলে একটা উপায় হ'তে পারে।

ইয়া। সে কি বাবা, শীঘ্র বল।

রুবেন। মিসররাজ এই প্রচার করেছেন যে, দুর্ভিক্ষপিড়ীত লোকদিগকে অল্প মূল্যে শষ্য বিক্রয় কর্ব্বেন। আর যারা মূল্য দানে অপারক, তারা বিনামূল্যে পাবে, আমি সেই মিসর পর্য্যন্ত গেছলেম।

ইয়া। তা'হলে শষ্য কিছু এনেছ? না পথে লুঠে নিয়েছে?

রুবেন। সেখানে এক ভারী বিপদ উপস্থিত, আপনাকে আর বিনিয়ামিনকে নিয়ে যেতে না পাল্লে আর আমাদের রেহাই নেই।

ইয়া। সে আবার কি বিপদরে বাবা?

রুবেন। মিসররাজ আমাদের দস্যু বলে আটক করেছিলেন। দুর্ভিক্ষের কথা তাঁর মনে একেবারে অবিশ্বাস হয়। অনেক কাকুতি মিনতি কর্ব্বার পর, জুদাকে আটক ক'রে আমাদের ছেড়ে দিলেন।

ইয়া। বল কি? জুদা কি মিসর কারাগারে?

রুবেন। তাঁকে পরিচয় দিয়েছিলেম যে, সিরিয়া প্রদেশের আমরা একজন ধর্ম্মপ্রচারকের পুত্র। রাজার ধর্ম্মপ্রচারকের উপর বড় ভক্তি,

এখন তিনি আপনাকে দেখতে চান, বিনিয়ামিন ও আপনাকে নিয়ে গেলে, তবে আমাদের কথায় তাঁর বিশ্বাস হবে, নৈলে জুদা খালাস পাবে না।

ইয়া। (স্বগতঃ) এ কি ! মনটা কেন এমন হচ্ছে ? বিনিয়ামিন আর আমাকে দেখতে পেলে তবে জুদা খালাস পাবে। ইউসফ নইলে এমন কথা কেউ বলবে না, যেন মনে হচ্ছে সেই ইউসফ। কে যেন হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে ডেকে ডেকে বলছে, ইউসফ জীবিত, কিন্তু সে কি মিসরের রাজা ? হ'তে পারে আমার মনে হয়, ইউসফ যে স্বপ্ন দেখেছিল, আকাশ থেকে একাদশটী নক্ষত্র নেমে এসে, ভূমিষ্ঠ হয়ে তাকে প্রণাম করেছে, যে স্বপ্নের জন্য কুটীল বৈমাত্র ভ্রাতাগণের ঈর্ষানলে দ্বীপান্তরিত হ'ল। মনে আছে আর একদিন আমি স্বপ্ন দেখে-ছিলুম, যেন দুটো অজাগর তার মাথার উপর ফণা ধরে আছে। ইউ-সফ:কে বাঘে ধরেছে, সে কথা এখনও আমার মনে স্থান পাইনি ব'লে প্রতিদিন খোদার কাছে ইউসফের মঙ্গল কামনা করেছি। (প্রকাশ্যে) রুবেন ! মিসররাজকে কি রকম দেখলে ?

রুবেন। মিসররাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়নি, রাজমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হোয়েছিল। শুনেছি, বৃদ্ধরাজা আর কাজ কর্ম্ম করেন না, কেবল নাম মাত্র আছেন। জনরবে শুন্‌লেম, ঐ নবীন মন্ত্রীকে রাজা সমস্ত রাজ্যের ভার দিয়ে মক্কায় যাবার জন্য ব্যস্ত আছেন, মন্ত্রী পরম দয়ালু ব'লে বোধ হ'ল।

ইয়া। তাকে কি রকম দেখতে ?

রুবেন। খুব সুন্দর জুবা, অনেকটা যেন—ই—ই—ইউসফের মতন।

ইয়া। রুবেন ! ইউসফের নাম কত্তে অমন কল্লে কেন ? তোমার ভয়-বিজড়িত ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে বোধ হ'ল যেন সেই ইউসফ।

রুবেন। (স্বগতঃ) ভগবান ! আমায় রক্ষা কর।

ইয়া। রুবেন! তা'হলে মিসর যাবার স্থির কর। আজই মিসরে রওনা হওয়া যাক, এখানে ত আর আহার পাওয়া যায় না, কেবল হাহাকার, যার যা ছিল, জমা জমি সব গেছে, এখন প্রাণ পর্য্যন্ত যায়।

রুবেন। উপস্থিত তিন দিনকার মতন কিছু আহার জোগাড় করা চাই।

ইয়া। এখানে কিছু সংস্থান হ'তে পারে না? এখন খোদার নাম ক'রে রওনা হও, পথে আহার জোগাড় হবে।

রুবেন। সে আশা নেই, শুধু সিরিয়া দেশের এ অবস্থা নয়, এখান থেকে মিসরে যতদূর পর্য্যন্ত গেছি, পথের দু'ধারে কেবল বড় বড় গাছ দেখেছি, একটা পাতার নাম মাত্রও নেই, সব মানুষে খেয়েছে।

ইয়া। তা'হলে উপায়?

রুবেন। আপনি খানিক স্থির হয়ে বসুন, আমি একবার আশপাশে খুঁজে আসি, যদি কিছু পাওয়া যায়।

ইয়া। না বাবা, অমন কাজ করিসনি, এখন কেবল লোকের নর-মাংস খেতে বাকী আছে, কে জানে কার মনে কি আছে? বিনিয়ামিনটা অনেকক্ষণ গেছে, এখনও এলনা কেন?

রুবেন। তা'হলে একবার বিনিয়ামিনের সন্ধান করা দরকার।

ইয়া। দেখি, মিসররাজ কেমন? সে কে? উঃ বড় ক্ষিদে! বড় ক্ষিদে! হাত পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে, কাণে কিছু শুনতে পাইনি, চোখে অন্ধকার দেখি, মাথা ঘুরছে।

রুবেন। আসবার সময় জঙ্গলের দিকে কতকগুলো ভেড়ীর পায়ের দাগ দেখতে পেলেম। একবার চেষ্টা করে দেখে এলে হ'ত।

ইয়া। না, না, যেওনা এইখানে যা হয় হবে। উঃ! কতদিন ভাত খাইনি মনে পড়ে না।

রুবেন। ঐ যে বিনিয়ামিন আসছে, হাতে একটা হরিণ দেখছি, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন, বোধ হয় মিসরে যেতে পারবো।

ইয়া। ধিক আমায়! আমার দুধের ছেলে বিনিয়ামিন, জঙ্গল থেকে হরিণ এনে আমার প্রাণরক্ষা কচ্ছে, আর আমি তার বাপ হ'য়ে রাক্ষস সদৃশ্য ক্ষুধাতুর গ্রামবাসীর মুখে ছেড়ে দিয়েছি, কি নৃশংস পোড়া পেটের জ্বালায় জ্ঞানশূন্য হয়েছি?

(মৃত হরিণ হস্তে বিনিয়ামিনের দ্রুতপদে প্রবেশ)

বিনিয়া। চুপ্ চুপ্, খুব আস্তে, গোলমাল কোর না, কেবল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আসছি, পাছে কেউ দেখতে পায়, অনেক লোকে কেড়ে নেবার জন্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় নিরাপদে এসেছি।

ইয়া। বিনিয়ামিন! এ হরিণ তুমি কোথা থেকে নিয়ে এলে? আজ তোমার জন্যে সকলের জীবন রক্ষা হ'ল।

বিনিয়া। সলিম পাহাড়ের দিকে পেয়েছি, এখানে আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই, অনেকে তফাৎ থেকে আমাকে এদিকে আসতে দেখেছে, বোধ হয় সন্ধান করে দল নিয়ে এদিকে আসবে, আমি এটাকে রেখে আসি।

(বিনিয়ামিনের প্রস্থান)

রুবেন। মিছে নয়, সকলে যে রকম ক্ষুধার্ত্ত হয়েছে, এখানে দলবল শুদ্ধ এলে, হয়ত আমাদেরও খেয়ে ফেলবে।

ইয়া। ভগবান! তুমি সত্য, ধর্ম্ম সত্য, আমি অনেক ভেবেছিলেম, আজকের দিন কি করে যাবে, মনে ভেবেছিলেম আজই বুঝি আহার অভাবে ইহলীলা শেষ হবে। তুমি অন্তর্য্যামী, আমার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেছ, নইলে বিনিয়ামিনের কি সাধ্য সে জঙ্গল থেকে হরিণ শীকার করে, রুবেন, এস কিছু আহার করিগে।

(ইয়াকুবের প্রস্থান)

রুবেন। বিষম সন্দেহ, মিসর-রাজ-মন্ত্রী শুনলেম মন্ত্রীপদে

নূতন অভিষিক্ত হয়েছে। তার কণ্ঠস্বর শুনে যেন বোধ হোল, সে ইউসফ, তবে কি ইউসফ কুয়োর ভেতর মরেনি? বোধ হয় না, আমি রোজ কুয়োর কাছে গিয়ে তাকে ডেকেছি, কোন উত্তর পাইনি, একটা চাষা বলেছিল বটে, কে একটা বণিক এসে কুয়োর ভেতর থেকে একটা মানুষ তুলে নিয়ে গেছে, সে যে ইউসফ, তাতে আর সন্দেহ নেই। মিসরে শুনলেম নূতন মন্ত্রীটা ভূতপূর্ব্ব রাজ-মন্ত্রীর একটা ক্রীতদাস ছিল। ভাগ্যবলে দুর্ভিক্ষের দৈব গণনায় কৃতকার্য্য হয়ে, মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েছে। ইউসফটা কিন্তু দৈব গণনায় কৃতকার্য্য হ'ত, যদি প্রকৃত ইউসফ হয়, তা'হলে ত সর্ব্বনাশ!

(ইয়াকুব ও বিনিয়ামিনের পুনঃ প্রবেশ)

ইয়া। আর সে কথা বলিসনি বাবা, তোকে দেখে বেঁচে আছি, মনে হ'লে প্রাণ ফেটে যায়। মনে পড়বে কি বল, সে কথা দেখতে দেখতে প্রায় দশ বৎসর হয়ে গেল। রুবেন! আমরা মিসর যাবার বন্দবস্ত করেছি। আর বেশী বিলম্ব ক'র না, সেখানে জুদা কষ্ট পাবে।

রুবেন। না আর বিলম্ব করা উচিৎ নয়, কিন্তু পিতা আমি বড় আশ্চর্য্য হয়েছি, এক রকমের দুটী লোক পৃথিবীতে জন্মায় আগে জানতেম না।

ইয়া। (সবিস্ময়ে) সে কি রুবেন?

রুবেন। নূতন মন্ত্রীকে অনেকটা ইউসফের মতন দেখতে।

ইয়া। (করযোড়ে) ভগবান! অনেক আশায় মিসরে যাচ্ছি, শুধু উদরান্নের জন্য নয়, যেন রুবেনের কথা সত্য হয়, চল রুবেন, আর দেরী ক'র না। আমায় কে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তোমার কথা শুনে যেন ইউসফের ভালবাসার অনেক দিন পরে আবার হৃদয়ে আকর্ষণ হ'ল। কে যেন বলছে আমার অভিষ্ট পূর্ণ হবে, যাই, যাই, ইউসফ!

যেন আমার এই শেষ দশায় তোমায় দেখে মত্তে পারি, তোমার আন্তরিক স্নেহটানে ভেসে যাই।

(ইয়াকুবের প্রস্থান)

বিনিয়া। ভাই! চল, পিতাকে একলা ছেড়ে দেওয়া হবে না।

রুবেন। চল, চল, ভেবে আর কি কর্ব্ব ?

(উভয়ের প্রস্থান, অপর দিক হইতে শাহসাহেবের প্রবেশ)

শাহ। এতদিন ইয়াকুবের মঙ্গলের চেষ্টায় ঘুচ্ছি, কিন্তু কেউ জানে না। পাপীর মন সর্ব্বদা সশঙ্কিত, কেউ জানে না যে, ইউসফ স্বর্গীয় দেব অংশে সৃজিত, একজন প্যায়গম্বর। মানুষের ইচ্ছায় ইউসফের মৃত্যু নাই, এ কথা রুবেন বিশ্বাস করে না। ইউসফ যে মিসরের শাসনকর্ত্তা, এ কথাতেও ওদের সন্দেহ হয়? রুবেন! তুমি না বলেছিলে ইউসফ ব্যাঘ্র-কবলে নিহত? মিথ্যাবাদী; চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে মিসরে যাচ্ছি। তুমি বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল পাবে। ওরা অনেকদূর এগিয়ে গেল, আর দেরী কল্লে হবে না। ইয়াকুব যেরূপ আনন্দে উন্মত্ত হয়েছে, হঠাৎ ইউসফকে দেখলে হয়ত মৃত্যু হ'তে পারে, একেবারে ইউসফকে দেখান হবে না।

(শাহসাহেবের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

মিসর—মোসাফিরখানার সম্মুখ।

(ধাত্রীর মৃতদেহ পতিত, জোলেখা উন্মত্তাবস্থায়

বার্দ্ধক্য বেশে দণ্ডায়মান।)

জোলেখা। ঐ যা, সূর্য্যি ডুবে গেল, এই বেশ আলো ছিল, আবার অন্ধকার হয়ে আসে কেন? অন্ধকার হ'লে আমার প্রাণে আরও বেশী অন্ধকার হয়। আজ সব কথা মনে পড়ছে, কেমন রাত্রি হোত, আমি চুপি চুপি নিঃশব্দে ইউসফের ঘরে যেতুম। ইউসফ রাগ ক'ত্ত, আমি গ্রাহ্য কত্তেম না, আমার অপরাধ হোত, সে অনেক দিনের কথা। ভূলে গেলেম, কি বলছিলেম মনে পড়ছে না, হাঁ হাঁ, পড়েছে, পড়েছে, ঐ যে সাঁজের বেলা পাখীগুলো কেমন উড়ে যাচ্ছে, ওগুলো আবার কি? তারা? আ মরি! মরি! কেমন ঝিকি মিকি কচ্ছে দেখ, না উল্কাপাত, আমার চোখে যেন আগুণের মত ব'লে বোধ হচ্ছে। সাঁজের বেলা উল্কাপাত? না না, ও যে চাঁদ উঠেছে, যেন কাস্তে, আহা! ইউসফ শুয়ে ঘুমত, তার মুখে কেমন গোল চাঁদের আলোটী পড়তো, আমি চকোরিণীর মতন এক পাশে বসে অনিমেষনয়নে দেখতেম, কত যত্ন কত্তেম, কত কষ্ট দিয়েছি, তবু ত সে কিছু বলতো না। হাঁ, তারপর কি বল্ছিলেম, ঐ যা, আবার ভূলে গেছি, হাঁ হাঁ, ইউসফের কথা,সে যেন কিরকমের ছিল, রাতদিন ধর্ম্মকথা, ওসব আমার ভাল লাগত না, দেখতে দেখতে বেলা পড়ে গেল, দাই মাগী কাল থেকে ঘুমচ্ছে, এখনও ওঠেনি, সহরের মাগীগুলো আমার দোষ দেয়, মরণ আর কি, ঐ যে ইউসফ আসছে, ইউসফই ত বটে।

গীত

কেনগো আবার আজিকে আশার জ্বলিছে প্রদীপ প্রাণে।
কত দিন যারে নিশিতে শয়নে—
ভালবেসে প্রাণ দিয়েছি স্বপনে—
হৃদয় ভরিয়ে, যাহার লাগিয়ে,
মজেছি পিরীতে ঘুমে অচেতনে॥
(সে) বলে না কখন কেন অপরাধী,—
রেখেছে আমায় ক'রে নিরবধি—
রাশি রাশি কত ভাবনা সাগরে ডুবায় শোনে না কাণে।
যদি কভু হায় হৃদয়ের পটে,
ছবি খানি তার ধীরে জেগে ওঠে,
সকলি ভুলিবে, সব ফুরাইবে,
নীরবে নয়ন কত বরষিবে,
আজিকে প্রভাতে দেখেছি স্বপন যেন মজেছি তাহারি ধ্যানে॥

(জনৈক নাগরীকের প্রবেশ)

নাগরীক। বলি, ওরে পাগলী, তুই ত বেশ গাইতে পারিস, বোধ হয় তোর কাঁচা বয়সে মজরো কত্তিস না ? তাইতে গলাটা বেশ আছে।

জোলেখা। হাঁ গো হাঁ,সেই যে দাই মাগী বলেছিল তুমি শোননি ?

নাগরিক। তুই মাথা মুণ্ডু কি বলছিস ? তোর কথা যে কিছু বুঝতে পারিনে।

জোলেখা। সেই যে গো ইউসফ, তাকে চিন্তে পার না ? সেই যে, আমাদের কত ভালবাসা ছিল।

নাগরীক। ভাল কথা, আচ্ছা পাগলী ? ছোঁড়াগুলো তোকে ইউসফ ইউসফ, ব'লে রাস্তায় ক্ষেপায় কেন বল দেখি ?

জোলেখা। সেই আমি তাকে ভালবেসেছিলেম, তবু সে আমায় ঘৃণা কত্ত, তার জন্তে জীবনপাত করেছি, তবু তার চোখের শূল, আমায় চোখে দেখতে পাত্ত না, তোমার মনে পড়ে না?

নাগরীক। দ্যাখ, মহরমের সময় যেমন হাসেন হোসেন করে, তেমনি সকলসময় তুই ইউসফ ইউসফ করিস। এর ব্যাপার কি? সে কে?

জোলেখা। তুমি গো, তুমি, আমায় চিন্তে পাচ্ছ না? সেই যে তোমায় কত টাকা দিয়ে কিনেছিলেম, তুমি আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলে, সব ভুলে গেছ?

নাগরীক। তুই থাকিস কোথায়?

জোলেখা। যখন যেখানে মন যায়, কখন নদীর তীরে, কখন পর্ব্বত শিখরে, কখন কবর ভূমে, কখন বা এখানে থাকি। আকাশের আচ্ছাদনে, ধরণীর শয্যায় শুয়ে, ইউসফের ভাবনা ভেবে, দিন কেটে যায়।

নাগরীক। আচ্ছা, খাস কি?

জোলেখা। কেন? আমার মা আমায় খাবার এনে দেয়।

নাগরীক। দুর পাগলী, তোর আবার মা কে রে?

জোলেখা। ঐ যে দেখনা, শুয়ে ঘুমচ্ছে।

নাগরীক। (সবিস্ময়ে ধাত্রীকে দর্শন করতঃ) তোবা, তোবা, ও যে একটা মুদ্দোর।

জোলেখা। হাঁ হাঁ, ঠিক বলেছ, ঐ ত আমার মা, আমার জন্তে কষ্ট করে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নাগরীক। সর্ব্বনাশ করেছিস! এখান থেকে শীঘ্র পালা, তোর মায় ও ঘুম আর ভাঙ্গবে না, লাশ পচে গেলে মোশাফিরখানায় টেঁকা ভার হবে। এইবেলা সরে যা, এখানকার মালীক দেখতে পেলে তোকে কোতোয়ালীতে দেবে, পালা, পালা।

জোলেখা। হাঁ গো ঐ যে আমার মা, ফেলে যাই কি ক'রে? মানুষ ঘুমুচ্ছে, তুমি ভুলে গেলে কেন? সেই যে কতদিন তোমায় কয়েদখানায় দেখতে যেত, তুমি এত নিষ্ঠুর? ছি, ছি, সব ভুলে গেলে?

নাগরীক। তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি পাগ্‌লী, থাম্. থাম্. তোর জন্যে আমার গর্দ্দানা যাবে, কোতয়াল শুন্তে পেলে তোর পাগলামি শুনবে না, আমাকে হাজতে দেবে।

জোলেখা। হাঁগা, তবে তুমি কে গা? ইউসফ নও?

নাগরীক। দোহাই বেটী, থাম্, আমার কোন পুরুষে ইউসফ নয়।

জোলেখা। না না, তোমার মিথ্যা কথা, তুমি ইউসফ, আর তোমায় ছাড়ব না, কেন আমায় এত দুঃখ দিলে?

নাগরীক। আচ্ছা পাগলী, ঠিক ক'রে বল, তোর মা যে তোকে খাওয়াত, পয়সা পেত কোথা?

জোলেখা। কেন? মোসাফিরখানায় যত লোক আসত, তাদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে আমায় খাইয়েছে।

নাগরীক। তোর বাড়ী কোথা?

জোলেখা। ঠিক বলেছ, সব মনে পড়বে, দাঁড়াও, দাঁড়াও, বলছি, ঐ যা আবার ভুলে গেলুম, হাঁ, হাঁ, তুমি কি বলছিলে গা?

নাগরীক। ভাল করে শোন্ অমন করে আবল তাবল বকিস্‌নি।

জোলেখা। হাঁগো, সে দাইমাগিও তাই বল্লেছিল বটে।

নাগরীক। (স্বগত) আহা! হা! এ ভগবানের কি বিচার? এমন চৈতন্যময় জীবকে একটা পশুর অধম কোরে অচৈতন্য জড় পদার্থ কোরে কেন রাখলে? এ পাগলীটাকে অনেকদিন থেকে দেখ্‌ছি এইখানে শুয়ে থাকে, আবার মাঝে মাঝে দুচার দিন কোথায় চলে যায়, ও মাগীটাকে দেখেছি লোক জনের কাছে দুচার আনা ভিক্ষে ও পেত, আহা! সেই নিয়ে দুজনে মোশাফিরখানার দরজায় শুয়ে

দিন গুজরান করেছে। পাগলীটা বড় অনাথিনী বলে বোধ হয়, এর ভেতর নিশ্চয় একটা কারণ আছেই আছে। ইউসফ কে? একবার সন্ধান কত্তে হবে, কিন্তু মাগীটা হঠাৎ এক কথায় দুচার দিনের ব্যায়রামে মরে গেল, পাগলী বেচারীর কি হবে? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা পাগলী, তুই বাড়ী যাবি?

জোলেখা। হাঁ গো, এই যে দাই মাগী উঠছে না, সেখানে কি ইউসফ আছে গা?

নাগরীক। ও আর উঠছেনারে উঠছেনা, ও খোদাকে জবাব দিয়েছে, তোর ইউসফ কে? বল, যদি তার সন্ধান কত্তে পারি, তোকে সেখানে নিয়ে যাব, তুই কিছু ভাবিসনি।

জোলেখা। মনে পড়েছে গো, মনে পড়েছে, সে অনেক দিনের কথা, পোড়া মন যেন কি হয়েছে, একবার বেশ মনে পড়ে, আবার ভুলে যাই। তুমি কি সত্যি ইউসফের কাছে নিয়ে যাবে?

নাগরীক। তোর কোন ভাবনা নাই।

জোলেখা। তবে দিলেসা কর।

নাগরীক। তুই আগে মনে করে বল দেখি, কি বলছিলি?

জোলেখা। দাঁড়াও দাঁড়াও, মনে করি, সেই যে অনেকদিন আগে ইউসফ বলে একটা খুব সুন্দর পুরুষ মানুষ ছিল, মনে পড়ে?

নাগরীক। হাঁ, তারপর তুই বলে যা, কি হ'ল?

জোলেখা। দাঁড়াও তবে, আবার মনে করি, তারপর সে একদিন আমায় স্বপ্নে বলে গেল মিসরে আসতে, তারপর এখানে এলুম।

নাগরীক। এখানে এসে কোথা ছিলি?

জোলেখা। সেই যে আজীজমিসরের বাড়ীতে, তার সঙ্গে আমার সাথী হ'ল।

নাগরীক। (স্বভয়ে) চুপ চুপ, তোর বাবার ভাগ্যি যে, একথা

কেউ শুনতে পাইনি, তাহলে তোর গর্দ্দানা কেটে নিতো। আজিজমিসর কে ? জানিস ? ভারী ওমরাও লোক।

জোলেখা। হাঁ গো, তার সঙ্গে আমার সাধী হ'ল, কতদিন আমরা ঘর কল্লেম, তারপর ইউসফ আমার বাঁধা ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে।

নাগরীক। (স্বগতঃ) পাগলী যা বলছে, আমার মিথ্যে বলে বোধ হয় না। যদি ও পাগল বটে, তবুও ওর অন্তরে যেন ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মতন ঈষৎ জ্ঞানের জ্যোতি দেখা যাচ্ছে। বাহ্যিক পাগল, অন্তরে নিজের কর্ত্তব্য ও করে। (প্রকাশ্যে) ইউসফটা কে ? বলতে পাল্লিনি ?

জোলেখা। একটা ক্রীতদাস গো, অনেক টাকা দিয়ে কিনেছি, তুমিত জান।

নাগরীক। আচ্ছা, বল বল, তারপর ?

জোলেখা। তারপর আমি তার কাছে রাত্রে চুপি চুপি যেতুম, সে জেলে গেল, আমি দাই মাগীর সঙ্গে সেখানেও দেখতে যেতে ভুলিনি।

নাগরীক। আচ্ছা পাগলী, আজ তুই কি খেয়েছিস ?

জোলেখা। ঐ যে, ঐ মাগীর মাথাটা, দেখ না মাগীর রকম, এত ডাকলেম, তবু ওঠবার সময় হ'ল না, বেলা পড়ে গেল যে, ইউসফ শুনলে রাগ কর্ব্বে, মাগী কদিন তাকে জেলখানায় দেখতে যায়নি।

নাগরীক। ওরে পাগলী, ও ঘুম যে ঘুমোয়, সে আর উঠে না, তুই আমার সঙ্গে চলে আয়, এখানে থাকিস নি, দেখছিস ত, ছোঁড়া গুলো সব ইট মারে।

জোলেখা। দেখ তুমি ইউসফকে বলে দিও ত, আমাকে তারা দিন রাত জ্বালাতন করে।

নাগরীক। তোর ক্ষিদে পেয়েছে ?

জোলেখা। কেন ? সেই যে তুমি রুটী দিলে, আর নদীতে গিয়ে চান করে এক পেট জল খেয়ে এলুম।

নাগরীক। (স্বগতঃ) কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে, বলে আজিজমিসরের সঙ্গে সাধী হয়েছিল, তাহলে কি এমন ক'রে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়? বোধ হয় ইউসফের জন্য পাগল, এর সন্ধান ক'রে তবে অন্য কাজ। (প্রকাশ্যে) ইউসফ কোথা থাকে তুই জানিস?

জোলেখা। জানি, হাবুজ্‌খানায়।

নাগরীক। (স্বগতঃ) ভাল একবার আজিজমিসরের বাড়ীতে সন্ধান নিই, হয় ত ইউসফ বোলে কোন ক্রীতদাস ও থাকতে পারে। তারপর জেলখানায়ও খবর নেব, এ মাগীও বোধ হয় আজিজমিসরের বাড়ীতে কোন নীচ পরিচারীকা ছিল। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা পাগলী, তোকে যদি ইউসফকে দেখাই, তুই তাকে চিন্তে পারবি?

জোলেখা। হাঁ গো হাঁ, খুব পারবো গো, খুব পারবো, তাকে আর চিন্তে পারব না? যার চিন্তায় এতদিন পথে পথে কেটে গেল, তাকে কি আর জীবনে ভুলতে পারি? যতদিন জোলেখার স্মৃতি প্রলয় সলিলে তিরোহিত না হবে, যতদিন কবরস্থ না হবে, যতদিন জোলেখার ধমনীতে এক বিন্দু শোণিত সঞ্চালিত হবে, যতদিন প্রাণবায়ু হাওয়াতে না মেশায়, ততদিন জোলেখা ইউসফকে ভুলতে পার্ব্বে না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিণী, আত্মীয়-স্বজন সুখ, দুঃখ, সব ভুলে যাবে, তবুও ইউসফকে ভুলবে না। ইউসফের ছবি আমার হাড়ে হাড়ে আঁকা আছে গো, হাড়ে হাড়ে আঁকা আছে।

নাগরীক। তবে চল, ঐ বাজারে একটা দোকান থেকে তোকে কিছু খাবার খাইয়ে ইউসফের কাছে নিয়ে যাই।

গীত

বুঝেছি আপন প্রাণে, সে যে বড় নিরদয়।
নহে কেন আজি, হয়ে অনাথিনী,
ঘুরি পথে সেজে, প্রেম সন্ন্যাসিনী,
লাগে দিশে হারা, দিবস রজনী,
কত লোকে শুনি কত কথা কয়॥
কি দোষ পাইয়ে, বল অভাগীরে,
গিয়াছে ভুলিয়ে, আজি ধীরে ধীরে,
তাহারি কারণে, সদা জ্বালাতনে,
রহিব বাঁচিয়ে, কাঁদি মনে মনে,
অবশেষে ভেবে, হবে তনুক্ষয়॥

উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মিসর—রাজপ্রাসাদের কক্ষ।

(মিসররাজ ও ইউসফের প্রবেশ)

রাজা। ইউসফ! দুর্ভিক্ষ নিবারনার্থ কি প্রতীকার কল্লে?

ইউ। জাহাঁপনা! ধর্ম্মপ্রচারক ও যুদ্ধার্থীদিগের কর্ষিত ভূমির রাজকর হতে অব্যাহতি দান, অপর ভূমধ্যকারীগণের ভূমিসকলের অর্থ-বিনিময়ে এক চতুর্থাংশ শষ্য রাজকর-রূপে নির্দ্ধারিত করেছি। এই উপায়ে রাজ-শষ্যাগার উৎপন্ন ফসলে পূর্ণ হবে। এই উপায় অবলম্বন না কল্লে, ঘোর দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদিগের জীবন রক্ষা করা বড়ই দুরুহ।

রাজা। কিন্তু অর্থহীন হয়ে রাজ্য কিপ্রকারে চলবে?

ইউ। সেই জন্য যুদ্ধবিগ্রহ দমনার্থে সৈন্যদিগের ভূমির রাজস্ব আদায় হবে না। আর সামান্য অর্থ প্রয়োজন হ'লে অল্প মূল্যে সঞ্চিত শষ্য বিক্রয় করে কাজকার্য্য চলে যাবে। দুর্ভিক্ষের সময় অর্থ অপেক্ষা শষ্য অধিক প্রয়োজনীয়, আপনি অনুমতি করুন, যেন কোন ব্যক্তি জমি শষ্যবিনা পতিত না রাখে।

রাজা। ইউসফ! আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হলেম, আমি এমন নৃশংস জহ্লাদকে হুকুম করেছিলেম যে, যদি তোমার কথামত প্রত্যক্ষ স্বপ্নফল প্রদর্শিত না হয়, তোমার শিরচ্ছেদ হবে, কিন্তু আমার সে দর্প চুর্ণ হয়েছে। এখন আমার একটা কথা আছে, যদি রাখ।

ইউ। আমি আপনার দাস, কি আজ্ঞা করুন।

রাজা। তোমার শাস্ত্রালোচনা দেখে আমি তাজ্জ্যব হয়েছি। শুধু রাজপরিচ্ছদ পরে প্রজার পীড়ন কল্লে রাজা হয় না। রাজকার্য্যে যে জ্ঞানের ও গুণের প্রয়োজন, তার সকলই তোমাতে আছে।

আমার একান্ত ইচ্ছা, এ বৃদ্ধ বয়েসে তোমার হাতে সমস্ত মিসরের রাজ্য ভার দিয়ে মক্কায় বাস করে খোদার নাম কর্ব্ব।

ইউ। জনাব! আমি একজন ধর্ম্মপ্রচারকের পুত্র। পিতার সন্নিধানে শাস্ত্রকথা শুনে কার্য্যক্ষেত্রে দু'একটা জ্ঞানের প্রয়োগ করি, কিন্তু রাজকার্য্য বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এই আমার পরম সৌভাগ্য যে, প্রাণদাতা আজিজমিসরের দেহান্তে সেই পদে নিযুক্ত হয়েছি, কিন্তু খোদার নাম করে একরকম চলে যাচ্ছে, প্রকৃত কার্য্যের উপযুক্ত নই।

রাজা। না ইউসফ, আমার এ কথা তোমায় রাখতেই হবে। আমি আজই মক্কায় যাবার ইচ্ছা করেছি, খোদার কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি জল্‌দি আমায় তলব করেন। আর আমার তিলমাত্র বাঁচতে ইচ্ছা নাই, এতদিন রাজ্য কল্লেম, এরূপ দুর্ভিক্ষ কখন দেখিনি। রাজস্ব আদায়ের জন্য নিজের স্বার্থে প্রজার পীড়ন কর্ত্তে পারি, কিন্তু প্রজার হিতার্থে কিছু নই, আমার মৃত্যুই ভাল।

ইউ। রাজা ঈশ্বরের অংশ, পরলোকে বিচারভার ঈশ্বর হস্তে, ইহলোকে পাপ পুণ্যের বিচার রাজার নিকট। আমার কি সাধ্য যে, আপনার এই বিশাল মিসরসম্রাজ্য শাসন করি। আমি অতি দরিদ্রের সন্তান, পিতার শিবিরে কোনদিন আহার যুটত, কোনদিন বা উপবাসে কাটাতেম। ভাগ্যবলে মিসরে এসে আজিজমিসরের গৃহে অনেক সুখ দুঃখ ভোগ করেছি। জীবনে একদিনও আশা করিনি যে, মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হব। যখন বিনা অপরাধে আমার কারাদণ্ড হয়, মনে ভেবেছিলেম বুঝি সেই কারাপ্রাঙ্গনে দেহান্তে আমার সমাধী হবে। ঈশ্বর অনুকুল, ধর্ম্মের জয়, আমি নিরপরাধী, প্রাণদাতা আজিজমিসর জেনেছেন, আর আমার দুঃখ নেই।

রাজা। তোমার দ্বারায় রাজকার্য্য সম্ভবে, আজ থেকে তুমি

প্রজাগণের শুভাশুভের দায়ী। আমি বেগমসাহেবের সঙ্গে তীর্থ যাবার যোগাড় করিগে।

(রাজার প্রস্থান)

ইউ। রাজকার্য্য বিষম দুশ্চিন্তা, তুল্যাংশে ধর্ম্মকে তৌল ক'রে বিভক্ত করা বড় সামান্য কার্য্য নয়। কে কোথায় দুর্ব্বল ব্যক্তি এক মুষ্টি উদারান্নের জন্য হা হুতাশ কচ্ছে, আবার হয়ত কোথায় বলবান গরীবের মুখের অন্ন গ্রাস কচ্ছে, বিশেষ জটিল কাজ। মাতা পরলোকে গমন কল্লেন, মনে হ'ল পিতার মৃত্যুর পর, উদরান্নের জন্য পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াব, কিন্তু ধর্ম্মই সত্য, এত বিপদে, প্রলোভনে, কারাগারের অসহ্য যন্ত্রণায় একদিনও ইউসফের অন্তঃকরণ ধর্ম্মচ্যুত হয়নি।

(শাহসাহেবের প্রবেশ)

আপনি ফকীর? কেনান প্রদেশে পিতার শিবিরে একদিন যেন আপনার অতিথীসৎকার করেছিলেম।

শাহ। বেয়াদবী মাফ কর, শুনলেম, ধর্ম্মপ্রচারক ফকীরের বিনা সংবাদে এখানে আসতে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। অবারিত দ্বার ব'লে এখানে এসেছি।

ইউ। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনি আমায় মনে করেছেন। আমার পিতার সংবাদ কিছু জানেন? তিনি জিবীত কি মৃত?

শাহ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি এতদিন জটিল বিপদজালে জড়িত হয়েও ধর্ম্ম প্রত্যয় ক'রে কর্ম্মচ্যুত হওনি। তোমার পরিবর্ত্তনশীল সৌভাগ্য, এখনও যে সামান্য ফকীরকে মনে রেখেছে, তাতে আমি চমৎকৃত হয়েছি। আমি খোদার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার মঙ্গল হ'ক।

ইউ। আমার পিতার সংবাদ কি বলুন।

শাহ। স্থির হও, তিনি জিবীত আছেন, কিন্তু তোমার অদর্শনে

তাঁর বড়ই রূপান্তর হয়েছে, তাতে কেনান প্রদেশে ঘোর দুর্ভিক্ষের অনাহারে শীর্ণ দেহ, আর চক্ষুর জ্যোতিও একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

ইউ। কোথায় তিনি ?

শাহ। তিনি এখানে আছেন, আমি সঙ্গে ক'রে এনেছি। বোধ হয় তাঁর অন্তিমও অতি নিকট। এতদিন অনেক আগে তাঁর ইহলীলা শেষ হ'ত, কিন্তু আমি তোমার সংবাদ দিয়ে আশায় জিবীত রেখেছিলাম।

ইউ। আপনি কে ? জানি না, আপনার রূপজ্যোতি অনেক দিন আমার চোখে পড়েছে, বোধ হয় আপনি কোন দেবতা।

শাহ। সে কথা পরে হবে। আমি নিকটে এক বৃক্ষতলে তোমার পিতাকে রেখে এসেছি। তোমাকে দেখলে হঠাৎ প্রাণ বিয়োগ হতে পারে, আমি এখনি তাঁকে সঙ্গে ক'রে আনি।

(শাহসাহেবের প্রস্থান)

ইউ। ফকীর সামান্য নয়, অনেক দিন যেন অনেক স্থানে ওঁকে দেখেছি। বিপদে যখন একমনে ভগবানের ধ্যান করেছি, যেন ফকীরের রূপ আমায় সান্ত্বনা করেছে। শুনছি পিতা আমার জন্যে কেঁদে কেঁদে অন্ধ, আহা ! কতদিন পিতাকে দেখিনি, দেখতে পাব বোলে আশাও ছিল না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, কাহারও আশা অপূর্ণ রাখেন না।

(ইয়াকুবের হস্তধারণ করতঃ বিনিয়ামিন রুবেনের
সহিত শাহসাহেবের পুনঃ প্রবেশ ও ইয়াকুব
ব্যতীত সকলের ইউসফকে প্রণাম করন)

পিতা ! পিতা ! অভাগা সন্তানকে ক্ষমা করুন। আমার কি দুর্ভাগ্য, যে আপনার শ্রীচরণ দর্শনে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। (পদধারন)

ইয়া। ইউসফ ! ইউসফ ! কৈ ? কৈ ? তোমার অঙ্গস্পর্শে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হ'ল, কৈ ? আমি চোখে দেখতে পাইনি,

এমন হতভাগা চোখের মাথা খেয়েছি। তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে চক্ষু গেছে। যেটুকু দৃষ্টিশক্তি ছিল, এখানে আসতে আসতে প্রখর রৌদ্রতাপে ও অনাহারে তাও গেছে। কৈ ? এস এস, তোমায় একবার বুকে করি।

ইউ। পিতা! এই যে আমি, আহা! ভগবান! পার্থীব সারবস্তু চক্ষুধনে কোন অপরাধে পিতাকে বঞ্চিত কল্লে? ভগবান! যদি তোমার প্রতি একদিনও আমার ভক্তি থাকে, এ বিপদে পিতাকে রক্ষা কর।

(ইয়াকুবের চক্ষু প্রাপ্ত)

ইয়া। ইউসফ! ইউসফ! কে তুই? তোর প্রার্থণায় এখনিই আমার চক্ষু জ্যোতি এল? বাবা! এতদিন তুই এ বুড়োকে কি ক'রে ভুলে ছিলি?

ইউ। পিতা! ভাগ্যে আমার পিতৃসেবা ছিল না, দুর্ভাগাকে ও কথা আর জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন না।

ইয়া। বিনিয়ামিন! এই তোমার সহোদর ভাই, আমার প্রাণের ইউসফ। ইউসফ! তোমার নিরুদ্দেশকালে যে বিনিয়ামিন অতি শিশু ছিল, এই দেখ সেও এসেছে।

বিনিয়া। ভাই! ভাই! কতদিন পিতার কাছে তোমার কথা শুনেছি। আমার ভাল মনে পড়ত না, তবুও যেন স্বপ্নের মতন তোমাকে মনে হ'ত। আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, তোমার চরণ দর্শন পেলেম, আর তোমায় ছাড়ব না।

ইউ। ভাই! তোমার জন্যে আমার মন সর্ব্বদাই বড় চঞ্চল হ'ত, আজ ভগবান সে অভাব পূর্ণ কল্লেন।

ইয়া। ইউসফ! আর জুদা হতভাগাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে?

ইউ। পিতা! আমি তাঁকে কোন কষ্টে রাখিনি, তবে কেবল নজরবন্দী হয়ে আছেন, তাঁর জন্যে আমায় মাফ করুন। যদি তাঁকে

সেরকম ক'রে না রাখতেম, তা'হলে আপনাদের দর্শন পেতেম না। ঐ দেখুন জুদা আসছেন।

(জুদার প্রবেশ ও ইউসফকে কুর্ণিস করন)

শাহ। রুবেন! জুদা! দেখ দেখি, এই কি সেই ইউসফ? ব্যাঘ্র মুখ হতে যে ইউসফের গাত্রবস্ত্র নিয়ে গেছলে, একে কি এখন চিন্তে পাচ্ছ না? একি! কাঁপছ কেন? আমার মুখের দিকে চাও পাপীষ্ঠ; ভয় কি?

রুবেন। (নতজানু হইয়া) শাহসাহেব! আমি অতি মূর্খ, অতি নরাধম, আমায় মাফ করুন, আমার অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। অনুমতি করুন, জহ্লাদের হাতে আমার সব দোষ শেষ হয়ে যাক।

জুদা। (শাহসাহেবের পদ ধারণ করিয়া) আমার কি হবে? আমি যে সকলের চেয়ে ঘোর পাপী। পিতার স্নেহময় কোল হ'তে ইউসফকে কেড়ে নিয়ে কুপে রুদ্ধ করেছিলেম, আমার জিয়ন্তে নরক ভোগ হচ্ছে, চক্ষু বুজলেই ঘোর বিভিষিকাময় জাহান্নামের দৃশ্য দেখি, আমায় রক্ষা করুন।

ইউ। শাহসাহেব! শাহসাহেব! মেহেরবাণী কোরে দুজনকে রক্ষা করুন। আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে, এরা উপলক্ষ হয়েছিল, বিশষতঃ রুবেন ও জুদা শষ্যাভাবে এখানে না এলে, আমি পিতার সাক্ষাৎ পেতেম না, রুবেন ও জুদার ঋণ আমার এজন্মেও সোধ হবার নয়।

শাহ। ধন্য ইউসফ! তোমার অন্তকরণ, উগ্র শয়তানরূপী রাগ-রিপু এখনও পর্য্যন্ত তোমার পবিত্র হৃদয়কে স্পর্শ কত্তে পারেনি। অন্য লোক হ'লে নিশিদিন আততায়ীকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতিশোধ দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তোমার সব বিপরীত। ইয়াকুব! ইউসফ যে স্বপ্ন দেখেছিল, একাদশটী উজ্জল শূণ্য বিহারিণী নক্ষত্র, ভুমিষ্ট হ'য়ে তাকে প্রণাম করেছে, এইখানে তার প্রকৃত প্রমাণ হ'ল।

রুবেন! জুদা! ভবিষ্যতে সাবধান হও, ইউসফের অনুরোধে তোমরা নিষ্কৃতি পেলে, আর কখনও অধর্ম্ম সঙ্গত কার্য্য ক'র না। ধর্ম্মের জয়, আয়ুহীন না হ'লে, কাহারও ইচ্ছায় জীব মাত্রের মৃত্যু হয় না। তোমরা কূপে রুদ্ধ ক'রে অনিশ্চিত মৃত্যু জেনে নিশ্চিন্ত ছিলে, কিন্তু দেখ, কোথা হতে কি হ'ল? ইয়াকুব! এখানে আর বিলম্ব কর্ব্বার আবশ্যক নাই, চল ক্ষণেককাল বিশ্রাম করিগে, এস ইউসফ, সকলে যাই।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আজিজমিসরের বাটীর সম্মুখ।

(নাগরীক ও মনছুরের প্রবেশ)

নাগরীক। তোমার নাম না মনছুর মিয়া ?

মন। আজ্ঞে হুজুর।

নাগরীক। তা দেখ, তোমার কাছে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব ব'লে আজ কদিন থেকে তোমার সন্ধান কচ্ছি।

মন। তা মেহেরবাণী করে কি কথাটা বলে ফেলুন।

নাগরীক। আমি আজিজমিসরের বাড়ীতে গেছলেম, শুনলেম সেখানে আর কেউ বাস করে না। অনেক কষ্টে আস পাশ থেকে তোমায় সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। যাহোক, খোদা আজ মিলিয়ে দিয়েছেন, ভালই হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে এই, জোলেখা বিবিকে জান ? সে কে ? বল দেখি, আর কতদিন এ বাড়ী থেকে গেছে ? কোথায় আছে ? কিছু সন্ধান পেয়েছ ?

মন। দেখুন, আপনি কিছু দুঃখিত হবেন না, আরও গোটা-কতক মুখ থাকলে তবে জবাব কুলত, এখন কোনটা রেখে, কোনটার জবাব দিই বলুন।

নাগরীক। আচ্ছা, জোলেখা বিবির কথাটাই বল, সে কে ?

মন। আর বলেন কি মিয়াসাহেব, সে বড় দুঃখের কথা। তিনি মৃত আজিজমিসরের ধর্ম্মপত্নী, এখন দিনকতক থেকে বিবাগী হ'য়ে গেছেন।

নাগরীক। তার বিবাগী হবার কারণ কি ? বলতে পার ?

মন। আপনার এ সব কথায় এত মাথা ব্যাথা কেন ? আপনি পাগলা গারদের গোয়েন্দা না কি ?

নাগরীক। না, না, আমার কিছু বিশেষ আবশ্যক আছে, তা তোমায় পরে বলব।

মন। তবে শোন, সব কথাই বলি। আমার মনিব আজিজমিসর বড় খাড়া লোক ছিলেন, শুনেছি গোড়া থেকে বলেছিল, বিয়ে কর্ব্বে না। দিন কতক বাদে এর ভেতর কিছু গুরুতর মজাও হয়েছিল, সেটা যে কি? তা জোলেখা বিবি আর আজিজমিসর দুজনে জান্তেন। দিনকতক বাদে আমার একটা ইউসফ বলে জুড়ীদার আসে, লোকটা অনেক রকম ভেলকি জানে। আর বাড়ীর ভেতরে কায কর্ম্ম কোত্ত, জোলেখা বিবি বোধ হয় লুকিয়ে চুরিয়ে তার সঙ্গে আসনাই কোরে থাকবে, সেই জন্যে রাতদিন ইউসফ ইউসফ কোরে মোত্ত, কিন্তু সে বড় ঘ্যাড়াত না। এই সব ব্যাপার আজিজমিসর জান্তে পেরে তাকে ফাটকে দেন। সেথানেও সে ভেলকি চালালে, একটা তিন মাসের ছেলেকে বেমালুম কথা কইয়ে বেকসুর খালাস পেলে। মর্ব্বার সময় আজিজমিসর তাকে বেকসুর দাসত্ব থেকে খালাস দিয়ে গেলেন, এখন শুনছি আবার সে রাজা হয়েছে।

নাগরীক। বল কিহে? তুমি যে একটা মস্ত রূপ-কথা শোনালে। আচ্ছা, এখন এ বাড়ীতে কে কে আছে বলতে পার?

মন। আর মসাই, এ বাড়ীতে সকলেই থাকতেম্, এক রকম আমোদ আহ্লাদে বেশ কেটে যেত। ঐ দেখুন, আজিজমিসর মরে গিয়ে অবধি ভূতের বাসা হয়েছে। ঘরে ঘরে চাম্‌চিকে আর বাদুড়ের আড্ডা করেছে, ঢুকতে ভয় করে। আমি একটা অথদ্যে, তাই নিচেকার একটা ঘরে পোড়ে থাকি, কি আর কর্ব্ব বলুন, আর ত চাল চুল নেই।

নাগরীক। তা'হলে তুমি এখন এই বাড়ীটাতে একলা থাক?

মন। কাজে কাজেই, ঈরাণী বোলে জোলেখা বিবির একটা ইয়ার ছিল, সেটাও আজ চারদিন হ'ল একটা চেনা লোকের সঙ্গে

দেশে ফিরে গেছে। একলাই ঐ নিচেকার ঘর খানায় শুয়ে থাকি, কত আগেকার কথাই মনে পড়ে।

নাগরীক। আচ্ছা, জোলেখা বিবির বাপের বাড়ী কোথা?

মন। আরবের রাজা তৈমুসের কন্যা, বড় আদরের জিনিস ছিল। আমাদের নসীব খারাপ, তাই এমন হয়ে গেল।

নাগরীক। আচ্ছা, এখন তুমি জোলেখা বিবিকে দেখলে ঠাওর কত্তে পার?

মন। বলতে পারিনি মসাই, সেদিন শুনছিলুম একেবারে বুড়ো হয়েছে, আর চিন্তে পারা যায় না। কিন্তু সকলেই জানে তার মতন খাবসুরৎ জানানা জগতে আর কেউ ছিল না।

নাগরীক। এখন এক কাজ কত্তে পার? সন্ধান করে দেখদেখি, সে কোথায় থাকে?

মন। কেন? আপনি কি জোলেখা বিবির সঙ্গে তার সাধী দেবেন?

নাগরীক। যদি হয়, তাতে ক্ষতি কি?

মন। আপনার ও দেখছি জোলেখা বিবির মতন মাথাটা খারাপ। জান মিয়াসাহেব, তখন জোলেখা বিবির চেহারা দেখলে অনেক ফকীর সাধু প্যায়গম্বরের মন টলে যেত। আর এখন শুনছি একটা কদাকার বনমানুষ হয়েছে। তখন বড় ইউসফের মন টলেছিল, তা বড় সাধী হোল, আর সে এমন বান্দা নয়, এখন মনে কল্লে দেশ শুদ্ধ লোকের মাথা নিতে পারে।

নাগরীক। বল কি? সে এখন কোথায়?

মন। সে কথা শুনলে তোমার আর কি হবে? সে এখন মিসরের রাজা।

নাগরীক। এই না তুমি বলছিলে, সে তোমার জুড়িদার ছিল?

মন। তা'হলে কি চিরকালই তার বরাতে পাথর চাপা থাকবে?

নাগরীক। তোমার কথা কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি, ক্রীতদাস থেকে একবারে রাজা হয়ে গেল?

মন। আজ্ঞে হ্যাঁ, এ দুনিয়ায় সকল জিনিস পরিষ্কার কল্লে ময়লা ছাড়ে, কিন্তু কয়লাকে হাজারবার গরম জলে সেদ্ধ কল্লেও যে কাল সেই কালই থাকে।

নাগরীক। কেন? কেন?

মন। যখন লোকের সময় ভাল হয়, আড়ালে অনেকেই কাণাঘুসো করে, কেউ বলে কণজন্মা, কেউ বা বলে দেবতা, যার যা মনে আসে, সে তাই বলে। ইউসফের সময় ভাল, ক্রীতদাস থেকে রাজা হয়েছে, কত লোকে কত বলছে। আর আমি একটা কয়লা, আমার চোদ্দ পুরুষ থেকে যে বান্দা সেই বান্দা, তবে অনেকটা সৌভাগ্য যে, এখনও অভাবে হাত টানটা হয়নি।

নাগরীক। দেখ, এখন একবার চেষ্টা কোরে দেখলে হয়। জোলেখা বিবিকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়েছে। তাই অনেক চেষ্টা দেখছি।

মন। আপনার সরল প্রাণ, তাই এতটা বিশ্বাস কোরেছেন। অন্য লোকে আবার অন্য রকম মনে করে। আপনি কি জোলেখা বিবির কোন সন্ধান পেয়েছেন?

নাগরীক। হাঁ, সে ঐ মোসাফিরখানার দরজায় শুয়ে থাকে, আমিও সেইখানে থাকি।

মন। আচ্ছা, তার সঙ্গে একটা বয়েসওলা মাগী ছিল না?

নাগরীক। শুনলেম ত সে জোলেখার ধাত্রী ছিল।

মন। হাঁ, হাঁ, তার খবর কি?

নাগরীক। সে মাগীটা আজ দিন কতক হ'ল মরে গেছে।

মন। তবে ত সবই শেষ। আরব থেকে একসঙ্গে যে কজন এসেছিলুম, তার মধ্যে সকলেই গত। জোলেখা বিবিও যাবার সামিল, এখন বাকী আছি আমি যেতে, তা'হলেই সব চুকে যায়।

নাগরীক। আহা! তা'হলে তোমার মনে বড় কষ্ট হয়েছে দেখছি।

মন। আর বলেন কেন? অমন দেলদরিয়া মেজাজ মনিব কখন দেখিনি।

নাগরীক। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক) দেখদেখি ঐ স্ত্রীলোকটাকে জান?

মন। না, চেনা যায় না বটে, তবে ঢংটা ঠিক আছে। বহুদিন বাদে দেখলুম। মরি! মরি! কি চেহারাই হয়েছে।

নাগরীক। আমি জেলখানায় গিয়ে ঘুস দিয়ে সন্ধান নিলুম, ইউসফ বোলে একটা কয়েদি ছিল, কিন্তু দৈব গননায় দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করায় ভাগ্যবলে মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হয়েছে। তার পর রাজ-বাড়ীর কতগুল জমাদারের কাছে শুনলেম ঘটনাটা প্রকৃত, আরও খবর নিলুম এই পথ দিয়ে ইউসফ প্রত্যহ যাতায়াত করে, তাই জোলেখাকে ওখানে বসিয়ে রেখে এসেছি।

মন। দেখুন, আমার কিছু অসাধ নেই। যদি জোলেখা বিবির ভাগ্যে সুখ থাকে, তা'হলে সকলের ভাল। এখন ত কোন গতিকে আহার যোগাড় কত্তে হচ্ছে। তাও আজ কাল আর বেকার বসে বসে দুবেলা আহার জোটে না, ঐ এক বেলা খেয়ে পেটে হাত দিয়ে মড়ার মতন পড়ে থাকি। জোলেখা বিবির সাথী হোলে আমার রুটি মারে কে? কিন্তু ইউসফের কাছে জাওয়া বড় শক্ত ব্যাপার।

নাগরীক। তুমি সন্ধান নাও, আমি না হয় ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

মন। ওর ব্যায়রাম স্যায়রাম কিছুই নয়, ইউসফের জন্যে অমন হয়েছে।

নাগরীক। ওহে দেখ, দেখ, ঐ না জোলেখা? ইউসফের ঘোড়ার মুখ ধ'রে কি কথা কইছে।

মন। তাইত, ইউসফ যে খুব ঘাড় নাড়ছে। বোধ হয় ওর কথায় রাজী হল।

নাগরীক। তাইত, জোলেখা, ঠিক কথা বলেছে, এত সুন্দর ইউসফ, ক্রীতদাস ছিল? আমার বিশ্বাস হয় না। আহা! এর জন্যে জোলেখা পাগলিনী।

মন। হয়েছে হয়েছে, মিয়াসাহেব, ঐ দেখ জোলেখা কি রকম ফুর্ত্তি কত্তে কত্তে আসছে। বোধ হয় যেন ওর কোন পাগলামি নেই।

নাগরীক। আহা, ঈশ্বর করুন, যেন তাই হয়। অনাথিনী একেবারে উন্মাদিনী হয়েছে!

(জোলেখার প্রবেশ)

জোলেখা। কেরে তুই না মনসুর? কেমন আছিস?

মন। বিবিসাহেব! একি? আর তোমায় চিন্তে পারা যায় না। তুমি সত্যই উন্মাদিনী। আর আজিজমিসরের খবর জেনেছ? তোমার জন্যে ম'রে গেল, তবু একবার দেখা কত্তে পাল্লে না?

জোলেখা। আজিজমিসর মরেছে? শুনেছি, শুনেছি, সে আমায় দেখতে চেয়েছিল, যাই আর দেরী কর্ব্ব না। ইউসফের সঙ্গে দেখা করিগে, তোরা আয়।

(মনসুর ও জোলেখার প্রস্থান)

নাগরীক। এ ত সামান্য পাগল নয়, মুখে যা বলে, কার্য্য ও তাই, প্রকৃত আজিজমিসরের ধর্ম্মপত্নী, সত্যই ইউসফের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী। ইউসফও সত্য ক্রীতদাস, এখন মিসরের রাজা। জোলেখাকে সামান্য স্ত্রীলোক জ্ঞানে সকলেই বিদ্রূপ করে, কিন্তু সে সামান্য স্ত্রীলোক নয়, আরবদেশীয় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা তৈমুষের দুহিতা। ভগবান! তোমার কার্য্য কি? জানিনা, এমন পরম সুন্দর মনুষ্যজীবের এঅবস্থা? দেখি এরা গেল কোথা?

(নাগরীকের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

মিসররাজের বহির্ব্বাটী।

(ইউসফের প্রবেশ)

ইউ। কে সে বৃদ্ধা? অসীম দুঃসাহসিক! আমার ধাববান অশ্বের গতিরোধ কল্লে? বলে, আমার সঙ্গে তার কি কথা আছে। কি কথা? বোধ হয় কিছু চায়।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। আপনার দর্শন প্রার্থী একজন স্ত্রীলোক দ্বার দেশে অপেক্ষা কচ্ছে।

ইউ। কি রকম স্ত্রীলোক?

প্রহরী। একজন বৃদ্ধা।

ইউ। আচ্ছা, তাকে আমার সেলাম দাও।

(প্রহরীর প্রস্থান)

সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকই এসেছে, কি উদ্দেশে, বুঝতে পাচ্ছিনে। কাল্ আমার দিকে বক্র দৃষ্টিতে দেখেছিল কেন? অবশ্য কোন কারণ আছে। বোধ হয় কেহ তার প্রতি কোন অত্যাচার করেছে, হয়ত তার অভিযোগ কর্ব্বে।

(জোলেখার প্রবেশ)

বৃদ্ধা! তুমি কাল আমার অশ্বের গতিরোধ করেছিলে কেন?

জোলেখা। তুমি ইউসফ? হায়! হায়! এখন আর আমায় চিন্তে পাচ্ছ না? ছি! ছি! তোমার এ কি স্মরণশক্তি? এই কি তোমার ধর্ম্মজ্ঞান? এ প্রভুভক্তি তুমি কোথায় শিখেছিলে? আজ আমার চুল পেকেছে, সে রূপ নাই, বৃদ্ধা হ'য়ে অতি ঘৃণীত হয়েছি। বালকের, যুবকের, পুরস্ত্রীর, উপহাসের জিনিস হয়েছি।

এখন আমায় চিন্তে পার্ব্বে কেন? একদিনের পদন্নোতিতে এত পরিবর্ত্তন? আর আমার যে প্রতিদিন অসহ্য যন্ত্রণার অধোনতিতে এ পরিবর্ত্তন হবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

ইউ। তুমি বাতুল, যাও, যদি কিছু অর্থের প্রয়োজন থাকে, আমি কোসাধক্ষ্যকে অনুমতি কচ্ছি, তোমায় সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেবে।

জোলেখা। বলি, কে ইউসফ? আমি ভিখারিণী নই, তোমার কাছে এক কপর্দ্দকের প্রত্যাসী নই, একদিন তুমি না বলেছিলে মুদ্রা যত অনর্থের মূল, আজ তুমি মুদ্রা চিনেছ, তাই আমায় মুদ্রা দিয়ে বিদায় কর্ব্বে? মনে পড়ে কি, একদিন আমার আজ্ঞা পালনের জন্য মুখের দিকে চেয়ে কুকুরের মতন বোসে থাকতে, তুমি ত একজন ক্রীতদাস, তোমার আবার মুদ্রা কোথায়? আমার ধনরত্নে অনেক লোক তোমার মতন রাজা হয়ে গেছে, তুমি মুদ্রার লোভ আর আমায় দেখিও না।

ইউ। কে তুমি বৃদ্ধা? তোমার অর্থের প্রয়োজন না থাকে অন্য কি কার্য্য আছে বল।

জোলেখা। কে শুনবে? তুমি? বিশ্বাস কর্ব্বে কেন?

ইউ। দেখছি তুমি উন্মাদিনী।

জোলেখা। সে ত তোমারই জন্য, মনে পড়ে কি জোলেখা ব'লে কখন কাকে কোথায় দেখেছ?

ইউ। তিনি আমার প্রাণদাতা, অন্নদাতা, মৃত প্রভু আজিজ-মিসরের ধর্ম্মপত্নী।

জোলেখা। তোমার সম্পূর্ণ ভ্রম, লোকে জানে ধর্ম্মপত্নী, কিন্তু ঈশ্বর জানেন, ইউসফের পরিণীতা, তুমি নিষ্ঠুর, এ কথায় বিশ্বাস কর্ব্বে কেন? তোমার দোষ নেই, যত দোষ তোমার চিন্তার, তোমার ভীষণ চিন্তায় এই ঘোর পরিবর্ত্তন। দেখ দেখি আমি সেই অভাগিনী জোলেখা কি না?

ইউ। না, না, কখনই নয়, সে প্রভাত-শুক্র তারা রূপিণী, মুণিজন মোহিনী, রাজ নন্দিনীর ঈষৎ দোলায়মান গৃবা, অনুরাগে রঞ্জিত, অধোরোষ্ঠে ঈষৎ হাসির রেখা প্রস্ফুটিত, দেবী প্রতিমার ছবি আমার হৃদয়ে আঁকা আছে, সে বিধাতার ধ্যানের সৃষ্টি।

জোলেখা। আমিই সেই, একদিন রূপে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের রাণী, বিষয় বৈভবে সম্মানে দ্বিতীয়া সম্রাজ্ঞী। দানে,বদান্যতায়,পরিচয়ে, প্রবল পরাক্রান্ত রাজনন্দিনী ছিলেম, এখন ভিখারিণী, শুধু তোমারই জন্যে। জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিবেক, সব ছিল, এখন আর কিছু নাই, সব গেছে, তুমিই তার মূল। সুখ, দুঃখ, স্পৃহা, সব ছিল, এখন একেবারে তোমার জন্যে কাঙ্গালিনী। তোমার চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক তিল্ তিল্ করে ক্ষয় হয়ে গেছে, তবুও এখন আশাতে বেঁচে আছি। পথে যাকে দেখি, সবই যেন তোমার মতন, আমার হাড়ে হাড়ে যেন তোমর শণিত, আর বাচ বিচার নেই, কাণ্ডজ্ঞান নেই. পাপ পুণ্য মানি না, স্বর্গ নরক ভুলে গেছি, কিছুই অনুভব নেই, শেয়াল কুকুরের সঙ্গে পথে পথে ঘুরি, শুই, খাই, কত লোকে কত কথা বলে, সব শুনতে পাই, কিন্তু কিছু মনে রাখি না।

ইউ। (স্বগতঃ) এ বৃদ্ধার কথায় বিশ্বাস হয়, যখন করুণাময় সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অসীম দয়ায় একটী ক্ষুদ্র অঙ্কুর হ'তে বৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, শিশু ভূমিষ্ট হয়ে প্রকৃতির নিয়মানুসারে বার্দ্ধক্যে পরিণত হয়, তখন জোলেখার এ পরিবর্ত্তন অসম্ভব নয়। (প্রকাশ্যে) আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আপনি আমার প্রভুপত্নী, এ কথায় আর আমার অবিশ্বাস নাই।

জোলেখা। শুনেছি তুমি আজিজমিসরের মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলে, যান, সে আমায় দেখতে চেয়েছিল, পাছে তোমার ধ্যানে আমার বিঘ্ন ঘটে, অন্য সময় অতিবাহিত হয়, সেই জন্য আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত দেখিনি। তার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক ?

ইউ। আপনার ধাত্রী কোথায় ?

জোলেখা। আর সে নাই, সব গেছে, এখন বাকী আছি, আমি যেতে, তাও বোধ হয় তুমি না গেলে আমার মৃত্যু হবে না।

ইউ। আপনার সে রূপ কোথায় গেল ?

জোলেখা। তাতে আর তোমার কি দরকার ? নিষ্ঠুর, আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ, সে রূপ কোথায় ? তোমার দুর্ব্বিসহ চিন্তার কালিতে আমার সে রূপ ঢেকে গেছে, অতুল ধনরত্ন তোমার ধ্যানে ধুল হয়ে উড়ে গেছে, তোমার চিন্তার ভার নিশিদিন বহন করে বৃদ্ধা হলেম, তোমার বিরহে কেঁদে কেঁদে আর চোখের জ্যোতি নাই, তোমার অভাবে সন্নাস গ্রহণে তৈলাভাবে চুল সাদা হ'ল, এখন কাঙ্গালিনী, মুসাফিরখানার দরজায় শুয়ে থাকি, আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ, আমার সে রূপ কোথায় ?

ইউ। আমি ভাগ্যবলে যাই হই, তবু আমি আপনার ক্রীতদাস। আপনার কি প্রয়োজন, আজ্ঞা করুন, এই দণ্ডেই পূর্ণ কর্ব্ব।

জোলেখা। ভগবান! কোথায় তুমি ? আমার সহায় হও, কে আমার এই অনন্ত ভালবাসার সাক্ষ দেবে ?

(শাহসাহেবের প্রবেশ)

শাহ। ইউসফ! তোমার মত ধর্ম্মপ্রাণ সাধুপুরুষের পাপ আচরণে প্রবৃত্তি কেন ?

ইউ। শাহসাহেব! আমি অন্ধ, যদি জ্ঞান কৃত পাপে প্রবৃত্ত হয়ে থাকি, আমায় তার প্রতিকার করুন।

শাহ। কে এ স্ত্রিলোক ?

ইউ। আমার ধর্ম্মপিতা, প্রাণদাতা, স্বর্গীয় আজিজমিসরের পরিণীতা ভার্য্যা ?

শাহ। তোমার কাছে কিসের প্রার্থী ?

ইউ। পূর্ব্বে আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন, উপস্থিত ওঁর কি প্রার্থনা, তা আমি জানি না।

শাহ। আমি জানি, পূর্ব্বে ওঁর যে প্রার্থনা ছিল, এখনও সেই প্রার্থনা। সে প্রার্থনা পূর্ণ কর্ব্বার তোমার আপত্তি কি ?

ইউ। সর্ব্বনাশ ! প্রলয় সলিলে বিশ্বসংসার যে ডুবে যাবে।

শাহ। তোমার আত্মবিস্মৃতি আছে, আমার এই বস্ত্রাভাগ স্পর্শ করে চক্ষু মুদ্রিত কর, জ্ঞানশূণ্য হবে, ভয় নেই।

(ইউসফের তথাকরণ ও বস্ত্র স্পর্শান্তে
সজ্ঞাহীনাবস্থায় দণ্ডায়মান)

শাহ। ইউসফ !

ইউ। কেন ?

শাহ। এখন তুমি কোথায় ?

ইউ। আমি কোথায় জানিনি, তবে আমার অন্তরাত্মা যেন নশ্বর মৃত্তিকাময় পৃথিবীতে আর নাই। যেন একটা আলোকময় স্বপ্ন রাজ্যে, শূণ্য প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাহ। এ দেশ কখন দেখেছিলে ?

ইউ। না, কবির কল্পনায় পড়েছি।

শাহ। এখন ?

ইউ। চোখে দেখছি, আপনি কে ?

শাহ। কে বলদেখি ?

ইউ। কে, বুঝতে পাচ্ছিনা,যেন বিধাতার কোন দৈবশক্তি আছে। আপনি কি দেবতা ?

শাহ। তুমি কে ?

ইউ। আমার বোধ হচ্ছে, এইখানে যেন শীঘ্র আমায় আসতে হবে।

শাহ। জোলেখা কে ?

ইউ। স্বর্গীয় দেবীর অংশ।

শাহ। এখন তোমার কিছু মনে পড়ে?

ইউ। হাঁ, জোলেখা আজিজমিসরের পরিণীতা, কিন্তু এখনও কুমারী।

শাহ। তোমার জন্যে কি সত্যই পাগলিনী?

ইউ। হাঁ, এখন আমার সব মনে পড়ছে, আমি তাকে তিনবার স্বপ্ন দিয়েছিলেম।

শাহ। তারপর?

ইউ। আমার কথামত সে আজিজমিসরের বাটীতে এসেছিল।

শাহ। তারপর?

ইউ। আমায় মাফ করুন, আমি জোলেখার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি ঘোর পাপ করেছি, জোলেখা আমার জন্যে অনেক মনকষ্ট পেয়েছে। শাহসাহেব! শাহসাহেব! আপনার পায়ে ধরি, আমায় রক্ষা করুন, নৈলে আমায় নরকে যেতে হবে।

শাহ। চিন্তা নাই, আমার বস্ত্র ত্যাগ কর। (ইউসফের বস্ত্র ত্যাগ ও জ্ঞান লাভ)।

ইউ। কে আপনি মহাপুরুষ? আমায় রক্ষা করুন, এ পাপ হ'তে আমার পরিত্রাণের উপায় কি?

শাহ। জোলেখার পানিগ্রহণ ক'রে তাকে সুখী কর।

(শাহসাহেবের প্রস্থান)

ইউ। (নতজানু হইয়া) জোলেখা! জোলেখা! আমায় ক্ষমা কর, আমি না জেনে অনেক অপরাধ করেছি। এই সাধুপুরুষের দয়াতে আমার সন্দেহ ঘুচেছে। আমি অতি পাপী, আমায় ক্ষমা কর।

জোলেখা। কে উনি সাধুপুরুষ? তাঁকে আমার অসংখ্য সেলাম। তিনি নিশ্চয় বিধাতা, আর আমার দুঃখ নেই, আর তুমি যে আমার সতীত্বের পরিচয় পেয়েছ, তাতেই আমার পরম সুখ, এখন ম'লে আর আমার দুঃখ নেই।

ইউ। জোলেখা! সাধুপুরুষের অনন্ত করুণায় আমার সব কথা মনে পড়েছে, আমি ত তোমায় আজিজমিসরের পরিণীতা হতে বলিনি।

জোলেখা। তুমি আজিজমিসর ব'লে পরিচয় দিয়েছিলে, আমি সেই জন্যে আজিজমিসরের পরিণীতা হয়েছিলাম।

ইউ। সে তোমার ভ্রম, আমি তোমাকে আজিজমিসরের বাটীতে আসতে বলেছিলেম।

জোলেখা। বিবাহের সময় কাজী হলপপাঠ করিয়েছে, কিন্তু কোন উত্তর ক'রেনি, মনে মনে ঈশ্বরকে সাক্ষী ক'রে তোমাকে স্বামী-রূপে হলপ করেছি। এ কথা এতদিন তোমার বিশ্বাস হয়নি কেন? জানি না। ভিন্ন ঘরে শয়ন করেছি, আমার বিচ্ছেদে আজিজমিসর কেঁদে কেঁদে মরে গেছে, তবু এক দিনও তার অঙ্গ স্পর্শ করিনি।

ইউ। ধন্য জোলেখা! জগৎ যেন তোমার মতন পবিত্র সতীত্বধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, এখন তোমার কি প্রার্থনা বল।

জোলেখা। তোমার অলৌকীক যে শক্তিবলে শিশুর বাক্যস্ফুরণ হয়েছিল, সেই শক্তি প্রভাবে আমার পূর্ব্বের রূপ করে দাও।

ইউ। জোলেখা, সে শক্তি কি? আমি জানিনা, বিশেষতঃ আমার মন স্থির নেই, শাহসাহেবের সঙ্গে কথা ক'য়ে পর্য্যন্ত, যেন কত পুরাতন কথা মনে পড়ছে, আমি এতদিন কি ভীষণ মোহ অন্ধকারে জীবনপাত করেছি, যেন ছায়ার মতন ব'লে বোধ হয়, কি ছিলেম, যেন আবার কি হয়েছি। কে আমি? তুমিই বা কে? যেন সব ছায়া! ছায়া! শুধু ছায়া! ভাল জোলেখা, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কচ্ছি, যেন তুমি পূর্ব্বের রূপ পুনঃপ্রাপ্ত হও। সেই শাহসাহেবের কাছে চল, তাঁর ইচ্ছাতেই তোমার আশা পূর্ণ হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

রাজবাটীর কক্ষ।

(শাহসাহেবের প্রবেশ)

শাহ। আবাহমানকাল চির প্রকৃতীর প্রচলিত প্রথানুসারে একের ধ্বংশ, অন্যের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়, ইউসফ স্বর্গীয় দেব অংশে জন্ম-গ্রহণ ক'রে মর্ত্তে প্যায়গম্বর, তার ইহলীলা প্রায় শেষ হ'ল, জোলেখারও দেবী অংশে জন্মগ্রহণ ক'রে চিরদুঃখে জীবন অতিবাহিত কল্লে, আমারও দুনিয়ার কার্য্য শেষ হ'ল। ভগবানের অভিপ্রেত সতীত্বের পরাকাষ্ঠায় জগৎ স্তম্ভিত হয়েছে, ইউসফের অলৌকীক কার্য্য দর্শনে জনসাধারণে মুগ্ধ। আমি যে ঈশ্বরাদেশে প্রেরিত দূত, ইউসফের রক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেম, এ কথা আর ইউসফকে অপ্রকাশ রাখা উচিত নয়। বহুদিন স্বর্গের সিংহাসন শূণ্য পড়ে আছে, ধর্ম্ম-নিষ্ঠাবান মহাত্মা ইয়াকুব ইউসফের জন্মদাতা মোক্ষপদ লাভ করেছে, অদ্বিতীয়া রূপবতী স্বর্গীয়া রাহেল, ইউসফকে প্রসব ক'রে, ইহলীলা শেষ ক'রে গেছে, জোলেখার দুঃখের অবশান ও ইউসফের দুঃখ মোচন হ'ল।

(ইউসফের প্রবেশ)

ইউ। শাহসাহেব, আপনার অপার করুণায় জোলেখা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

শাহ। ইউসফ! আশা কাহারও অপূর্ণ থাকে না, কিন্তু তোমার সময় প্রায় নিকট, তুমি যে উজ্জ্বল আলোকময় প্রদেশ দেখেছ, সেই স্থানে অবিলম্বে তোমায় যেতে হবে, প্রস্তুত হও।

ইউ। আপনি কে মহাপুরুষ? আপনার আজ্ঞা শীরোধার্য্য, আমি সর্ব্বদাই খোদার তলবে প্রস্তুত আছি।

শাহ। শুন তোমার কেনাননিবাসী ইয়াকুবের ঔরসে রাহেলের গর্ভে ঈশ্বর অংশে জন্ম হয়, জগতে সতীত্ব শিক্ষা দিবার জন্য আরবদেশীয় রাজা তৈমুসের অংশে জোলেখার সৃষ্টি, অভাগিনী বাল্যকাল থেকে তোমার বিরহে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে, মর্ত্তে মিলন হ'ল বটে, কিন্তু উপভোগ স্বর্গে, সে তার অন্তরে জানতে পেরেছে, তার সময়ও নিকট, আমি ছদ্মবেশী ঈশ্বরের প্রেরিত দূত জিব্রাইল্, তোমার রক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেম, আর তোমার সঙ্গে আমার এখানে দেখা হবে না, আশীর্ব্বাদ করি, আজ থেকে মিসরে বনি ইস্রায়েলের বংশ মহা গৌরবান্বিত হ'ক। (শাহসাহেবের অন্তর্ধ্যান)

ইউ। এ কি! কথা কইতে কইতে স্বর্গচ্যুত জিব্রাইল্ কোথা গেল! স্বর্গে গেল কি? কৈ? আকাশে ত কোন চিহ্নমাত্র নাই।

(জোলেখার প্রবেশ)

এস,এস, প্রাণেশ্বরী! মিলন এখানে হ'ল বটে, কিন্তু উপভোগ স্বর্গে।

জোলেখা। প্রাণেশ্বর! সে কি কথা? আমার কি শুধু দুঃখ সহ্য করবার জন্যেই জন্ম হয়েছিল?

ইউ। শুন প্রিয়ে, বিধাতার ইচ্ছা, শাহসাহেব ছদ্মবেশী দূত জিব্রাইল্, ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হবার জন্য অনুমতি করে গেছেন, তুমিও প্রস্তুত হও, কিন্তু কাল্ বড় বিষম স্বপ্ন দেখেছি।

জোলেখা। (স্বাশ্চর্য্যে) কি সে স্বপ্ন?

ইউ। স্বপ্নে দেখলেম, যেন স্বর্গীয় পিতা মাতা একাসনে উপবিষ্ট হয়ে, আমাকে তাঁদের কাছে যাবার জন্য আদেশ কল্লেন।

জোলেখা। প্রাণেশ্বর! আপনিই জানেন, এ স্বপ্নের তাৎপর্য্য কি?

ইউ। এর তাৎপর্য্য আমার মৃত্যু।

জোলেখা। ভয় কি? জোলেখাও আপনার সঙ্গের সঙ্গিনী।

ইউ। হাঁ, সাধ্বী স্ত্রীর উচিত বটে।

(সখীগণের প্রবেশ)

গীত

এস আলি হেসে হেসে, সোহাগে বধুর বেশে,
চাও যদি নিতে লুটে প্রেমিক—পরাণ।
আদরে করাব তোমায় প্রেম সুধা পান॥
পাইলে তোমারে প্রাণ, আবেশে ধরিয়ে গলা,
রাখিয়ে হৃদয় পরে মিটাইব প্রেমজ্বালা,
অধরে অধর রাখি, করি কত মাখামাখি,
দানিব তোমায় যত প্রেমের নিদান।
আজি তুমি মনোমত, পিও প্রাণ অবিরত,
ভুলে গিয়ে যত অভিমান॥

(সকলের প্রস্থান এবং নাগরীক ও মনসুরের প্রবেশ)

মন। ওরে বাপরে বাপ, আমি ত একেবারে তাজ্জব হয়ে গেছি, যা হ'ক মিঞাসাহেব, আপনাকে দু'হাজার সেলাম, আপনি যোগাড় ক'রে না লাগ্‌লে, এতদিন একাদশী করে কবরে যেতে হ'ত। যাইহোক এখন আবার রুটিটা বজায় হ'ল। ঈশ্বর করুন, ইউসফ সাহেব আর জোলেখা বিবি বেঁচে থাক। খোদার মর্জ্জি, আর আপনার হাত যশ, খুব কাজটা করেছেন, আজন্ম আপনার গুণকীর্ত্তন কর্ব্ব। তবে বুঝলেন কি না,—দাই মাগীটা বেঁচে থাকলে বড় সুখের হ'ত, মাগী জোলেখা বিবির জন্য অনেক কষ্ট করেছে, ঈরাণী বিবিটাও শুনছি বিবাগী হয়ে গেছে, তা যাক, সে সব পুরোন কথায় আর কাজ নেই।

নাগরীক। দেখ,- ইউসফ বড় সাধারণ লোক নয়, ওর ক্রীয়া কলাপ দেখে আমি বড় তাজ্জব হয়েছি।

মন। আপনি বেশী আর কি দেখলেন বলুন, তাতেই যদি আপনি তাজ্জব হয়ে থাকেন, তা হ'লে আমার ত কথাই নেই। আমি বহুদিন থেকে ওর আগাপাছতলা সবই দেখে আসছি। আমার জুড়িদার

হয়ে এল, আর রাজা হয়ে বেরিয়ে গেল। বল্লে বিশ্বাস কর্ব্বে না মিয়াসাহেব, আল্লারকিরে, ওকে নিজে হাতে ক'রে সমস্ত কাজ শিখিয়েছি, এখন চিন্তে পারে কি না বলতে পারিনি।

নাগরীক। দেখ মনসুর, অদৃষ্ট বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ, মার্জ্জার সিংহ সংস্রবে কখন পশুরাজ হয় না, যার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ আছে, সে যদি বনে যায়, সেখানেও রাজা হবে। ইউসফের কোমনীয় মূর্ত্তি দেখলে নীচ বংশীয় ব'লে বোধ হয় না, প্রথম দিন মোসাফিরখানার দরজায় ভস্মাচ্ছাদিত জোলেখার রূপজ্যোতি দেখেই আমার সন্দেহ হয় যে, সামান্য স্ত্রীলোক নয়, তাই অতটা কষ্ট সহ্য ক'রে ইউসফের সন্ধান করেছি, কিন্তু আমার পরিশ্রম যে সফল হ'ল, তাতেই আমার পরম আনন্দ। ভবিতব্য, দেখ একদিন যে দেশশুদ্ধ লোকের তামাসার পাত্রী ছিল, ভিক্ষা ক'রে, ঘুরে ঘুরে, ধুলায় পড়ে দিন কাটিয়েছে, আজ সে সমস্ত দেশের রাণী।

মন। যা হ'ক মিঞা, সকলের চেয়ে আপনার তারিফ আছে, সরকার বাহাদুর ভাল ক'রে তলিয়ে বুঝলে, আপনাকে গোয়েন্দা বিভাগের একটা চাকরী দিতে পারে, কিন্তু এখানে আর বাহাদুরীর তুবড়ি ছেড়ে কি হবে? চলুন, একবার জোলেখা বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসি।

নাগরীক। চল, চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

অন্ধকার সমাচ্ছন্ন কবরভূমি।

(ইউসফের ধীরে ধীরে প্রবেশ)

ইউ। উঃ! কি ভীষণ অন্ধকার! কিছু দেখা যায় না, এ কোন স্থান? মেঘাবৃত ক্ষীণ চন্দ্রিমালোকে ওগুলো কি দেখা যাচ্ছে? সমাধি মন্দির! তাই ত! এখানে আজ এত অন্ধকার কেন? উঃ! পায়ে নর অস্থি বিদ্ধ হচ্ছে! ওটা আবার কি অন্ধকারের ভেতর লুকিয়ে বসে আছে! একটা শিয়াল, আজ বোধ হয় এই খানেই আমার কবর আছে! মনে যেন একটা কি রকম ভাব হয়েছে, এ পৃথিবীর সঙ্গে যেন আর আমার সংস্রব নাই, কেমন ছাড়া ছাড়া ভাব, মৃত্যুর পূর্ব্বে লোকের এই ভাব হয়, যেন কি ছিল, আবার যেন কি হ'ল, এই যেন কি হ'য়ে গেল, কিছুই ভাল লাগে না। কি যেন হবে, যেন সুখ দুঃখ লালসা, পরিতৃপ্তি, স্পৃহা, আর কিছুই নেই, পৃথিবী বিষবৎ ব'লে বোধ হচ্ছে। সকল সময়ে মনে হয় যেন, সেই আলোকময় অন্তরীক্ষ প্রদেশে আমার অন্তরাত্মা ইতস্তত বিচরণ কচ্ছে। যাই, যে পথে যেতে চাই, সেই পথে যাই। বড় অন্ধকার, পিতা! পিতা! স্নেহময়ী জননী! আজ তোমাদের হতভাগ্য সন্তান তোমাদের পদসেবা কত্তে যাবে, কিন্তু জোলেখার কি হবে? আহা! হা! বিধাতার ইচ্ছায় অভাগিনী চিরজীবন দুঃখভোগ কল্লে। মৃত্যু ইচ্ছাধীন নয়, জোলেখার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, কিন্তু আজ অন্তরে একটা বিষাদের ছায়া দেখছি কেন? কখনও কোন দিন ত এমন হয়নি। বাল্যকালে, মাতৃহীন হ'য়ে, অজস্র অশ্রুর বর্ষণে কত দিন-রাত্রি কেটে গেছে, আবার পিতার মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে গেছি, কিন্তু একদিনও বিষাদ কাকে বলে জানিনি। ভ্রাতাদের কুচক্রে প'ড়ে কূপে রুদ্ধ হ'য়ে, ঈশ্বরে প্রত্যয় ক'রে মুক্তিলাভ কল্লেম, তখনও একদিন বিষাদ-কালীমা, আমার হৃদয় স্পর্শ কত্তে পারেনি। প্রাণদাতা বণিকের সাহায্যে যখন মিসরে প্রবেশ কল্লেম, তখনও কোন

ভাবনা ছিল না, অন্নদাতা আজিজমিসরের নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হ'লেও, কোন চিন্তার উদ্বেগ ছিল না। যৌবনে যুবতীর অযাচিত প্রেম প্রার্থনায়, কোন স্পৃহা বা ভাবনাও ছিল না। কতদিন কারারুদ্ধ হ'য়ে মৃত্যুর কামনা করেছি, কিন্তু আজ মরণে যেন হৃদয় চঞ্চল হচ্ছে, এর তাতপর্য্য কি? বুঝেছি কেবল মায়া! মায়া! আর কিছু নয়। কিসের মায়া? পৃথিবীর মায়া! দেহের মায়া! মাতৃগর্ভ হ'তে পৃথিবীর কোলে ভূমিষ্ট হয়ে শয়ন করেছি, যে সুজলা সুফলা, ধরণীর শষ্যে দিন দিন দেহ বর্দ্ধিত হ'ল, যে পৃথিবীতে ব'সে পরম পবিত্র খোদার নাম কীর্ত্তন করেছি, আজ সেই পৃথিবী হ'তে জন্মের মত বিদায় নিতে হবে, কিন্তু কি ঘোর পরিবর্ত্তন! এক চিন্তা জোলেখার, একদিন যে জোলেখা আমার বিষবৎ ত্যাজ্য ছিল, আজ মৃত্যুর দিনে যেন সেই জোলেখার চিন্তায় হৃদয় চঞ্চল হয়েছে! যাই আর দেরী কর্ব্ব না, পিতা! পিতা! কোথায় তুমি? তোমার পায়ে আমার অসংখ্য সেলাম! এ কি! আমার শরীর এত রোমাঞ্চিত হ'ল কেন? বুঝেছি, আন্তরিক পিতৃস্নেহ, সমস্ত অঙ্গ স্ফীত হ'য়েছে, ভগবান! ভগবান! কোথা তুমি? প্রভু! দেহান্তে এ হতভাগ্য সন্তানকে চরণে স্থান দিও, দাঁড়াও দাঁড়াও একবার প্রাণ ভরে জন্মের মতন তোমায় ডাকি।

(অন্তরীক্ষে ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অবলোকন ও এক পার্শ্বে রাহেল, অপর পার্শ্বে ইয়াকুবের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির আবির্ভাব)

ও কি! ও কি! নীরব অন্ধকারময় সমাধী ক্ষেত্রের ভীষণ অন্ধকার বিদূরিত ক'রে পশ্চিম গগণে ও কার জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি? চিনেছি. চিনেছি, আহা মরি! মরি! সেই আয়তলোচন, উন্নত ললাট, সুগৌরাঙ্গ ধর্ম্মের শিখর যে শাহসাহেব। প্রভু! প্রভু! আপনাকে অসংখ্য কোটী কোটী সেলাম। মেহেরবাণী করুন, আমি আশ্বস্থ হই যেন, দেহান্তে আপনার পদে আমার পরমাত্মা মিশিয়ে যায়। ও আবার কি?

এক পার্শ্বে, পবিত্র ধর্ম্মের উজ্জ্বল পুরুষ প্রতিমূর্ত্তি, কে ও পিতা? পিতা, আপনাকে সেলাম, আমি অতি হতভাগ্য, আজন্ম আপনার চরণ সেবায় বঞ্চিত আছি, যদি খোদার মর্জ্জিতে, দেহান্তে আপনার দর্শন পাই, আমার চির পিপাসা পূর্ণ হবে। আর এক পার্শ্বে ও কি? কে ও শান্তিময় দেবী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি! এ কি! বহুদিন পরে দেখছি আশ্বাস-দায়িনী গর্ভধারিণী স্নেহময়ী জননী! আহা! হা! আজ আমার চক্ষু স্বার্থক হ'ল, মা! তোমায় প্রণিপাত, তোমার স্নেহময় কোল আর এক মুহূর্ত্ত প্রসারণ কর, আমি সকল জ্বালা জুড়াই।

(নেপথ্যে) প্রাণাধিক ইউসফ! তোমার অদর্শনে আমরা নিতান্ত ব্যাকুল, আর এক মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের নিকটে এস, তোমার জন্য স্বর্গে সিংহাসন শূণ্য আছে। (জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিগণের অন্তর্ধ্যান)

ইউ। যাই, যাই, আবার ঘোর অন্ধকার, পিতা! পিতা! আর এক মুহূর্ত্ত আমায় জ্যোতি প্রদান কর। জোলেখা! জোলেখা! অনেক দূরে আছ, আর দেখা হ'ল না, মনে দুঃখ ক'র না যে, ইউসফ তোমায় না ব'লে মরেছে, যাই জোলেখা। (ইউসফের পতন ও মৃত্যু)

(জোলেখার বেগে প্রবেশ)

জোলেখা। (স্বরোদনে) এই যে, এই যে আমি, এ কি! ইউসফ কৈ? ঘোর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন সমাধি স্থানে ইউসফ যেও না, যেও না, আমায় একলা ফেলে যেও না। চিরদিন তোমার বিরহে অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, যে চোখে তোমায় দেখেছি, সে চোখে আর কেমন ক'রে এ জগৎকে দেখব? নয়ন! নিমিলিত হও, আর তোমার কিসের মমতা? চিরজন্ম ইউসফের জন্যে কেঁদে কেঁদে চখের উজ্জ্বলতা নষ্ট করেছি। তোমার অশ্রুবারি ইউসফের প্রেমের নিদর্শন মাত্র, আমায় অনেক ব্যথা দিয়েছ। যাও, আজ সেই প্রেমের নিদর্শন, ইউসফের সঙ্গে চ'লে যাও। (চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করতঃ ইউসফের বক্ষপরি স্থাপন) ইউসফ! আর একবার আমায় প্রিয় সম্ভাসনে ডাক, এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার সুকোমল বক্ষস্থল প্রসারণ কর, আমি তোমার প্রাণে মিশিয়ে যাই। (ইউসফের বক্ষপরি পতন ও মৃত্যু)

যবনিকা পতন।